উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৭,৮৬০.১৯ (-১৯৭.৯৭)

নিফটি : ২৩,৫৫৯.৯৫ (-৪৩.৪০)

স্কুলে অগ্নিদগ্ধ শিক্ষিকা

গত আট-নয় মাস ধরে ডাঙাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই হেল্পার। একজন শিক্ষিকা পড়ান আবার রান্নাও করেন। শুক্রবার রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেন সেই শিক্ষিকা। » ৫

বোমা কাণ্ডে গ্রেপ্তার চার তৃণমূল কর্মী

রতুয়ায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করল রতুয়া থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে পেশ করা হয়। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৩°	২৪°	১১°	২৭°	১৩°	২৬°	১৩°

চোট কাটিয়ে কটকেই ফিরছেন বিরাট » ১৫

২৫ মাঘ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 8 February 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 260

লালবৃত্তে থেকে সাক্ষরতার আলোর পিয়াসী

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : 'আমি তো নিজের নাম লিখতে পারি না। আমি পড়তে চাই। নিজের নাম লিখতে চাই। আমাকে শিখিয়ে দেবেন?' জেলা শিক্ষাকর্তার কাছে এসে এমনটাই আর্জি জানালেন লালবৃত্তের মেয়েরা। এক-দুইজন নন, মালদার রেডলাইট এলাকার প্রায় ৩০ জনেরও বেশি মহিলার এমন আর্জিতে বেশ অবাকই হয়েছিলেন মালদা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শক। এবার তিনি এগিয়ে আসলেন লালবৃত্তের মহিলাদের 'সাক্ষর' করার জন্য।

মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে রেডলাইট

ছবি : এআই

এরিয়া হংসগিরি লেন। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যায় হংসগিরি লেনে যৌনপল্লি গড়ে ওঠে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ আমলে মূলত পুরাতন মালদা ঘিরে গড়ে ওঠে বিশাল বাণিজ্যনগরী। পারস্য, বর্মা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মালদায় আসতে শুরু করেন বণিক সম্প্রদায়। সেই বণিকদের থাকার জন্য মালদা শহরজুড়ে গড়ে ওঠে একের পরে এক পান্থশালা। সুযোগ বুঝে দেহব্যবসার জন্য মালদায় ঘাঁটি গড়ে তোলেন বারবনিতারা। যত্রতত্র দেহব্যবসা শুরু হয়ে যাওয়ায় এগিয়ে আসেন মালদার ঐতিহ্যবাহী গিরি পরিবার। এগিয়ে আসেন ওই পরিবারের অন্যতম সদস্য হংসনারায়ণ গিরি। তিনি তাঁর নিজের নামে থাকা সম্পত্তির একাংশ দান করেন পতিতাপল্লি তৈরির জন্য। সেই থেকে মালদার রেডলাইট এরিয়ার নাম হয় হংসগিরি লেন।

ওই এলাকার মেয়েদের নানা ধরনের যৌনরোগ নিয়ে সচেতনতা, আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করার কাজ করেন আম্বারি খাতুন। বাড়ি মালদা শহরের কালীতলায়। তিনি আবার হংসগিরি লেনে দুর্বার সংঘের হয়ে কাজ করেন।

সম্প্রতি ওই এলাকার বাবার পরিচয়হীন শিশুদের স্কুলমুখী করা হয় জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে। ওই শিশুদের স্কুলে যেতে দেখে লালবৃত্তের মহিলাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ শুরু হয়। মহিলারা তাঁদের আগ্রহের কথা প্রথম জানান ওই আম্বারিদেবীকেই। আম্বারি খাতুন জানান ডিআইকে। এরপরেই শুরু হয় উদ্যোগ। তাঁর কথায়, 'অনেক মহিলাই রয়েছেন যাঁরা পেটের দায়ে কিংবা সংসারে অত্যাচারিত হয়ে দেহব্যবসার *এরপর বারোর পাতায়*

সবিনয় নিবেদন

সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুর খরচ গত কয়েক বছর ধরে বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এই ব্যয় বৃদ্ধির আঁচ থেকে প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের আমরা দূরে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকেছে যে, এবার আপনাদের একটু সহযোগিতা না পেলে আর পেরে ওঠা যাবে না। সপ্তাহে ৭ দিনই নয়, ৬ দিন—রবি থেকে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের দাম ১ টাকা করে বাড়ছে। অর্থাৎ, সোম থেকে শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের দাম থাকছে ৫ টাকা, রবিবার ১ টাকা বেড়ে ৭ টাকা।

এই পরিবর্তিত মূল্য কার্যকর হবে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে।

১৯৮০ সালে আত্মপ্রকাশের পর শিগগিরই উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠা উত্তরবঙ্গ সংবাদ বরাবর প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের সহযোগিতা এবং সমর্থন পেয়ে এসেছে। আপনাদের সেই আশীর্বাদের ধারা একইভাবে আমাদের প্রতি বহমান থাকবে, এই প্রত্যাশায় রইলাম।

-প্রকাশক

ঢাকার দূতকে ডেকে জবাব

হাসিনায় লাগাম দেবে না ভারত

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের ছোড়া ইটের জবাব পাটকেল ছুড়েই দিল ভারত। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে লাগাতার চাঁচাছোলা বিবৃতি দেওয়ায় ভারতকে বিঁধেছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। হাসিনার বিবৃতি দেওয়া বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থিত ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করে নয়াদিল্লিকে বার্তা পাঠিয়েছিল ঢাকা। এর জবাবে শুক্রবার নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মহম্মদ নুরুল ইসলামকে সাউথ ব্লকে তলব করা হয়। তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, শেখ হাসিনার লাগাতার বিবৃতি জারির মধ্যে ভারতের কোনও হাত নেই। বাংলাদেশ সরকারের তরফে বারবার নেতিবাচক মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন সেগুলি তিনি নিজের এক্তিয়ারে করেছেন। তাতে ভারতের কোনও হাত নেই। এই বিষয়টিকে ভারত সরকারের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনও ইতিবাচকতা আনবে না।' নয়াদিল্লির কড়া বক্তব্য, 'ভারত সরকার দুই দেশের সম্পর্কে উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। পরিস্থিতি না বিষিয়ে বাংলাদেশও যাতে একইরকমই অবস্থান নেয় আমরা সেটাই আশা করি।'

ঘটনা হচ্ছে, ভারতের তরফে এই অবস্থান বারবার স্পষ্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও শেখ হাসিনার নয়াদিল্লির নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে লাগাতার ভাষণকে মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাই ছাত্র-জনতার রোষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি-৩২-এর ঐতিহাসিক বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও বৃহস্পতিবারের মতোই শুক্রবারও যাবতীয় অশান্তির দায় শেখ হাসিনার ঘাড়েই চাপিয়েছে ইউনূস সরকার। প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক *এরপর বারোর পাতায়*

নয়াদিল্লির কড়াবার্তা

- ভারত সরকার দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। পরিস্থিতি না বিষিয়ে বাংলাদেশও যাতে একইরকমই অবস্থান নেয় আমরা সেটাই আশা করি
- শেখ হাসিনার লাগাতার বিবৃতি জারির মধ্যে ভারতের কোনও হাত নেই
- বাংলাদেশ সরকারের তরফে বারবার নেতিবাচক মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক

গোলাপ দিবসে ফুলের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। শুক্রবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

সুচ ফুটিয়ে শাস্তি 'পাচারকারী'দের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : গোরু চুরি করে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে দুই তরুণকে গণধোলাই। তাদের সারা শরীরে সুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় একজনের দুই হাত আর দুই পা। ওই অবস্থায় জাতীয় সড়কের ধারে দুজনকে ফেলে রাখে ক্ষিপ্ত গ্রামের বাসিন্দারা। শুক্রবার ভোরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা লাগোয়া কৃষ্ণমুড়ি এলাকায়।

দুই গোরু পাচারকারীকে বেধড়ক মারধরের পর জাতীয় সড়কের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তির ব্যবস্থা করে।

জখম দুই তরুণের নাম রাজাউল আলম আর ইউনুস আলি। তাদের বাড়ি কালিয়াগঞ্জের রঘুনাথপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোরে কুড়িটা গোরু বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের চেষ্টা করে ওই দুজন। গ্রামের বাসিন্দারা টের পেয়ে দুজনকে বেধড়ক মারধর দেয়। সারা শরীরে সুচ ফুটিয়ে দেয়। একজনের দু'হাত আর দু'পা ভেঙে দেয়। দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে পড়ে রয়েছিল।

পুলিশ গিয়ে জখমদের উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় (সেট) বলেন, 'একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বাঁ হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পেটে, কিডনিতে ও মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে, অপরজন চিকিৎসাধীন।'

আরেক আক্রান্ত রেজাউল আলমের বক্তব্য, 'আমরা বিহারের (আরাবিয়া) একটি হোটেলে কাজ করি। রাতে বাইকে করে দুজনেই বাড়ি ফিরছিলাম। রায়গঞ্জ থানার কৃষ্ণমুড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপরে কতগুলি গোরু রাস্তা ব্লক করে রেখেছিল। বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই সেই গোরুগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ে যাই। আচমকাই আমাদের গোরুচোর বলে ৮-১০ জন মিলে বেধড়ক মারধর করে।' তার সংযোজন, 'আমাদের দুজনের কাছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ছিল সেই টাকা ছিনিয়ে নেয়।'

ঘটনাক্রম

- শুক্রবার ভোরে কুড়িটা গোরু বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের চেষ্টা করে ওই দুজন
- গ্রামের বাসিন্দারা টের পেয়ে দুজনকে বেধড়ক মারধর দেয়
- সারা শরীরে সুচ ফুটিয়ে দেয়। একজনের দু'হাত আর দু'পা ভেঙে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কের ওপরে পড়ে থাকে
- পুলিশ গিয়ে জখমদের উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করে

নির্যাতনের পর ফেলে পালায় দুষ্কৃতীরা

গোলাপ দিবসে গণধর্ষণ দু'জনকে

শুরু হয়েছে ভালোবাসার সপ্তাহ। আর এমন আবহেই উত্তর দিনাজপুরের দুই প্রান্তে অপহরণ ও গণধর্ষণের কবলে পড়ল দুই নাবালিকা। দুই নিগৃহীতার চিকিৎসা চলছে রায়গঞ্জ মেডিকেলে।

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহে রক্তাক্ত শৈশব, কৈশোর। নয় বছরের বালিকাকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ। হেমতাবাদ থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের ওই ঘটনার মতো একইরকমভাবে নৃশংসতার মুখে পড়তে হয় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহরণের পর চার তরুণ মিলে তাকে গণধর্ষণ করে ডালখোলা বাইপাসের ধারে ফেলে রেখে পালায়।

রক্তাক্ত অবস্থায় ওই কিশোরী জাতীয় সড়কের ধারে পড়েছিল। পুলিশ উদ্ধার করে তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। ঠিক একইভাবে হেমতাবাদের গ্রামে গুরুতর জখম অবস্থায় ভুট্টাখেতের পাশেই পড়েছিল নয় বছরের বালিকা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তির পরামর্শ দেন কর্তব্যরত জরুরি বিভাগের চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা। ওই ঘটনায় দুজন তরুণের বিরুদ্ধে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বৃহস্পতিবার বিকেলে মাঠ থেকে ছাগল আনার সময় আরও কিছু কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। ফেরার পথে দুই তরুণ বালিকাকে গণধর্ষণ করে। বাড়িতে ছাগল ফিরলেও মেয়ে না আসায় পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। খোঁজাখুঁজি করতে ভুট্টাখেতের দিকে যাওয়ার সময় ওই বালিকার মা ও তার পরিবার দেখতে পায় খেতের পাশে পড়ে রয়েছে তাঁদের মেয়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। আক্রান্ত বালিকার মায়ের বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে দুজন মিলে ধর্ষণ করেছে। দুই অভিযুক্তের নামে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমার মেয়ে বিকেলবেলায় ভুট্টাখেতের পাশ দিয়ে জমিতে ছাগল আনতে গেলে ফেরার সময় তাকে গণধর্ষণ করে দুই অভিযুক্ত তরুণ। তাদের বাড়ি আমাদের গ্রামের মধ্যে।' হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তল্লাশি চলছে।'

এদিকে ডালখোলা বাইপাসের ধার থেকে উদ্ধার হওয়া কিশোরীর উপর অত্যাচারের খবর পরিবারের লোকেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে পান। ওই ঘটনায়ও হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চারজন তরুণকে খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। শুক্রবার ভোর তিনটে নাগাদ ওই কিশোরীকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ *এরপর বারোর পাতায়*

নৃশংস প্রবৃত্তি

- নয় বছরের বালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ হেমতাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামে
- গুরুতর জখম অবস্থায় ভুট্টাখেতের পাশে উদ্ধার হয় ওই বালিকা
- স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহরণের পর চার তরুণ মিলে এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে
- লালসা মিটে গেলে তাকে ডালখোলা বাইপাসের ধারে ফেলে পালায় ওই দুষ্কৃতীরা

ছবি : এআই

স্ত্রী, মেয়েকে তাড়ালেন বাবা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : বার বার সতর্ক করার পরেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেয়ের মোবাইল আসক্তি কমাতে পারেননি বাবা। উলটে আসক্তি আরও বেড়ে যায়। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়ে ও মাকে বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন বাবা। বাড়ি ছেড়ে প্রাণ ভয়ে মা ও মেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরে স্বামীর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। বাড়ি ফিরলে তাদের মেরে ফেলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করে পুলিশের কাছে নিরাপত্তাও দাবি করেছে ওই গৃহবধূ। বালুরঘাট শহরের নামাবঙ্গী এলাকার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আলোচনা শুরু হয়েছে। গৃহবধূর অভিযোগ পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আক্রান্ত মায়ের নাম শিখা মালি। অভিযুক্ত বাবা শংকর মণ্ডল। তিনি পেশায় টোটোচালক।

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরিবারের দাবি, লকডাউনের সময় মেয়েকে একটি ব্যবহৃত মোবাইল কিনে দিয়েছিলেন বাবা। এরপর থেকেই মেয়ের মোবাইল দেখার প্রতি চরম আসক্তি তৈরি হয়েছিল। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে মেয়ে। মাস কয়েক আগে এ নিয়ে বাড়িতে চরম গোলমাল হয়। ওই সময়ই ওই মেয়ের মোবাইল ভেঙে ফেলেছিলেন বাবা। কিন্তু, পড়াশোনায় অসুবিধা হচ্ছে দেখে ফের কিস্তিতে একটি মোবাইল কিনে দিয়েছেন মেয়েকে। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু তাতেও আসক্তি যায়নি। যা দেখে ক্ষোভ সামলাতে পারেননি বাবা। গত বুধবার রাতে ওই মেয়ের মোবাইল ঘাটাঘাটি দেখে রাগে ফেটে পড়েন টোটোচালক বাবা। অভিযোগ, মেয়ের কাছে মোবাইল চাইলে, সে তা দিতে রাজি না হওয়ায় মেয়েকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। মেয়েকে মারতে দেখে মা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে তাঁকেও বেধড়ক মার দেন বাবা। রাগে দুজনকেই মেরে ফেলার হুমকি দেন তিনি। *এরপর বারোর পাতায়*

মোবাইলে আসক্তির জের

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভুলে লাগাম টানতে ব্যর্থ সিপিএমের সম্মেলনপর্ব

গৌতম সরকার

সিপিএমে এখন সম্মেলনপর্ব। বাম দলে সম্মেলন মানে সংগঠনে ঝাঁকুনি। ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার দিশা ইত্যাদি। খানিকটা উৎসবও। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিএমে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, ভুলও হয়েছে বহু। জ্যোতি বসুর সেই 'ঐতিহাসিক ভুলে'র মতো আরও অনেক ভুল সিপিএম কখনও স্বীকার করেছে, কখনও করেনি। করলেও বাঙাল প্রবাদের মতো 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র।' যখন সেই ভুলের মাশুল গোনা ঠেকানোর উপায় থাকে না।

হাতেগরম উদাহরণ গত বিধানসভা নির্বাচন। বাম দলে নির্বাচনি পর্যালোচনা মানে দফায় দফায় বৈঠক, 'বস্তুবাদে'র আলোয় হারজিতের চুলচেরা বিশ্লেষণ, সেজন্য দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচে নথি তৈরি ইত্যাদি। সেই নথি ক'জনে পড়ে সন্দেহ হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় আবার শূন্য হওয়ার পর সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের মালুম হল, মমতার পাইয়ে দেওয়ার কৌশলের চড়া সুরে সমালোচনা বড় ভুল হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আঁচলে বাংলার লক্ষ্মীদলের ভোট-বাঁধা পড়াটা নাকি সিপিএম বুঝতেই পারেনি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে ভিক্ষার ভাণ্ডার বলে প্রচার করেছে। যাতে বাংলার লক্ষ্মীদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে সিপিএমকে। ইভিএমে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্নে ভোট দেওয়ার লোক পেতে কালঘাম ছুটেছে সিপিএমের। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি নিয়ে *এরপর বারোর পাতায়*

অন্য প্রেমের গল্প লিখেছেন বিশাল-সুরিনা

ভালোবাসার গল্প

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নয়ের দশকে মুক্তি পাওয়া 'মন' সিনেমায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বিয়ে করার কথা ছিল আমির খান (দেবকরণ সিং) আর মনীষা কৈরালা (প্রিয়া)-র। দুর্ঘটনায় পা হারিয়ে সেদিন প্রিয়া পৌঁছাতে পারেনি দেবকরণের কাছে। অনেক পরে দেবকরণ জানতে পারে প্রিয়ার দুর্ঘটনার কথা। নিজের ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে দেব বিয়ে করে প্রিয়াকেই।

চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার ভাঙাচোরা ঘরে থাকা বিশাল কিন্তু অনায়াসে টেক্কা দেবেন আমির খান থুড়ি দেবকরণকে। কারণ তাঁর

নিজেদের বাড়িতে বিশাল-সুরিনা।

'প্রিয়া'-র দুটো পা নেই জেনেই তিনি প্রেমে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, বিয়েও করেছেন। ভগৎ সিং চা বাগানের বিশাল ওরাওঁ-সুরিনা এক্কার প্রেম থেকে দাম্পত্যে সত্যিই জীবনের রূপকথা লেখা।

১৯৯৫ সালের এক শীত সন্ধ্যায় চম্পাগুড়ি থেকে নাগরাকাটাগামী একটি যাত্রীবোঝাই বাস ভগৎপুর চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা চাদর লাইনের সামনে রাস্তা থেকে উলটে সোজা সুরিনাদের বাড়িতে ঢুকে যায়। সে সময় সুরিনার বয়স মোটে পাঁচ বছর। নিজেদের এক চিলতে উঠোনে বসে খেলছিল সে। বাসের নীচে চাপা পড়া সুরিনাকে মারাত্মক জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর প্রাণ রক্ষা হলেও তাঁর দুটো পা-ই হাঁটুর ওপর থেকে বাদ দিয়ে দিতে হয়।

হার মানেননি সুরিনা। জীবনযুদ্ধের ময়দানে ছুটেছে প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করেই। দিনের পর দিন হাঁটুতে ভর দিয়েই স্কুল, কলেজে তাঁর যাতায়াতের দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছে নাগরাকাটার আট থেকে আশির প্রত্যেকেই। হিন্দিতে স্নাতকোত্তরের ডিগ্রি হাসিলের ফাঁকেই মন দেওয়া-নেওয়ার শুরু বাগানেরই তরুণ বিশালের সঙ্গে। ২০১৯-এর শেষদিকে চার হাত এক হয়। কোল আলো করে আসে ফুটফুটে মেয়ে সোফিয়া। *এরপর বারোর পাতায়*

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/নিউ বঙাইগাঁও, এন.এফ. রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **ফেব্রুয়ারি**/২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	২০/০২/২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৪-পার্ট-I। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে **জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, এত দ্বারা আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত ৪২ টি ইউনিটে স্থিত ৩২ টি ষ্টেশনে "ওয়ান ষ্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট"** এ অংশগ্রহণ করার জন্যে দেশীয় উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে লেনদেন করা ব্যক্তি, স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী (এসএইচজি সমূহ), সমাজের প্রান্তীয় এবং দুর্বল শ্রেণী থেকে নির্ধারিত বিন্যাসে এবং সিলবদ্ধ প্যাকেটে (সিঙ্গল) আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে। **সিলবদ্ধ লেফাফায় (ইওআই) জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময় ০৩-০৩-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘণ্টায় এবং **সীলবদ্ধ ব্যাক্সটি খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৩-২০২৫** তারিখের **১৬.০০** ঘণ্টায়। ইওআই প্রপত্র উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.nfr.indianrailways.gov.in** এও উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA
ALIPURDUAR JUNCTION
P.O: ALIPURDUAR JN., DIST-ALIPURDUAR
WALK-IN-INTERVIEW

A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA ALIPURDUAR JN. To prepare panel of contractual teachers for different posts (PGTs, TGTs, PRTs) for the session 2025-26 as per the following schedule : -

Sl.NO	Date of Interview and Reporting Time	Subject
1.	18-02-2025 TIME 9:00 A.M TO 10:00 AM (Documents Verification TIME10:00 AM TO 04:00 PM (Interview)	1-**PGTs** :- Hindi, Physics, Chemistry, Maths, Biology, Computer Science) 2-**TGTs** :- (Hindi, Mathematics, Science) 3- **Miscellaneous Teacher** : Special Educator, Computer instructor, Games & Sports coach, Yoga(Coach), staff nurse, Counsellor.
2.	19-02-2025 TIME 9:00 A.M TO 10:00 AM (Documents Verification TIME10:00 AM TO 04:00 PM (Interview)	1-**PGTs** (English, Economics, History, Geography, Pol. Science), 2-**TGTs** (Sanskrit, English, Social Science), TGT (Art & Education), 3-**PRT, PRT** (Music) & **Dance** (Coach)

To prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely part time contractual basis for the Session 2025-2026 as per schedule and for more details visit our website: https://alipurduar.kvs.ac.in/regarding eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interviews. (TGT and PRT-CTET is compulsory)

Principal

পঞ্চবটীতে বিধুশেখরের শ্লোক

সৌরভকুমার মিশ্র

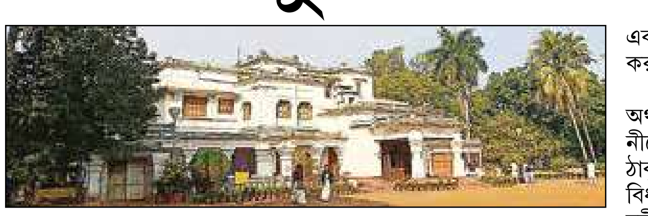

শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ চত্বরে উদয়ন গৃহের পাশেই রয়েছে পঞ্চবটী।

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য 'পঞ্চবটী'তে স্থান পাচ্ছে কবির বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রীর শ্লোক লেখা ফলক। এবছর পঞ্চবটীর শতবর্ষ, শ্লোকটিরও। সেই উপলক্ষ্যেই বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগ। আগামী ২৫শে বৈশাখ তার উন্মোচন ঘটবে। বিধুশেখর হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র। এই স্বীকৃতি লাভের খবরে জন্মভূমির বুদ্ধিজীবী মহল তাই আনন্দবিহ্বল।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (ইংরেজি ১৯২৫ সাল)। শান্তিনিকেতনে জাঁকজমক করে রবীন্দ্রনাথের ৬৫ তম জন্মদিন পালিত হয়েছিল। সেবার অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা। উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম অংশে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে কবি রোপণ করেছিলেন অশ্বত্থ, বট, বেল, অশোক ও আমলকী- এই পাঁচটি গাছের চারা। এই উপলক্ষ্যে একটি শ্লোক রচনা করেন শাস্ত্রী মহাশয়। শ্লোকটি হল 'পশুনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছায়া।/ এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা।' যার অর্থ পশু, পাখি এবং পথিকদের মঙ্গলকামনায় রবীন্দ্রনাথ যত্ন সহকারে এখানে পঞ্চবটী রোপণ করলেন। উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এখনও সেই বৃক্ষগুলি রয়েছে। ১০০ বছর পরে ২০২৫ সালে পঞ্চবটীর ফলকে খোদিত হতে চলেছে সেই শ্লোক। যা রবীন্দ্রপ্রেমী পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হতে যাচ্ছে।

বিশ্বভারতী মিউজিয়ামের কিউরেটর প্রদীপ মণ্ডল জানান, রবীন্দ্রনাথের ৬৫ তম জন্মদিনে পঞ্চবটী স্থাপন করার বিষয়ে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। শাস্ত্রী মশাইয়ের শ্লোকটি এবার শতবর্ষে পঞ্চবটীতে স্থাপন করা হবে।

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' অর্থাৎ বিশ্ব যেখানে মিলেছে এক নীড়ে। এই বেদবাক্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়েছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনের ডিরেক্টর অমল পাল বলেন, 'পুরানো দিনের মানুষেরা এই পঞ্চবটীর গুরুত্ব জানেন। তাই সকলের সহযোগিতায় এমন একটি কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমরা আপ্লুত।'

বিধুশেখর শাস্ত্রীর জীবনীকার প্রাক্তন অধ্যাপক সমর কুমার মিশ্র বলছেন, 'রবীন্দ্র সহচর হিসেবে পরিচিত পালি, সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর রচনা করেছেন। এমন মানুষের কর্মকাণ্ড পঞ্চবটীর ফলকে জায়গা পাচ্ছে এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের বিষয়।'

গঙ্গা থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণে চার প্রকল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

সামসী ভুটান থেকে নেমে আসা রেতি সুকৃতি নদী। যা বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠে।

জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মালদার গঙ্গা থেকে ভুটান সীমান্তে ডুয়ার্সের রেতি সুকৃতি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে চারটি প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠাল সেচ দপ্তর। ডিসেম্বরের ৩১ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সেচ দপ্তরের ডিরেক্টর পর্যায়ের টেকনিকাল এবং স্ক্রিনিং কমিটিতে প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে প্রস্তাবগুলি পাশ হওয়ার পর রাজ্যের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের কথায়, 'এই প্রকল্পগুলি ডিপার্টমেন্টাল স্ক্রিনিং কমিটি এবং ডিরেক্টর লেভেল টেকনিকাল কমিটিতে আলোচনার পর প্রস্তাব আকারে রাজ্যের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সামান্য কিছু কাজের পরিবর্তন হলেও প্রকল্পগুলির অনুমোদন পাওয়া যাবে।' প্রশাসনিক অনুমোদন পেলেই কাজের প্রস্তুতি শুরু করা হবে বলে তিনি জানান।

উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলায় চারটি প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে ২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে মালদার মানিকচকে ফরাক্কা ব্যারেজের গঙ্গা নদীর বাঁ-হাতি বাঁধে প্রায় ১৭০০ মিটার এলাকাজুড়ে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হবে। এজন্য ১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের চামুর্চির কাছে ভুটান সীমান্তে রেতি সুকৃতি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর। ভুটান থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশি রেতি সুকৃতি নদী দিয়েই ডুয়ার্সে প্রবাহিত হয়। রেতি সুকৃতি নদীর ডানদিকের বাঁধে প্রায় ১ কিমি এবং একটু নীচে রিয়াবাড়ি চা বাগানের কাছে ১.৩৫ কিমি এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের গুলন্দর এলাকায় সুই নদীর বাঁ-দিকের বাঁধ বরাবর ৮০০ মিটার এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর। খরচ হবে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হবে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ব্লকে পঞ্চনই নদীর ডানদিকের অংশেও। সেখানে খরচ ধরা হয়েছে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। পঞ্চনই নদীর উপর মোট ১ কিমি ৭০০ মিটার এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে। এর মধ্যে শালবাড়ি কৃষিফার্ম এলাকায় ২০০ মিটার, মহাবীর হাইস্কুলের সামনে ৬০০ মিটার এবং দাগাপুর চা ফ্যাক্টরির কাছে ৪০০ মিটার ও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৫০০ মিটার এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর।

সেবক-রংপো রুট

ট্রেন কবে চলবে, নিশ্চিত নন রেলমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সেবক-রংপোর মধ্যে ট্রেন ছুটবে কবে, নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। প্রকল্পটি চলতি বছরের অগাস্টের মধ্যে শেষ হবে, শুক্রবার রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। প্রকল্পটির ক্ষেত্রে কেন দেরি হচ্ছে, তাও তিনি জানতে চান।

জবাবি বক্তৃতায় বৈষ্ণো নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকটাই দেরি হয়েছে। পাশাপাশি বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণকে বাঁচাতে রিয়াং এবং মেল্লিতে রেলপথ ঘোরাতে হয়েছে। তবে '২৩ থেকে বেহাল হয়ে থাকা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকল্পটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন রেলমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তাটি বেহাল থাকায় ৮ এবং ১০ নম্বর টানেল তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে বর্তমানে কর্মীর সংখ্যার বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।'

শমীকের একটি প্রশ্নের জবাবে রেলমন্ত্রী জানান, প্রকল্পটিতে ১৪ টানেলের মধ্যে ইতিমধ্যে ১২টি টানেলের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ১২,১৩২ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে '২৪-এর মার্চ মাস পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ৭,০৩২ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২,৩৩০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যারাটেতে দেশের সেরা উত্তরের ছেলে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : চাইলেই দারিদ্র্যকে হারিয়ে সফল হওয়া যায়। সেটাই প্রমাণ করলেন কামাখ্যাগুড়ি চরকতলার শুভজিৎ সরকার। আয়োজিত দ্বিতীয় ইউজিকেএফআই ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ শুভজিতের সাফল্য দারিদ্র্যকে হারিয়ে। ওই প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার ৭৫ কেজি বিভাগে তিনি সারা দেশে প্রথম স্থান অর্জন করছেন।

গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে ওই প্রতিযোগিতার আসর বসে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলের হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর বিভাগের নাম কুমি বিভাগ। শুভজিতের কথায়, 'পরিবারের নুন আনতে পান্তা ফুরানো অবস্থা। অবশ্য পরিবার ও অন্যান্য আত্মীয়রা আমাকে যে মানসিক শক্তি জুগিয়েছে সেটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। আমার প্রশিক্ষক প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন।'

তার সাফল্যের পেছনে রয়েছে তাঁর পরিশ্রম। দশ বছর বয়স থেকেই তিনি অভ্যাস শুরু করেন। তখন থেকে টানা আট বছর নিয়মিত বাড়িতে চর্চা করছেন। তারপর গত দুই বছর ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সৌরভ মণ্ডলের কাছে। সৌরভের বক্তব্য, 'রাহুল অত্যন্ত প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী। নিয়মিত প্র্যাকটিস ওকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। আগামীদিনে শুভজিৎ উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে আন্তর্জাতিক স্তরেও ও খেতাব জিতবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

শুভজিতের বাবা নেপাল সরকার সামান্য ফলের দোকান চালান। তাঁর কথায়, 'সংসার চালানোর পর ছেলেকে ক্যারাটের প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব সময় দিয়ে উঠতে পারি না। সরকার শুভজিতের খেলা চালিয়ে যেতে সাহায্য করলে একটা প্রতিভা অনেক দূর যাবে।'

শুভজিতের আক্ষেপ, তিনি কতদিন প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারবেন জানেন না। তিনি বললেন, 'ক্রিকেট ফুটবলের মতো ক্যারাটেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রান্তিক এলাকায় প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামের অভাবে অনেক সময় প্র্যাকটিস বন্ধ থাকে। এভাবে আর কতদূর যেতে পারব জানি না।'

তাঁর ইচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন তাঁর মতো অসুবিধায় না পড়ে তা প্রশাসন দেখুক। উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় অনেক প্রতিভা অনেক দূর যাবে।

কামাখ্যাগুড়ি

শুভজিৎ সরকার

আজ টিভিতে

সবাইকে মিত্তির বাড়িতে ফেরাতে জোনাকির সঙ্গে কী ফন্দি আঁটলেন সুধাচরণ মিত্তির? **মিত্তির বাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.২০ অ্যাকশন ২০১৯, সন্ধে ৭.১৫ মজনু, রাত ৯.৫৫ রংবাজ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ১০০% লভ, দুপুর ২.৫৫ অভিমন্যু, বিকেল ৫.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, রাত ৯.৩০ পাপী, ১২.০০ বিসর্জন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসার, সন্ধে ৭.৩০ মহাজন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু, রাত ৯.৩০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

জি সিনেমা : ১.৪২ হম আপকে হ্যায় কওন! বিকেল ৫.৪৭ ভালাত্তি, রাত ১০.৪৭ ব্লক

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.১৬ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৫.১০ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.০০ রথনম, রাত ১০.৫৬ মিস্টার এক্স

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৩০ বাদশা পহেলওয়ান, ২.৪৫ এক কা দম এক, বিকেল ৫.১৫ দ্য রিয়েল লিডার ব্রহ্মা, রাত ৮.০০ গুন্ডা মাওয়ালি, ১০.৩০ ফিরঙ্গি

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৩১ রথনম, ২.৪৫ রুদ্রন, রাত ৮.০০ দেবকী নন্দন বাসুদেবা, ১০.০০ দ্য রিটার্ন অফ লায়ন

বিসর্জন রাত ১২.০০
জি বাংলা সিনেমা

পুলিশ ফাইলস (আরজি কর কাণ্ড) রাত ৮.০০ **আকাশ আট**

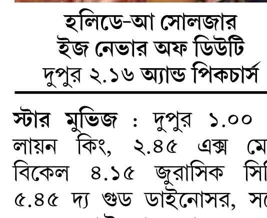

হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি
দুপুর ২.১৬ **অ্যান্ড পিকচার্স**

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ দ্য লায়ন কিং, ২.৪৫ এক্স মেন, বিকেল ৪.১৫ জুরাসিক সিটি, ৫.৪৫ দ্য গুড ডাইনোসর, সন্ধে ৭.১৫ অ্যান্ট-ম্যান, রাত ১০.৪৫ টাইটানিক

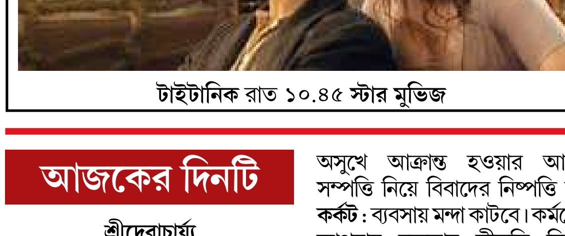

টাইটানিক রাত ১০.৪৫ **স্টার মুভিজ**

কিডনি চাই

'0'+ কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 9475649485/9832421579. (C/114707)

বিক্রয়

Sale Leyland 3525-2023-WB-73-G-6253. Ph. -3532950301. (C/113408)

টিউশন

Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. (M) : 6295834400. (C/114941)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার দলিল নং-৪৪৪৬, দাগ নং 439 RS, LR 223। শিলিগুড়ি রথখোলায় বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করবেন। M : 9434440631. -নিলা মজুমদার। (C/114970)

কর্মখালি

স্মার্ট মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। দিবা-রাত্রির জন্য ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-৩০-এর মধ্যে। মাসিক বেতন - ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ - 96799-35591, ডঃ শাস্ত্রী, শিলিগুড়ি সেবক রোড, গ্রিনভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে।

●

শিলিগুড়িতে কার ড্রাইভার ও বাড়ির কাজের মহিলা (স্বামী ও স্ত্রী) চাই। থাকতে হবে। (M) 9434019915. (C/114830)

অ্যাফিডেভিট

গত 5/2/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Pradeep Kumar থেকে Pradeep Kumar Shaw নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/114965)

●

আমার আধার কার্ড নং 3279 7098 6470 নাম ভুল থাকায় গত 24-1-25, জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sushil Shaibya এবং Shaibya Saibya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মেচপাড়া, গয়েরকাটা, বানারহাট, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ। (C/113197)

●

আমি Pankaj Khajanchi, পিতা Niranjan Khajanchi. আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার D. Licence ও R.C. Card-এ নাম ও পদবি ভুল থাকায় APD. J.M. কোর্টে (551 of 5.2) অ্যাফিডেভিট বলে Pankaj Khajanchi ও Pankoj Khayanchi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

Notice inviting-E-Tender

Online applications for etender is invited by the U/S from the bidders through west Bengal Govt e procurement website www.wbtenders.gov.in. last date of document download 07.2.25 up to 6 pm. Last date of bid submission 22.02.25 at 3 pm. Date of technical bid opening 25.02.25 At 3 PM. Financial bid opening 27.02.25 at 4 pm At the office of U/S. Others details may be seen in the office during office hours of all working days & in website of www.ddinajpur.nic.in.

Sd/-
Prodhan
No.5 Bhatpara Gram Panchyat
Balurghat, Dakshin Dinajpur

সংশোধনী নং. ০২
তারিখ : ০৬-০২-২০২৫

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫।
টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়, টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় এখন নীচের বিবরণ হিসেবে পড়তে হবে।
১। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা।
২। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টার পরে।
এই সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.-39-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Start date of submission of bid : 07.02.2025 (As per server clock) Last date of submission of bid : 20.02.2025 (As per server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

আনুষঙ্গিক কাজের সাথে গুডস ইয়ার্ড সুবিধাগুলির উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : কেআইআর/জিএসইউ/০২ অফ ২০২৫, তারিখ: ০৪-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সিসিটিভি, আলোর ব্যবস্থা, সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার মত পণ্য ইয়ার্ডের সুবিধাগুলির এডিএফ উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ৬,৯৫,২৩,৯৮৪.৩০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ৪,৯৭,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৭-০২-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৭-০২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিপিএম/জিএস, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

১০ কেভিএ সহায়ক ট্রান্সফর্মার সরবরাহের ব্যবস্থা করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিআরডি/এলএমজি/১৯ অব ২০২৪-২৫, তারিখ: ০৩-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং:** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-৩এইচই-এমওডি-৩০, **কাজের নাম:** লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত গুয়াহাটি-ফলকাটি জং., চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং.-আমনি এবং বদরপুর জং.-আগরতলা সেকশনে ১৭টি কর্মীযুক্ত নন ইন্টারলকিং এলসি গেটের স্থানে ১০ কেভিএ সহায়ক ট্রান্সফর্মার সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৫৪,৭১,২৭৭.২৩ টাকা, বায়নার ধন: ১,০৯,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাদা উত্তোলন এবং কাদাযুক্ত সামগ্রীর অপসারণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৬ অফ ২০২৫ তারিখ: ০৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-০৫-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান:** ডিইএন/গুয়াহাটি অধিক্ষেত্রের অধীনে কলোনি এবং য়ার্ড নর্দমাসমূহের মেরামত সহিত নর্দমা এবং কালভার্ট থেকে কাদা উত্তোলনের সাথে কাদাযুক্ত সামগ্রীর অপসারণ (একবৎসরের জন্যে) (ই-টেন্ডার)। **টেন্ডার রাশি:** ১,৯২,৩০,৬৫৬.৬৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৪৬,২০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-০৬-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান:** এসএসই/ডব্লিউইইও/পাণ্ডু অধিক্ষেত্রের অধীনের দুই (০২) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পাণ্ডু-ইষ্টে সমগ্র জল যোগান পদ্ধতির সুগম পরিচালনের জন্যে প্রয়োজন হওয়া রোপ প্যাড, নমনীয় হস পাইপ, পলিমার, হাইপো ক্লোরাইড, গুমন সন্ট, ফিল্টার মিডিয়া, বাফেলো লেভাৰ ৰাঁট, বাটার ফ্লাই ভালভ, চাল বুল্লা, এয়ার কম্প্রেসর আদির যোগান এবং পাণ্ডু - ইষ্টের পাণ্ডু ফিল্টার প্ল্যান্টে সিয়েক্সের মেক-১০০০, সিয়েক্সের মেক-৫০০ ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন সিষ্টেমের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য সহিত পিএস ট্যাঙ্ক ০১ এবং ০২ র জন্যে কাদা উত্তোলন এবং মেরামত। **টেন্ডার রাশি:** ১,৭৭,৬৪,৬২০.০৪/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৩৮,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৭-০২-২০২৫** তারিখের **১৩.৩০** ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে কাভার্ড শেডের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এই অনুমোদিত কাজের বিপরিতে হেভি ডিউটি পেভার ব্লকসের দ্বারা সমীপবর্তী পথের ব্যবস্থা করার সঙ্গে নতুন সেবা ভবন এবং ডক পিট সহিত এআরটি রঙ্গাপারা নর্থের ১৪০ টি ক্রেনের জন্যে কাভার্ড শেডের নির্মাণ (ষ্টীল ষ্ট্রাকচার):- "রঙ্গাপারা নর্থে-সেবা ভবন এবং ডকপিট সহিত এআরটির ১৪০ টি ক্রেনের জন্যে কাভার্ড শেডের নির্মাণ"। **টেন্ডার রাশি:** ৩,৭৮,৫৯,০৩২.৯৩/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,৩৯,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৬-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে: ২৬-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকা: দরপত্রের যে কোনও শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্য জমা করার পূর্বে মূল দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট / সংবাদপত্র / সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LAKSHMI PHOSPHATE
REQUIRES
Sales Managers & Officers
for selling pesticides.
Walk in interview
will be held on
10th Feb'25 at 11.00 AM
at Hotel Mayor,
near Sevok More, Siliguri

Tender Notice

The undersigned invites Tender vide NIT No-495/KMD; Dated-06/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement.

Date of Purchasing of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 18.02.2025. Date of submission of Tender papers: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 19.02.2025. Tender Box opening date : On 20.02.2025 at 1.00 PM or any other day as specified by the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity, D/Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সমস্যা নেই। পরিবারের কোনও সদস্যের কৃতিত্বে আনন্দ। **বৃষ :** বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারে জটিল সমস্যার সমাধান। পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **মিথুন :** শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে। **কর্কট :** ব্যবসায় মন্দা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার স্বীকৃতি মিলবে। **সিংহ :** অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য। হঠাৎ কোনও নতুন কাজের সুযোগ আসবে। **কন্যা :** সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। **তুলা :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সিদ্ধান্ত। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। **বৃশ্চিক :** বাড়ি সংস্কারে বাধা আসতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **ধনু :** একাধিক উপায়ে অর্থ আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। **মকর :** ভাই-বোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি খবর পেতে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **কুম্ভ :** পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। পেটের কারণে সমস্যা। **মীন :** সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনকে কুকথা বলে অনুতাপ। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৯ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৫ মাঘ, সংবৎ ১১ মাঘ সুদি, ৯ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৫।২৫। শনিবার, একাদশী রাত্রি ৯।২০। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৭।২৯। বৈধৃতিযোগ দিবা ৩।৪২। বণিজকরণ দিবা ১০।৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৫৮ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৭।২৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৯।২০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে রাত্রি ৯।২০ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।৪২ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১ মধ্যে ও ৪।৪২ গতে ৬।১৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৫২ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৪ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১২ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৪।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আহ কী শান্তি...। শুক্রবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

ফের অবৈধ কারবারের হাব হয়ে ওঠার আশঙ্কা

ডালখোলায় প্রচুর জাল মদ সহ ধৃত ৮

ডালখোলা, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা একটা সময় গোটা উত্তরবঙ্গের জাল মদ তৈরি ও বিপণনের হাব হয়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক তৎপরতায় মাঝে এই কারবার বন্ধ হয়। ডালখোলা ফের কি আগের অবস্থায় ফিরছে? প্রশ্নটা তুলে দিল বৃহস্পতিবার রাতে আবগারি দপ্তরের হানায় বিপুল পরিমাণ জাল মদ সহ আট জন গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায়। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পুরপ্রধান থেকে সাধারণ নাগরিক সমাজ।

বৃহস্পতিবার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর প্রকাশ টাপ্পুর নেতৃত্বে ডালখোলার নিচিতপুর এলাকায় অভিযানে নামে। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গোডাউন থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১২৪২ লিটার জাল মদ, ৫০০ লিটার কাঁচা স্পিরিট, ৫০০০টা ছিপি, ৩৬০০ হলোগ্রাম এবং ১০০০টা বিভিন্ন কোম্পানির লেবেল সহ মদ তৈরির নানা সরঞ্জাম। ঘটনাস্থল থেকে আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি ছোট গাড়ি। তদন্তের স্বার্থে আবশ্য ধৃতদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেনি। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে ধৃতদের মধ্যে ছয়জনের বাড়ি ডালখোলা থানা এলাকায় ও দু'জন বিহারের বাসিন্দা।

> **এলাকায় নেশার সামগ্রীর বেআইনি ব্যবসা বা জাল মদ তৈরি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শহরের স্বার্থে আমরা পুলিশ প্রশাসন ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করব।**
> **স্বদেশচন্দ্র সরকার, পুরপ্রধান**

আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা মুখে কুলুপ এঁটেছে।একটা সময় ডালখোলা পুরসভা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড জাল মদ তৈরিতে কার্যত কুটিরশিল্পের আকার নিয়েছিল। বিহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভেজাল মদের চালান যেত। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের বারবার অভিযানে সেই চক্র ভেঙে পড়ে। কিন্তু কিছুদিন আগে থেকে আবারও জাল মদের কারবারের বিষয়টি সামনে আসছিল। সেই চক্র ফের সক্রিয় হয়ে ওঠায় ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করেছে। শিক্ষক মন্দীপ গুপ্তা জানান, 'একসময় শহরের বিভিন্ন এলাকায় জাল মদ তৈরির খবর শোনা যেত। এই চক্রের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত রয়েছে, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। জাল মদ উদ্ধারের বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। আমরা চাই, বেআইনি এই কাজ অবিলম্বে বন্ধ হোক।'

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির টিপস

সাজেশন নয়, নজর থাকুক পাঠ্যবইয়ে

উদয়ন প্রসাদ
মাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয়, ২০২৪

মাধ্যমিক পরীক্ষাকে 'জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা'হিসেবে পরীক্ষার্থীদের শুনতে হয়। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে এই ভাবনাচিন্তা মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে। এই ধারণা থেকেই চাপা ভয় তৈরি হয়। সাধারণ যে কোনও শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার মতোই মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ভাবতে হবে। তবে পরীক্ষা শুরুর কিছুটা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়া উচিত। কারণ, নতুন পরিবেশে পরীক্ষা দিতে হবে। সেই পরিবেশের সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। একদম রিলাক্স থাকতে হবে। না হলে 'সিলি মিসটেক'হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই কয়দিনে 'মাইন্ড ড্রাইভার্ট'করা যাবে না। একঘেয়েমি কাটাতে পছন্দের জিনিস নির্দিষ্ট ও স্বল্পসময় বেঁধে করা যেতে পারে।

দুদিন বাকি মাধ্যমিক পরীক্ষা। এর মধ্যে ভুল করেও নতুন কোনও বিষয় পড়া যাবে না। সারাবছর ধরে আয়ত্ত করা বিষয়গুলি রিভিশন দিতে হবে। তার সঙ্গে আগে থেকে পড়া বিষয়গুলি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। টেস্ট পেপার এখন ধরার দরকার নেই। এতদিনে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। শুধু লাস্ট মিনিট সাজেশনের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। কারণ, সেগুলো থেকে কমন যে পাওয়া যাবে এমনটা নয়। এর উপর ভরসা করে থাকলে হবে না। এই সময়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র পাঠ্যবই। পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মস্থ করতে হবে। তাহলে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে প্রচুর উপকৃত হওয়া যাবে। এই কয়দিনে সহায়িকার চেয়েও বড় বন্ধু পাঠ্যবই। পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়া ভুল করা চলবে না। তাতে শরীর খারাপ হতে পারে। মানসিক চাপ তৈরি হলে জানা জিনিসও তখন ভুল হয়ে যায়। ইংরেজি ও অংকের ক্ষেত্রে অনেকের ভয় কাজ করে। সেক্ষেত্রে বিষয় দুটিতে 'কনসেপচুয়াল'পড়াশোনায় এখন মন দিতে হবে। এখানে পাঠ্যবইয়ের বাইরে তেমন কিছুই আসে না। ইংরেজিতে রাইটিং স্কিল ও ভোকাবুলারিতে বিশেষ নজর দিতে হবে। ইতিহাসের বড় প্রশ্নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশ্ন কমন না পড়লেও তা ছেড়ে আসা যাবে না। বানিয়ে লেখার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

সর্বোপরি, মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিনে একটি পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষার মাঝে ছুটি খুব কমই থাকে। তাই একটি বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে এসে প্রশ্নপত্র নিয়ে কী ভুল হল, তা নিয়ে বসে থাকলে হবে না। ভুলভ্রান্তি নিয়ে চিন্তা করলেই পরবর্তী পরীক্ষা খারাপ হতে পারে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে এখানে 'লেট ইট গো'ফর্মুলা নিতে হবে। একটি পরীক্ষা দিয়ে এসেই পরের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।

অনুলিখন : পঙ্কজ মহন্ত

খাবার তালিকায় ফল, দরকার ঘুম

বাপীলাল বালা
প্রফেসার অ্যান্ড এইচওডি, মেডিসিন, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

পড়ুয়াদের জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা হচ্ছে মাধ্যমিক। স্বাভাবিকভাবেই এই পরীক্ষার আগে অনেক পরীক্ষার্থীদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এই সময়ে পরীক্ষার্থীদের শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। সেটা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে। এতে অভিভাবকদের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অভিভাবকরা যদি সন্তানদের মেন্টার সাপোর্ট দেন, তবে পরীক্ষার্থীরা অনেকটা সাহস পাবে। অনেকেই আবার পরীক্ষার চাপে খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেটা কোনওমতেই করা যাবে না। পরীক্ষার্থীদের দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখতে হবে। এই সময়ে অনেকেই ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেদিকেও নজর রাখতে হবে। খুব কাজ না থাকলে বাইরে বের হয়ে ঠান্ডা লাগানোর দরকার নেই।

পরীক্ষার্থীরা সবুজ শাকসবজি, ছোটো তাজা মাছ নিয়মিত খেতে পারেন। সঙ্গে প্রতিদিন একটা করে ফল রাখতে হবে। কলা হজমের জন্য ভালো। সেক্ষেত্রে কলাও খাবারের তালিকায় রাখা যেতে পারে। যতটা সম্ভব বাইরের তেলে ভাজা খাওয়ার এড়িয়ে চলুন। যার যে খাবারে অ্যালার্জি আছে, তার সে খাবার এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, কোনও কারণে খাবার থেকে পেটের সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়তে পারে পরীক্ষায়। তাই পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগেই খাবার তালিকায় পরিবর্তন দরকার।

একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ পর্যাপ্ত ঘুম। অনেক পড়ুয়া পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়া শুরু করে দেন। এটা একদমই ঠিক নয়। দৈনন্দিন রুটিন থেকে আচমকা সরে এলে মানসিকভাবে সমস্যা দেখা দিতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। তাতে যাতে কোনওমতেই ঘাটতি না দেখা দেয়। মাথা ঠান্ডা থাকলে উত্তর লিখতে সুবিধা হয়। চটজলদি মনে পড়ে যায় বিষয়।

অনুলিখন : অরিন্দম বাগ

গৃহবধূকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ

কুমারগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার থলসামা এলাকায় এক গৃহবধূকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, স্বামী ভিনরাজ্যে থাকার সুযোগ নিয়ে ওই গৃহবধূকে হেনস্তা করতেন।

রবিবার গৃহবধূর স্বামী অমরেশ রায় ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফেরেন। ঘটনার কয়েকদিন পর, গভীর রাতে তিনি নিজের শোয়ার ঘরের পিছন থেকে অশ্লীল ভিডিওর শব্দ শুনতে পান। সন্দেহ হওয়ায় তিনি বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদ করলে, অভিযুক্ত তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে গৃহবধূ কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : এক প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের দোগাছি নামে। মৃতের নাম সুকুমার টিগ্গা(৪৯)।

পরিবারের দাবি, গতকাল বিকেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। শুক্রবার দেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তিরন্দাজিতে ফের সোনা জুয়েলের

গৌতম দাস

গাজোল, ৭ ফেব্রুয়ারি : আবার সোনা জয় জুয়েলের। জাতীয় গেমসে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ৭০ মিটার রিকার্ভে সোনা জয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন গাজোলের সোনার ছেলে জুয়েল। জুয়েলের এই সাফল্যে এক্স হ্যান্ডেলে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলের সাফল্যে খুশি নিশম সরকার, নিরতি সরকার ও জুয়েলের প্রথম কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীও।

পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত ঢোবাপাড়ার জুয়েল। বাবা নিশম ক্ষুদ্র কৃষক। সামান্য কিছু জমি রয়েছে। চাষবাস করেই চলে সংসার। মা নিরতি গৃহবধূ। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গাজোলে বিএসএ ময়দানে কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ২০১৮ সাল থেকে ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল আর্চারি ক্যাম্পে যোগ দেন জুয়েল। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর স্বপ্নের উড়ান। দলগত ইভেন্টে এশিয়ান কাপে সোনা জয়। এছাড়াও রাজ্য এবং দেশে একাধিক প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য রয়েছে জুয়েলের। সর্বশেষ সাফল্য উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে। ভারতের হয়ে অলিম্পিকে খেলা তরণদীপ রায়কে সেমিফাইনালে হারান জুয়েল। ফাইনালে হারায় সার্ভিসেসের ইন্দ্রজিৎ স্বামীকে। এদিন তাঁর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জুয়েলের প্রথম কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর কথায়, 'বর্তমানে নিজের জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছে জুয়েল। তার কিছুটা জাতীয় গেমসে দেখা গেল। অলিম্পিয়ানকে হারিয়ে ৭০ মিটার রিকার্ভে সোনা জয় করে আমাদের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সেমিফাইনালে ও হারিয়েছে দেশের হয়ে অলিম্পিকে খেলা তরণদীপ রায়কে। ফাইনালে হারিয়েছে সার্ভিসিসের ইন্দ্রজিৎ স্বামীকে। বর্তমানে জাতীয় দলের সদস্য জুয়েলের পরবর্তী লক্ষ্য দেশের হয়ে অলিম্পিক খেলা। খেলার প্রতি ওর নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর লাগাতার প্র্যাকটিস আজকে ওকে এই জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।'

জুয়েল সরদার। - পঙ্কজ ঘোষ

তবে কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর আক্ষেপ, 'গাজোল ব্লকে আমি এবং হোপা হেমরম এরকম অনেক তিরন্দাজ তুলে আনছি। তবে সরকারের কাছ থেকে কোনওরকম সহযোগিতা পাচ্ছি না। গাজোল থেকে ছেলেমেয়ে অনেক তিরন্দাজিতে উঠে এসেছে। তারা অনেকেই আজকে প্রতিষ্ঠিত। সরকার যদি আমাদের একটু সাহায্য করে তবে প্রচুর প্রতিভা তুলে আনতে পারব আমরা।'

শিক্ষক সেলের কমিটি, বিতর্ক পতিরামে

পতিরাম, ৭ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা কমিটির একটি তালিকা হোয়াটসঅ্যাপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পতিরামে প্রাথমিক স্কুলগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে। আর ঠিক সেই সময়েই এই তালিকা প্রকাশ্যে আসায় রহস্য দানা বেঁধেছে। এই তালিকায় প্রায় ৪০ জনের নাম রয়েছে। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব কিছুদিন আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি হিসেবে রাজনারায়ণ গোস্বামীর নাম ঘোষণা করেছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপের তালিকা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এমনকি ওই নথিতে তাঁর স্বাক্ষরও নেই।

রাজনারায়ণ গোস্বামীর আরও অভিযোগ,'তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষা সেলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করা হয়েছে। ঠিক স্পোর্টসের সময়ে এই তালিকা কে বা কারা তৈরি করল,তা আমার জানা নেই। আমার সইও নেই। এটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।'

বিতর্ক এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ, তালিকায় এমন দুই ব্যক্তির নাম রয়েছে,যাঁরা আদতে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য নন। একজন বামপন্থী শিক্ষক সমিতির সদস্য ও অন্যজন অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই এই ভুয়ো তালিকা নিয়ে দলের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

হাতে ব্লেড চালানোর চেষ্টা

পুরাতন মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার সকালে পুরাতন মালদা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্রিজ মাঠে নিজের হাতে ব্লেড চালানোর চেষ্টা করলেন গৃহবধূ। ওই গৃহবধূর বাম হাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়।

নদীতে স্নান করতে যাওয়া মহিলারা বিষয়টি লক্ষ করলে পুলিশকে খবর দেন। মঙ্গলবাড়ির পুলিশ এসে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যায়। এলাকাবাসীর মতে, ওই গৃহবধূর এক ছেলে রয়েছে। বেশ কয়েকমাস ধরে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এনিয়ে পারিবারিক ঝামেলা ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, সাংসারিক অশান্তির কারণে ওই ঘটনা ঘটেছে। ওই গৃহবধূর স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশকর্তারা জানান, গৃহবধূর অবস্থা স্থিতিশীল।

স্বচ্ছতা রাখতাম টেন্ডার প্রক্রিয়ায়

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ২১টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল। সিপিএম এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও একটিও আসনে জয়লাভ করতে পারেনি। জেলা পরিষদের ৫ নম্বর আসনে বামফ্রন্টের তরফে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সিপিএম প্রার্থী জেবুন নেহার। তবে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু যদি ছবিটা পালটে যেত, তাহলে তিনি কী কাজ করতেন?

শোভার যদি সিংহাসন

জয়ন্ত সরকার

জেবুন নেহার।

গঙ্গারামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শিল্পবিহীন জেলা হওয়ায় সাধারণ মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো ব্যবসা করে থাকেন। বর্তমানে জেলাজুড়ে বিভিন্ন পুকুরে মাছ চাষের প্রবণতা ভীষণভাবে বেড়েছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পুকুর টেন্ডার নিয়ে নানা অভিযোগ উঠে আসে মাঝেমধ্যেই। জেবুন নেহার মনে করছেন, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পুকুর টেন্ডারে তৃণমূল নেতারা তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুকুরে মাছ চাষের বরাত নিজেদের দখলে রাখেন। তিনি সভাধিপতি হলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলোতে মাছ চাষের জন্য পুকুরগুলোকে টেন্ডার দেওয়া হয়। কিন্তু এই টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে হয় না। তৃণমূল নেতারা তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সমস্ত পুকুরের টেন্ডারগুলো নিজেরাই নিয়ে নেন। আমি সভাধিপতি হলে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতাম। অনিয়ম দূর করতাম।'

একনজরে
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ২১টি আসন রয়েছে
- মোট আয়তন ২,২১৯ বর্গকিলোমিটার
- জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৭৬ জন। (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
- সাক্ষরতার হার ৭২.৮২%
- ব্লক ৮টি
- গ্রাম পঞ্চায়েত ৬৪টি

জেলাতে এখনও বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করছেন জেবুন। তাঁর মতে, 'আমাদের জেলাতে এখনও অনেক গ্রামীণ রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। পানীয় জল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা রয়েছে। গ্রামীণ স্কুলগুলোতে পরিকাঠামোগত অনেক ত্রুটি রয়েছে। আমি সভাধিপতি হলে এই সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করতাম।'

জেলায় আবাস যোজনা নিয়ে ভীষণ অনিয়ম হচ্ছে বলেও মনে করছেন তিনি। সভাধিপতি হলে এই অনিয়ম বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

জেলাতে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন জেবুন নেহার। পিডব্লিউডি'র নয়ানজুলি অবৈধভাবে দখল করে তৈরি হয়ে যাচ্ছে দোকান, বাড়িঘর। তিনি সভাধিপতি হলে এই জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য শেষ করতেন বলেই দাবি তাঁর।

এছাড়া ১০০ দিনের কাজ যাতে সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে পান তার ব্যবস্থা তিনি করতেন বলে জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৫ নম্বর আসন থেকে বামফ্রন্টের তরফে লড়াই করে পরাজিত সিপিআইএম প্রার্থী জেবুন নেহার।

জায়ের বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : দুই নাবালক কাকাতো ভাই-বোনের মধ্যে খুনশুটি। কিন্তু এই সাধারণ বিষয়ের মধ্যেই হঠাৎ জায়ের বুকে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন অপর জা। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ থানার ভাটল ফারির অন্তর্গত ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটল হাট সংলগ্ন মালিবাড়ি গ্রামে। জখম বধূর নাম কাঞ্চন ঠাকুর (৩১)।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বধূকে উদ্ধার করে প্রথমে ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঞ্চনদেবীর ফুসফুসের ভেতরে গভীর ক্ষত হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

এদিকে ভাটোল ফাঁড়িতে জা লীলা ঠাকুরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই তিনি পলাতক বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় জখম বধূর স্বামী রাজকুমার ঠাকুর বলেন, 'ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর বাচ্চাদের ঝগড়া নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল। আচমকা বিড়ির পাতা কাটার যন্ত্রাংশ দিয়ে লীলা আমার স্ত্রীর বুকের বাঁ দিকে ঢুকিয়ে দেয়।'

পরিদর্শন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার কুশিদা এবং বড়ই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন জেলা এবং ব্লকের স্বাস্থ্যকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা সুদীপ্ত ভাদুড়ি, মেডিকেল অফিসার ছোটন মণ্ডল সহ আরও অন্য আধিকারিক।

৩৪ হাজার জলজ পাখির হদিস দুই দিনাজপুরে

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতি বছর শীতকালে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের জলাভূমিগুলিতে ভিড় জমায় দেশ-বিদেশের নানা পরিযায়ী সহ দেশীয় জলজ পাখি। চলতি মরশুমে জিরিয়া, কাদাখোঁচা, সরাল, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, কোচবক সহ মেটে রাজহাঁস, বার হেডেড গুজ-এর মতো স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখিদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জলাভূমিতে। পরিবেশবিদদের মতে এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ।

ঠিক কত পাখি এসেছে, তা জানতে শুরু হয়েছিল পাখি গণনা। বৃহস্পতিবার সামনে এল শীতকালীন জলজ পাখি গণনার ফল। গত ১২ জানুয়ারি থেকে রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয় থেকে শুরু হয় এবারের শীতকালীন জলজ পাখি গণনার কাজ। শেষ হয় ২ ফেব্রুয়ারি। এতে অংশ নিয়েছিলেন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য, শিক্ষক ও পাখিপ্রেমীরা।

> **এবারে দুই জেলার ৫০ প্রজাতির জলজ পাখি চিহ্নিত হয়েছে। এতে ২৪টি এলাকার সবকটি জলাশয়ে পাখি গণনা করা হয়। এবারে মোট পাখির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪,২৭৬।**
> **ভূপেন বিশ্বকর্মা**
> **বিভাগীয় বন আধিকারিক**

রায়গঞ্জ বিভাগীয় বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানিয়েছেন, 'এবারে দুই জেলার ৫০ প্রজাতির জলজ পাখি চিহ্নিত হয়েছে। এতে ২৪টি এলাকার সবকটি জলাশয়ে পাখি গণনা করা হয়। এবারে মোট পাখির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪,২৭৬। এর মধ্যে ২৮ হাজার মতো লেসার হুইসলিং ডাকের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার।'

রাসায়নিক সার প্রয়োগ বা জলবায়ু পরিবর্তনে পাখির ক্ষতি হল কি না জানতে চাইলে পাখি বিশেষজ্ঞ ক্ষীরোদ সরকার বলেন, 'এই বিষয়গুলি সারা বিশ্বের সমস্যা। তাই পৃথিবীজুড়েই পাখির সংখ্যায় পরিবর্তন এসেছে।'

রায়গঞ্জের পাখিপ্রেমী দেবাশিস দে'র কথায়, 'পাখির সংখ্যা, পাখির বৈচিত্র্য কোনও একটি অঞ্চলের পরিবেশের গুণগতমানের প্রকাশ করে। তাই এই পাখি গণনা এবং তার প্রকার নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' উল্লেখ্য, এবারের এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন, ফোটোগ্রাফি ক্লাব, উত্তর দিনাজপুর পিপলস ফর অ্যানিমালসের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা।

বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি

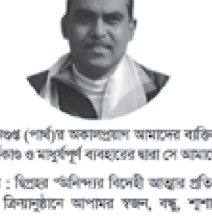

আবির্ভাব ২৪/০৪/১৯৭২
তিরোধান ০৫/০২/২০২৫

আমাদের সকলের প্রিয় অনিন্দ্য সেনগুপ্ত (পার্থ)র অকালপ্রয়াণ আমাদের ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর পরিসরে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। জনহিতকর কর্মকাণ্ড ও মাতৃসুলভ ব্যবহারের দ্বারা সে আমাদের হৃদয়ে চির অক্ষয় হয়ে রইবে।

আগামী ৮.২.২০২৫ (শনিবার) সময় : প্রিয়র প্রয়াত অনিন্দ্যর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে তাঁর বীরপাড়াস্থিত বাসভবনে অনুষ্ঠিতব্য পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে আপনার স্বজন, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও পরিচিতজনের উপস্থিতি একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

বিনীত:-
পরিবারের সকল আত্মীয় স্বজন,
দেবীগড় দুর্গাপূজা কমিটি ও উত্তরণ পরিবারের সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন চেন্নাই-এর এক বাসিন্দা

তামিলনাড়ু, চেন্নাই - এর একজন বাসিন্দা এস নির্মলা দেবি - কে 03.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88J 29061 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার নিজেকে একজন আশীর্বাদ প্রাপ্ত মহিলা মনে হচ্ছে। এমন একটি দুর্দান্ত সুযোগ দেওয়ার জন্য নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় পরিজনদের পরামর্শ দেবো ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার জন্য, যখনই তারা পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোনও রাজ্যে ভ্রমণ করতে গেলে যেখানে ডিয়ার লটারির টিকিট বিক্রি হয়।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ঘর না পেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভাঙাচোরা বাড়ি। বাঁশের বেড়ার উপর কোনওরকমে সাজানো টালি। ঘরের চাল ও দেওয়াল দুটোই জরাজীর্ণ। এভাবেই চলছে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিশেষভাবে সক্ষম ভালুকার নিমাই মহালদারের দিন।

অভিযোগ, বারবার সমীক্ষা হলেও তাঁর কপালে এবারে আবাস যোজনার শিঁকে ছেঁড়েনি। এমনকি এলাকার মেম্বাররাও কোনও সহযোগিতা করেননি। তাই বাধ্য হয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন নিমাই। তিনি ৭০ শতাংশ বিশেষভাবে সক্ষম। চলাফেরা করতে পারেন না। সরকারের দেওয়া ট্রাইসাইকেলে বসে ভিক্ষে করে কোনওরকমে সংসার চালান। বাড়িতে রয়েছে একমাত্র বোন।

নিমাই মহালদার। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরে তোলা সংবাদচিত্র।

স্থানীয়দের দাবি, নিমাইয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে রাজ্যের আবাস প্লাসের ঘর নিয়ে নিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু নিমাইয়ের ভাগ্যে এখনও ঘর জোটেনি। এর আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিরোনামেও উঠে এসেছিল তাঁর কথা। তবুও টনক নড়েনি প্রশাসনের।

বাড়ির বারান্দায় ট্রাইসাইকেলে বসেই নিমাই বলেন, 'এলাকায় যাদের ঘর পাওয়ার যোগ্যতা নেই তারাও পেয়েছে। আমি বারবার আবেদন করেছি। সার্ভেও হচ্ছে। রহস্যজনকভাবে আমার নাম বাদ চলে যাচ্ছে। আমার বিপিএল কার্ড রয়েছে। তবুও আমার ঘর পাওয়া হল না।'

তাঁর আরও আক্ষেপ, 'বোনকে নিয়ে কোনওরকমে এই ভাঙা কুঁড়ে ঘরেই থাকতে হবে। তারজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালাম। আমাকে মৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক। আমি মুখ্যমন্ত্রী সহ জেলার একাধিক প্রশাসনিক কর্তাদেরকে চিঠি লিখেছি। এভাবে এত কষ্টে বেঁচে থাকতে পারছি না।'

নিমাইয়ের বোন অর্চনা মহলদারের কথায়, 'ঘরটা পেলে খুব ভালো হত। আমাদের ঘরের খুব প্রয়োজন। কুড়ে ঘরের যা অবস্থা, যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।'

এদিকে বিষয়টি সম্পূর্ণ জানেন বলে জানিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল। তাঁর আশ্বাস, '২০২২ সালের তালিকায় ওঁর নাম ছিল জানতে পেরেছি। কী কারণে নাম বাদ গিয়েছে সেটা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। ওঁর পাশে ব্লক প্রশাসন রয়েছে।'

আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়। এর আগেও পেয়েছেন। কিন্তু এবারেও কী শুকনো কথাতেই চিঁড়ে ভেজাতে হবে? প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

তৃণমূল নেতৃত্ব জানে না, বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দলে

পদ নিয়ে কাজিয়া সংখ্যালঘু সেলে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : তবে কি কালিয়াগঞ্জে জোড়াফুলের অন্দরে গৃহযুদ্ধের আরম্ভ? বছর ঘুরতেই বেজে উঠবে বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা। তার ঠিক এক বছর আগে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতির পদ ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হল কালিয়াগঞ্জে। কালিয়াগঞ্জে নতুন ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতির পদে দায়িত্ব পেলেন মালগাঁওয়ের বাসিন্দা সিরাজুল ইসলাম। তাঁর এই পদের বৈধতাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠল খোদ তৃণমূলের অন্দরে। পদের বৈধতা ও এক্তিয়ারকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং দলের সদ্য প্রাক্তন সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবদুল খাবির।

তাঁর অভিযোগ, 'দলের মূল সংগঠনকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। যা তৃণমূলের রীতিনীতি বিরুদ্ধ।' খাবিরের আরও দাবি, 'কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্যের প্যাডে সিরাজুলের নামে কোনও সুপারিশ যায়নি জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রাইহান আলমের কাছে। গত লোকসভা ভোটের সময় দলের প্রচার খরচ নিয়ে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য হয় রাইহান আলমের। তারপর থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন সংগঠনের জেলা সভাপতি।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানালেন, 'সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি ব্লকস্তরে তাঁর সংগঠনের ব্লক ও শহর সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। সেখানে উনি ওনার মতো করেই দায়িত্ব দিতে পারেন। স্থানীয় মূল সংগঠনের সভাপতির সঙ্গে প্রয়োজন বোধে কথা বলে নিতেও পারেন। তবে এর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্যের বক্তব্য, 'এটা দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতিকে আমি সিরাজুল ইসলামের নামে আমার প্যাডে কোনও সুপারিশ করিনি। সাধারণত আমি এধরনের শাখা সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে আমাদের দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে সুপারিশ পাঠাই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনিও আমার কাছে কিছু চাননি। আর আমিও আগ বাড়িয়ে কোনও সুপারিশ করিনি।'

যাকে নিয়ে এত বিতর্ক সেই সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সিরাজুল ইসলামের কথায়, 'দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। আমি তা পালন করব। নতুন ও পুরাতনের মেলবন্ধনে তৃণমূল কালিয়াগঞ্জে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফল করবে।'

সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আপনার শাখা সংগঠনের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি আবদুল খাবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন? প্রশ্নের জবাবে সিরাজুল ইসলাম জানালেন, 'না এখনও দেখা অথবা ফোনে কথা হয়নি। আসলে গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে খাবিরবাবু বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর আর পদ থাকছে না। ওনার ব্লক কমিটিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।'

ফোনে উত্তর দিনাজপুর জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রাইহান আলমকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আপনি কোনও সংবাদপত্র থেকে কথা বলছেন?' উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুনেই রাইহান আলম বলেন, 'আমি ব্যস্ত আছি। পরে আপনাকে ফোন করছি।' এরপরেই ফোন কেটে দেন তিনি।

অভিযোগ

> সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতিকে আমি সিরাজুল ইসলামের নামে কোনও সুপারিশ করিনি। সাধারণত কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে সুপারিশ পাঠাই।
>
> **নিতাই বৈশ্য**
> কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি

জবাব

> দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। আমি তা পালন করব। নতুন ও পুরাতনের মেলবন্ধনে তৃণমূল কালিয়াগঞ্জে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফল করবে।
>
> **সিরাজুল ইসলাম**
> দায়িত্বপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি

আবার অরণ্যে ...

ঝরা পাতার পথে। শুক্রবার বালুরঘাটের দোগাছি জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

গ্রেপ্তার ঋণদানকারী সংস্থার চার কর্মী

ঋণের টাকা আদায় নিয়ে বিবাদে জখম দুই

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : কিস্তির টাকা চাইতে এসে ঋণদাতা সংস্থার কর্মীর সঙ্গে ঋণগ্রহীতার মধ্যে মারামারি। তার জেরে জখম হয়েছেন দুইজন। আহতদের মধ্যে একজন রায়গঞ্জ মেডিকেলে ও অপরজন গঙ্গারামপুরে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে বংশীহারীর বদলপুর জগজীবনপুর এসসি, এসটি ছাত্র নিবাসে। উভয়পক্ষের তরফে বংশীহারী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে ঋণদানকারী সংস্থার চারজনকে বংশীহারী থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার অজয় ভাট(২৬), কুমার দাস(২৩), সৌরভ সরকার(২৮) ও রাজীব সরকার(২৬)। চারজনকেই শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ঘটনায় আহত ঋণদাতা সংস্থার ফিল্ড অফিসার রাহুল ইসলাম(৩৫) কুশমণ্ডির কালিকামড়া এলাকার বাসিন্দা। অপরদিকে, ঋণগ্রহীতা সাইদুর মিয়াঁ(৩২) হরিরামপুরের দোতারিপাড়ায় থাকেন।

ঋণগ্রহীতা সাইদুর ইরশাদ মিয়াঁ বংশীহারীর বদলপুরে জগজীবন রাম এসসি, এসটি ছাত্রাবাসে নৈশপ্রহরীর কাজ করেন। দুটি মোবাইল কেনার জন্য তিনি বেসরকারি একটি সংস্থা থেকে ঋণ নেন। গত এক বছর থেকে তিনি ঋণের টাকা পরিশোধ করছিলেন না বলে অভিযোগ। সেই টাকা আদায়ের জন্য সংস্থার কর্মীরা প্রথমে তাঁর বাড়িতে যান। সেখান থেকে ওই কর্মীদের বদলপুর ছাত্রাবাসে ডেকে নেওয়া হয়।

> হস্টেলের ভিতরে আমাদের এক সহকর্মী রাহুল ইসলাম কিস্তির টাকার কথা বলতে গেলেই তাকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। তাঁর আর্ত চিৎকারে ভেতরে গিয়ে দেখি রাহুল মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। একটি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের প্রাণে মারার চেষ্টা করেন। এমনকি আমাদের একটি মোটরবাইক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।
>
> **কুমার দাস**
> ঋণদাতা সংস্থার কর্মী

সাইদুর ইরশাদ মিয়াঁর অভিযোগ, 'ছাত্রাবাসের অফিসে ফিল্ড অফিসার রাহুল ইসলামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হঠাৎই ছাত্রাবাসের টেবিলে রাখা ২৫ হাজার টাকা জোর করে তিনি নিয়ে নেন। আমি প্রতিবাদ করলে ঝামেলা শুরু হয়। সেই সময়েই আমাদের মধ্যে মারামারি বেধে যায়। আমাদের চিৎকারে বাইরে অপেক্ষারত কর্মীরা ছুটে এসে রাহুল ইসলামকে উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে রায়গঞ্জে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে হোস্টেলের ছাত্র ও এলাকাবাসী আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে অভিযোগ করিয়ে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ঋণদাতা সংস্থার কর্মী কুমার দাসের অভিযোগ, 'হস্টেলের ভিতরে আমাদের এক সহকর্মী রাহুল ইসলাম কিস্তির টাকার কথা বলতে গেলেই তাকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। তাঁর আর্ত চিৎকারে ভেতরে গিয়ে দেখি রাহুল মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। একটি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের প্রাণে মারার চেষ্টা করেন। এমনকি আমাদের একটি মোটর বাইক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ বলেন,'অভিযোগ পেয়ে আমরা চারজনকে গ্রেপ্তার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রজু করে আজ গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছি। পালটা কোনও অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে দেখা হবে।' ঋণদাতা সংস্থার আইনজীবী লব তালুকদারের দাবি,'পালটা অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ না নেওয়া হলে আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাব।'

পেপার প্লেটের কারখানা চালু

কালিয়াগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্য গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভরতা। তাই সেই পথে এগিয়ে কাগজের প্লেট তৈরির কারখানা চালু করল কালিয়াগঞ্জের বোঁচাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত। পাকুরিয়া সংসদে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্যাম্পাসে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারখানাটি নির্মাণ করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে পেপার প্লেট তৈরির কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করেন কালিয়াগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত রায়। উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত প্রধান মিনু সরকার, বিরোধী দলনেতা রাজেন সরকার প্রমুখ।

শিক্ষকের স্মরণে নরনারায়ণ সেবা

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : সমাজসেবী রণজিৎকুমার চৌধুরীর স্মরণে ব্রহ্মভোজের মাধ্যমে বিশাল নরনারায়ণ সেবা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। গত ২৫ জানুয়ারি এই শিক্ষক প্রয়াত হন। তাঁর স্মরণে শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট উত্তমাশা স্কুলের পার্শ্ববর্তী কলেজের মাঠে সৎসঙ্গের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ব্রহ্মভোজের মাধ্যমে এক বিরাট নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। যেখানে শতাধিক মানুষের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হুইলচেয়ার দান স্কুলের

গঙ্গারামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা ও রোগী পরিষেবার সহায়তার জন্য দুটি হুইলচেয়ার দান করা হল শুক্রবার। গঙ্গারামপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের উদ্যোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হুইলচেয়ার দান করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ফাদার অমৃত খালকো, হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার নয়ন সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

বুনিয়াদপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার থেকে তিনদিনব্যাপী শিশুদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বুনিয়াদপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘে। শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে সেবাসংঘ প্রাঙ্গণে বালুরঘাট রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সত্যধর্মানন্দজি মহারাজ ধর্মীয় বক্তব্য রাখেন। শেষ দিনে সেবা সংঘ প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেবা সংঘের সহ সভাপতি ডাক্তার অরবিন্দ তন্ত্রী বলেন,' ৫২ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ৫০ জন রক্তদান করেন। কয়েকদিনের মধ্যে ৫০ জনের হাতে সেবা সংঘের তরফে চশমা তুলে দেওয়া হবে।

এবিটিএ'র প্রতিবাদ

গঙ্গারামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : বৃস্পতিবার কলকাতায় ২০১৬ সালের এসএলএসটি শিক্ষকদের ওপর পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে শুক্রবার প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এদিন গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলে এবিটিএ'র ইউনিটের সদস্যরা কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার জানান। বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষিকারা এই প্রতিবাদে শামিল হন । এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের গঙ্গারামপুর মহকুমা সম্পাদক কল্লোল রায়, ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুল ইউনিটের সম্পাদক ধীমান

বোমা কাণ্ডে গ্রেপ্তার চার তৃণমূল কর্মী

শেখ পান্না

রতুয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : রতুয়ায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করল রতুয়া থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের আগে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতেই তৃণমূল এখন থেকেই অস্ত্র মজুত করছে। তৃণমূলের নিজেদের লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। তবে শাসকদলের মালদা জেলা সভাপতি রহিম বক্সীর দাবি, যাঁরা দুষ্কৃতীমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত,তারা দলের কেউ নয়। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন দেখবে।

বৃহস্পতিবার ভুট্টার জমিতে বোমা ফেটে আহত হয় নয় ও তেরো বছরের দুই বালক। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে এজাবুল হক নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর রাতে পুলিশ তৃণমূল পরিচালিত চাঁদমনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লুৎফুন নেশার বাড়িতে হানা দেন। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আবুল কাশেম, জাকির হোসেন ও নজরুল ইসলাম নামে তিন তৃণমূল কর্মীকে। ধৃত আবুল কাশেম তৃণমূলের বুথ সভাপতি।

লুৎফুন নেশার স্বামী আবদুল তোওয়াপ বিধানসভা নির্বাচনে রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'গতকাল বুথ সভাপতি আবুল কাশেম আমার সঙ্গে কথা বলতে আসেন। তখনই রতুয়া থানার দুই পুলিশ আধিকারিক আমার বাড়িতে আসেন। আমার বাড়ি থেকে পুলিশ তিনজনকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ওঁরা নাকি বোমা মজুতের ঘটনায় জড়িত। আমার ধারণা, এসব কাজে ওরা কেউ জড়িত নয়।'

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির দাবি,'চাঁদমনিতে বোমা বিস্ফোরণে দুই নাবালক আহত হয়। এই ঘটনায় উপপ্রধানের বাড়ি থেকে তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ দলেরই তিন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এখানেই প্রমাণিত হচ্ছে, তৃণমূলের লোকেরা বোমা,গুলি অস্ত্র মজুদ করছে। এই বছরের প্রথমেই তৃণমূলের কাউন্সিলার দুলাল সরকার খুন হলেন। অভিযুক্ত তৃণমূলের টাউন সভাপতি। এরপর একের পর এক ঘটনা ঘটতেই আছে। সবগুলিই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। বোমা, গুলি, পিস্তল কাদের কাছে মজুত আছে, পুলিশ প্রশাসন সবকিছুই জানে। তবুও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

পুলিশি হেপাজতে ধৃত তৃণমূল কর্মী। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

চাঁদমনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য মহম্মদ তারিকুল বলেন,'কাশেম তৃণমূলের বুথ সভাপতি। জাকির, নজরুল, এজাবুলও তৃণমূলের কর্মী। এরা কেউ বোমা মজুতের ঘটনায় জড়িত নয়। পুলিশ এদের কেন ধরবে? কে বা কারা ওখানে বোমা রেখেছিল আমরা জানি না। আমি চাই, পুলিশ আগে গোটা ঘটনা ভালো করে তদন্ত করে তারপর দোষীদের গ্রেপ্তার করুক।'

ঊষাহরণের দুই ভাই রাজ্য হস্তশিল্পে প্রথম ও দ্বিতীয়

কুশমণ্ডি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্পের উদ্যোগে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যভিত্তিক হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় শুক্রবার প্রথম ও দ্বিতীয় হলেন কুশমণ্ডি ব্লকের উষাহরণ গ্রামের দুই ভাই গোষ্ট বৈশ্য ও প্রসেনজিৎ বৈশ্য।

১৮ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার সিটি স্কোয়ার গ্রাউন্ডে মেলার আয়োজন করে রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প দপ্তর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হস্তশিল্পীদের হাতে তৈরি কাজ নিয়ে মেলার শেষ দিনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে বাঁশের কাজে প্রথম স্থান করেছেন গোষ্ট বৈশ্য। তিনি মূলত বাঁশ কেটে নেওয়ার পরে মাটি খুঁড়ে বাঁশের গোড়া মাটি থেকে তুলে এনে তৈরি করতেন নানারকম মুখাবয়ব, ঠাকুর দেবতার অবয়ব।

দাদার কাজ দেখে তাঁর ছোট ভাই প্রসেনজিৎ বৈশ্য কাজ শুরু করেন পাঁচ বছর আগে। শুক্রবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সরকারের মেলায় মনোনিত হয়ে দুই ছেলে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ায় খুশি বাবা সর্বপরি লোকনাট্যের অন্যতম প্রবীণ বাদ্যকর এবং হস্তশিল্পী জগা বৈশ্য। তিনি বলেন, 'বাঁশের গোড়া মাটি থেকে খুঁড়ে বের করে তা থেকে নানারকম কাজ করত গোষ্ট ও ছোট ভাই। প্রসেনজিৎ দাদার কাজ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করে।' 'ওরা দু'জন রাজ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করবে এত বড় আশা করিনি বলে জানান মা তথা লোকশিল্পী কমলা বৈশ্য।

মহিলাদের প্রশিক্ষণ

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারত সরকারের তরফে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে প্রশিক্ষণ চলছে বালুরঘাটে। বালুরঘাটের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে পার্লারের সমস্তরকম কাজ শিখছেন। ২০ জানুয়ারি থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে বালুরঘাটে। যা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ৩৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

দুয়ারে সরকারে শংসাপত্র, পরীক্ষা দেবে দৃষ্টিহীন প্রীতি

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ির উদ্যোগে শুক্রবার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে দুয়ারে সরকার শিবিরের আওতায় বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য শংসাপত্র প্রদানের ক্যাম্প হয়। সেখানেই সমস্যার সমাধান হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর।

দুইদিন পরেই শুরু হতে চলেছে মাধ্যমিক। ছাত্রজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসবে পরীক্ষার্থীরা। প্রত্যেককে নিজের মতো প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত। কিন্তু সামসীর সীতাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রীতি যাদব সংশয়ে ছিলেন আদৌ তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন কি না। কারণ, তার প্রতিবন্ধকতা হল দৃষ্টিশক্তি।

প্রীতি দৃষ্টিহীন হলেও বিশেষভাবে সক্ষমদের যে শংসাপত্র হয় তা ছিল না তার কাছে। আর নিয়মানুযায়ী সেই শংসাপত্র না থাকলে অনুলেখক পাওয়া যায় না। এই সংশয়ের মাঝেই ৪৮ ঘণ্টা আগে কাটল জট।

চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে শুক্রবার সেই শংসাপত্র পেল সে। এদিন তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেন চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার সুমিত তালুকদার। শংসাপত্র পেয়ে প্রীতি যাদব বলেন, 'ভাবছিলাম হয়তো এবার আর পরীক্ষা দিতে পারব না। আজ এখানে এসে সমস্যার সমাধান হল। প্রশাসনকে অনেক ধন্যবাদ।'

সুপার সুমিত তালুকদার জানান, 'মাত্র দুইদিন পরেই পরীক্ষা। তাই আজ এখানে আসার পরেই তার চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। সমস্ত ব্যবস্থা করে আজকেই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হল।'

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার বক্তব্য, 'প্রশাসন সদাসর্বদা চেষ্টা করছে মানুষের সমস্যা সমাধানের। প্রীতির জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

চালুর কিছুদিন পরেই বিকল হিলিতে

মেশিন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে, জলহীন স্কুল

বিধান ঘোষ

হিলি, ৭ ফেব্রুয়ারি : স্কুলের ছাত্রছাত্রীর জন্য সাড়ে তিন লাখের পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের শুরুতেই বিপত্তি। বছর দুয়েক থেকে ঠাঁই দাঁড়িয়ে পরিষেবাহীন জলাধার। পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ত্রিমোহিনী হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। তাতেই প্রশ্ন উঠেছে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের মেয়াদ কত দিন? শুধুই কি ঘটা করে উদ্বোধন। তারপরেই সমস্ত আড়ম্বরের যবনিকা পতন। দ্রুত ওই পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের যন্ত্রাংশ মেরামত করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি করছে সবাই।

ওই স্কুলের ছাত্রী পূজা মহন্ত বলেন, 'চালু হওয়ার পরে কয়েকদিন মেশিন থেকে জল নিয়ে খেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন জল নিতে গিয়ে ফিরে আসি। তারপর থেকে মেশিনটি বন্ধ হয়েই রয়েছে।'

ত্রিমোহিনী হাইস্কুলের টিআইসি গোপাল প্রামাণিক বলেন, 'প্রকল্পের শুরুতেই গুণগতমান খারাপ হয়েছিল। প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। তারপরে ঠিকাদারের পেমেন্ট আটকে দিয়েছিল পঞ্চায়েত। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। প্রশাসনের কাছে দ্রুত মেশিনটি মেরামতের অনুরোধ জানাই।'

বিকল পানীয় জলের মেশিন। - সংবাদচিত্র

হিলি থানার ৩ নম্বর ধলাপাড়া পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২০২৩ সালে ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পঞ্চদশ তহবিলের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত প্রধান। তার কয়েকদিন বাদেই ঘটে বিপত্তি। পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিনে গোলযোগ শুরু হয়। ক্রমেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে গত দু'বছরে গুরুত্ব দিয়ে আর কেউ ফিরেও তাকায়নি।

ধলপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান বীথিকা ঘোষের জবাব, 'ওই প্রকল্পের কাজটি খারাপ মানের করেছিল ঠিকাদার। আমরা মেরামত করার জন্য বারংবার বলা সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্ণপাত করেননি। মার্শালের বোরিং ভালোভাবে করা হয়নি। সোলার সিস্টেমে কোথাও জল উঠছে না। আমরা সরকারি নিয়ম মেনে দ্রুত ওই প্রকল্পের সংস্কার করে দেব।'

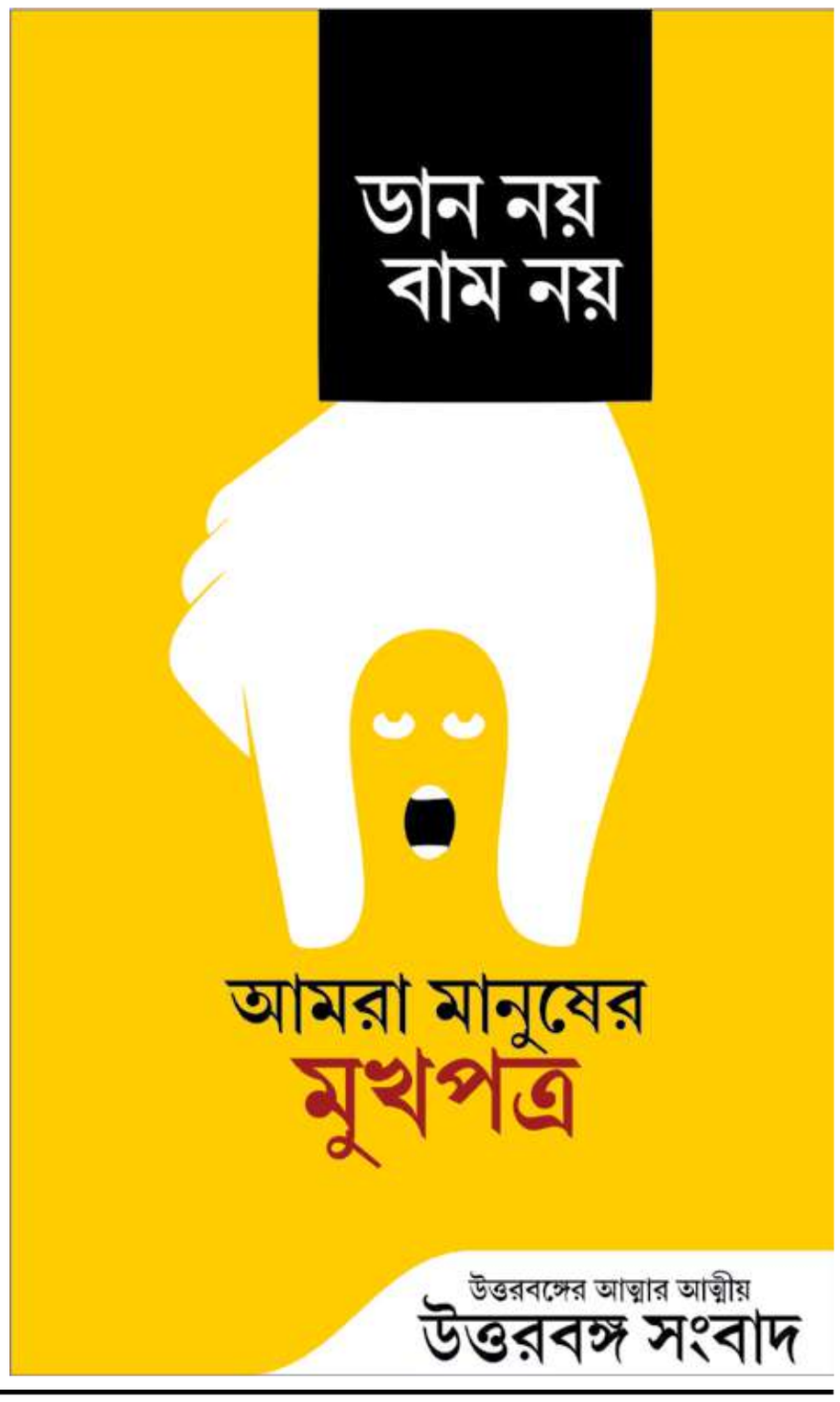

আল পথ ধরে...

অবসরে খাবার মাথায়। নির্দিষ্ট জায়গার খোঁজে। শুক্রবার বালুরঘাটে। - অভিজিৎ সরকার

মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত বাবা

চাঁচল, ৭ ফেব্রুয়ারি : কাজ করতে ভিনরাজ্য গিয়েছিলেন বাবা। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখা করতে গিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু সেখানেই তাঁকে আক্রান্ত হতে হয়।

অভিযোগ, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন আজিদ হোসেন নামের ওই শ্রমিক। এমনই ঘটনায় শুক্রবার দুপুরে চাঁচলের নদীসিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, আজিদ হোসেনের মেয়ে আজিনার সঙ্গে এলাকারই তরুণ রমজান আলির বিয়ে হয় দেড় বছর আগে। সেই সময় দাবি অনুযায়ী পণের অর্ধেক টাকা দিয়েছিলেন তিনি। বাকি টাকা দিতে না পারায় দীর্ঘদিন ধরেই চলত অত্যাচার। সব অত্যাচার সহ্য করেও তিন মাসের পুত্রসন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন আজিনা। সম্প্রতি তাঁদের তিন মাসের শিশুসন্তান অসুস্থ হয়। অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরেও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় খরচ দিচ্ছিল না রমজান। এদিন আজিদ হোসেন মেয়ের বাড়ি গেলে সেই প্রসঙ্গ উঠে। তারপরেই আজিনার উপর শুরু হয় অত্যাচার। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে রমজান আলি এবং মেয়ের শ্বশুরের হাতে আক্রান্ত হন আজিদ। একাধিক হাঁসুয়ার কোপে রক্তাক্ত হয়ে যায় হাত। প্রথমে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ ও

দিতে পারেননি পণের টাকা

হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আজিনার অভিযোগ, 'আমার উপর দীর্ঘদিন অত্যাচার হত। বাচ্চা ছেলেটার চিকিৎসার খরচ দিচ্ছিল না। আজ বাবার সামনে আমাকে মারধর করে। বাবা বাঁচাতে গিয়ে এইভাবে আক্রান্ত হলেন। প্রাণে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।'

সরকারি তকমা পেতেই শিক্ষক পদে টাকা দাবি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : বেসরকারি মাদ্রাসা সরকারি অনুমোদন পেতেই প্রতিষ্ঠালগ্নের ২ শিক্ষক এবং এক অশিক্ষক কর্মচারীকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে শিক্ষক তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে এবং টাকা চাওয়ার অভিযোগ বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। এমনই ঘটনায় হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের সোনাকুল গ্রামের শিক্ষামহল অভিযোগ, পালটা অভিযোগে সরগরম।

২০০৮ সালে সোনাকুল গ্রামে এলাকার বেশ কয়েকজন মিলে একটি বেসরকারি মাদ্রাসা তৈরি করেন। জানা যাচ্ছে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে এই মাদ্রাসাটি শিক্ষা দপ্তর অনুমোদন করেছে। আরও জানা যাচ্ছে, এই মাদ্রাসার জন্য সরকারি অর্থবরাদ্দ করা হবে। এরপরই অভিযোগ উঠেছে ওই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি প্রতিষ্ঠালগ্নের ওই মাদ্রাসার দুইজন শিক্ষক এবং একজন অশিক্ষক কর্মী মোঃ রফিকুল আলম, আবদুল হান্নান এবং জাকির হোসেনকে অপসারিত করেছেন। আরও অভিযোগ, তাঁদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা চাওয়া হচ্ছে নতুন করে তাদের ওই মাদ্রাসায় শিক্ষক পদ দেওয়ার জন্য। যদিও মাদ্রাসায় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগকারী ওই তিনজন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী ২০১৯ সালের পর থেকে এই মাদ্রাসায় আসছেন না। তাঁরা অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের পরিবর্তে অন্যদের নাম সরকারি গাইডলাইন মেনে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের নাম মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পন্ন ভিত্তিহীন। এদিকে অভিযোগকারীরা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে শুরু করে রাজ্য মাদ্রাসা এডুকেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ পাঠিয়েছেন।

অভিযোগকারী মোঃ রফিকুল আলমের অভিযোগ, তিনি ওই মাদ্রাসায় ২০০৮ সাল থেকে ছিলেন। তিনি কোনও পদত্যাগপত্র দেননি। বর্তমানে ওই মাদ্রাসা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারছেন, বর্তমান শিক্ষকের তালিকায় তার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি জানতে গেলে তাঁর কাছ থেকে টাকা দাবি করা হয়। শিক্ষক পদ ফেরানোর জন্য তাই তিনি অভিযোগ করেছেন।

যদিও ওই মাদ্রাসার বর্তমান প্রধান শিক্ষক মজারুল ইসলাম বলেন, 'ওই তিনজন ২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বিদ্যালয়ের অনুপস্থিত। গত বছর এই মাদ্রাসা অনুমোদন পাওয়ার জন্য যখন আবেদন গ্রহণ করা হয় তখন তাঁরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তাদের নাম বাদ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এখন অনুমোদন আসার পরে ওরা চাইছে আবার স্কুলে যোগদান করতে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি খাইরুল আলমের দাবি, 'গত আট-নয় বছর ধরে অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরা। বারবার করে বিদ্যালয়ে আসার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু ওরা কোনও কর্ণপাত করেননি, তাই তাঁদের নাম বাদ দিয়ে আমরা আবেদন করেছিলাম।' এ প্রসঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক বাণীব্রত দাস বলেন, 'এ বিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। তবু ঘটনাটি খতিয়ে দেখছি।'

বাজনা সহযোগে ঠাকুমার শ্মশানযাত্রা

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় সন্ধে সাড়ে আটটা। গঙ্গারামপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথিতে ফুচকা, মোমো ও চপ-ঘুগনির দোকানে ক্রেতার ভিড় যথেষ্ট। অনেকে আবার চৌপথির সুসজ্জিত ফোয়ারার ছবি তুলতে ব্যস্ত। এমন সময় বাজি-পটকার আওয়াজ। সঙ্গে বাজনা। উড়ছে আবির। অনেকে ভাবলেন বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন বাড়ির বাজনা। কেউ ভাবলেন প্রতিমা নিয়ে যাবার শোভাযাত্রা। কিন্তু তিথির তো তেমন যোগ নেই। তাহলে কেউ কি লটারিতে টাকা জিতলেন! এনিয়ে চপ-ঘুগনির দোকানে চর্চা তুঙ্গে।

এমন সময় ফুলে সাজানো সুসজ্জিত খাটকাঁধে চৌপথিতে শ্মশানযাত্রীরা। ভুল ভাঙল সবার। হতবাক এলাকার মানুষ। শোকের পরিবর্তে মৃতদেহ নিয়ে কেন এত আনন্দ-উল্লাস? তখনই জানা গেল শতায়ু বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তাই এত উল্লাস।

গঙ্গারামপুর ব্লকের ৩/২ বেলবাড়ি পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর লক্ষ্মীতলা এলাকায় বাসস্থান প্রৌঢ়া ধনমতী চৌহান। বয়সের দিক থেকে তিনি সেঞ্চুরি করেছেন। দীর্ঘকাল থেকে

ব্যান্ড-পার্টি নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশে। - সংবাদচিত্র

তিনি ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে পরিবার আগলে রেখেছিলেন। বয়স্কজনিত কারণে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। শতায়ু প্রৌঢ়ার মৃত্যু হতে শোকজ্ঞাপনে ভেঙে পড়েননি চৌহান পরিবার। তার বদলে আনন্দে মেতে ওঠেন পরিজনরা। রাতে বৃদ্ধার শবদেহ নিয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতে শোভাযাত্রা বের করেন শ্মশানবন্ধুরা। যে শ্মশানযাত্রায় ব্যান্ড, বাজনা সহ বাজি-পটকা ফাটানো হয়। ওড়ানো হয় আবির। কয়েকশো মানুষের ভিড়ে নাচতে নাচতে গঙ্গারামপুর শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শেষে শিববাড়ি শ্মশানে পৌঁছায়। সেখানেই শেষকৃত্য করা হয়।

প্রৌঢ়ার নাতি চঞ্চল চৌহানের কথায়, 'আমার ঠাকুরমার বয়স হয়েছিল প্রায় ১০৮ বছর। আজ ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছে। যেহেতু ঠাকুমা সেঞ্চুরি পার করে মারা গেলেন সেজন্যে বাজনা বাজিয়ে, বাজি-পটকা ফাটিয়ে, আবির উড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে বাবা, কাকা, নাতিপুতিরা সকলে মিলে ঠাকুমার দেহ শহর পরিক্রমা করে সৎকার করলাম।'

অঙ্গনওয়াড়িতে দগ্ধ শিক্ষিকা

হেল্পার না থাকায় পড়ানোর পাশাপাশি রান্না করায় বিপত্তি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : গত আট-নয়মাস ধরে ডাঙাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই হেল্পার। এমনকি আগেরজন অবসর নেওয়ার পর নতুন কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একজন মাত্র শিক্ষিকা কৃষ্ণা শীল রয়েছেন। তিনি বাচ্চাদের পড়ানোর পাশাপাশি রান্নাও করেন। শুক্রবার স্কুলে রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেন সেই শিক্ষিকা।

ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সবমিলিয়ে ৩৫ জন শিশু রয়েছে। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েতের ডাঙাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। নজর আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিভিয়ে জখম ওই শিক্ষিকাকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। জখম ওই শিক্ষিকার নাম কৃষ্ণা শীল (৫৫)। তাঁর বাড়ি চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে। আপাতত গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই শিক্ষিকা। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও রাজস্ব) হরিষ রশিদের কথায়, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পুরো বিষয়টি দেখব। জখম ওই কর্মীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সাহায্য করবে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি কী কারণে এমনটা হল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রতিদিনের মতন এদিনও পড়ানোর পাশাপাশি রান্না করছিলেন কৃষ্ণাদেবী। মাটির উনুনে রান্না করার সময় অসাবধানতাবশত প্রথমত শাড়িতে আগুন লাগে। তারপরে গায়ে থাকা উলের চাদর ও সোয়েটারে আগুন ধরে যায়। স্থানীয়দের নজরে আসতেই সকলে মিলে আগুন নেভান। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর শিক্ষিকার অবস্থা গুরুতর। জেলা প্রশাসনের তরফে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অগ্নিদগ্ধ হওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা কৃষ্ণা শীলের ছেলে সুদর্শন শীল বলেন, 'প্রায় ৮-৯ মাস ধরে মায়ের স্কুলে কোনও হেল্পার নেই। মা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েছিল। কিন্তু স্কুলে হেল্পার দেওয়া হয়নি। পড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের বাচ্চাদের জন্য রোজ রান্না করতেন মা। আজ রান্না করার সময় অসাবধানতাবশত গায়ে আগুন লেগে যায়। আপাতত গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মা।'

জখম শিক্ষিকার আত্মীয় অশোক সরকার জানান, 'রোজকার মতন আজ সকালে সেন্টারে যান কৃষ্ণাদেবী। খড়ির আগুন থেকে গায়ে আগুন লেগেছে। ডাক্তারবাবু জানান, প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। উনি একাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সামলান। ওনার সেন্টারে কোনও হেল্পার নেই। যার ফলে ওনাকেই সবকিছু করতে হয়।'

> প্রায় ৮-৯ মাস ধরে মায়ের স্কুলে কোনও হেল্পার নেই। মা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েছিল। কিন্তু স্কুলে হেল্পার দেওয়া হয়নি। পড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের বাচ্চাদের জন্য রোজ রান্না করতেন মা। আজ রান্না করার সময় অসাবধানতাবশত গায়ে আগুন লেগে যায়। আপাতত গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মা।
>
> **সুদর্শন শীল,** শিক্ষিকার ছেলে

১৫ হাজার, সঙ্গে মিষ্টির জন্য আরও ৫০০ টাকা

আবাসে কাটমানি, ধৃত পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা শাসকের নির্দেশে তদন্তের পর বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে কাটমানি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী। দিনমজুর পরিবারের কাছ থেকে আবাসের প্রথম কিস্তি ঢোকার পর পনেরো হাজার টাকা কাটমানি এবং মিষ্টি খাওয়ার জন্য আরও ৫০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে রাধানগরের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা রীতা দাসের স্বামী সূর্য দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিচ্ছু দাস নামে এক দিনমজুরের কাছ থেকে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা ঢোকার পর হুমকি দিয়ে ১৫ হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার। যার ফলে মাঝপথে আটকে যায় বাড়ির কাজ। তার পরিবারের লোক অভিযোগ করে সংবাদমাধ্যমে। সেই খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বিডিওকে তদন্তের নির্দেশ দেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন মণ্ডল তদন্ত করলে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সূর্য দাস কাটমানির ১৫ হাজার টাকা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন বিচ্ছু দাসকে। তারপরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হন সূর্য।

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডলের বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হয়। সেখানে ওই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তারপর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে।'

যদিও অভিযুক্ত সূর্য দাসের বক্তব্য, 'আমি বিজেপির একমাত্র মেম্বার ছিলাম ওই এলাকায়। আমাকে তৃণমূল ফাঁসিয়েছে। এর পিছনে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র রয়েছে।' অভিযোগকারী উপভোক্তা বিচ্ছু দাসের স্ত্রী শোভা দাসের দাবি, 'খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই ব্লক অফিস থেকে আধিকারিকরা এসে তদন্ত করে। তারপরে সূর্য দাস টাকা ফেরত দিয়েছে। প্রশাসনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

> আমি বিজেপির একমাত্র মেম্বার ছিলাম ওই এলাকায়। আমাকে তৃণমূল ফাঁসিয়েছে। এর পিছনে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র রয়েছে।
>
> **সূর্য দাস,** অভিযুক্ত

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কিষান কেডিয়ার পালটা দাবি, 'বিজেপির মেম্বার বলেই প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে নিল। আমরাও চাই আইন আইনের পথে চলুক। কিন্তু তৃণমূলের একাধিক সদস্য এলাকায় কাটমানি তুলছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে?' তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সাহেব দাস অবশ্য বলেন, 'আবাস যোজনায় কেউ দুর্নীতি করলে কারোকে ছাড় দেওয়া হবে না, সে তৃণমূলেরই হোক আর বিরোধী দলেরই হোক।'

ডিলারের বাড়ি থেকে র‍্যাশন সামগ্রী বিলি

আজাদ

মানিকচক, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চালু হয়েছে গ্রামে গ্রামে দুয়ারে র‍্যাশন। সরকারি নির্দেশমতো র‍্যাশন ডিলাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রাপকদের হাতে র‍্যাশন সামগ্রী তুলে দেবেন। কিন্তু সরকারি নির্দেশকে অমান্য করে শাসকদলের এক তাবড় নেতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তথা মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিলার বিশ্বজিৎ সরকারের বাড়ি থেকে র‍্যাশন বণ্টন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় র‍্যাশন সামগ্রী নিয়েও কারচুপির অভিযোগ উঠছে বিশ্বজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, ওই ডিলার শাসকদলের এক নেতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেই এত দাপট। কোনওরকম অভিযোগ করলেই র‍্যাশন ডিলারের হুমকির মুখে পড়তে হয় প্রাপকদের। আরও অভিযোগ, গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাপকদের স্বাক্ষর ও কুপন দেওয়া হলেও র‍্যাশন সামগ্রী মিলছে ডিলারের বাড়ি থেকে। তাও আবার নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশ কিছুটা কম। যদিও গ্রামবাসীর সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি ওই র‍্যাশন ডিলার বিশ্বজিৎ সরকারের।

গ্রাহকদের আরও অভিযোগ, মাথাপিছু র‍্যাশন সামগ্রীতে দুই কেজি করে কম দেওয়া হচ্ছে। উলটে প্রতিবাদ করলেই মিলছে হুমকি।

এদিনও নিরঞ্জনপুর গ্রামে পৌঁছে ডিলারের কর্মীরা আঙুলের টিপ নিচ্ছেন এবং কুপন দিচ্ছিলেন। সেই সময় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসী। কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে র‍্যাশন ডিলার আসলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল মণ্ডল-এর অভিযোগ, 'ডিলারকে অভিযোগ করলে তিনি আমাদের মারতে উদ্যত হন। তাই বাধ্য হয়ে আমরা এই পদক্ষেপ বেছে নিয়েছি।' যদিও বিশ্বজিৎ সরকারের দাবি, 'র‍্যাশন নিয়ে কারচুপি বা দুর্নীতি করা হচ্ছে না। গ্রামবাসীরা আমাকে ফাঁসাতে মিথ্যে কথা বলছে।' মানিকচক ব্লকের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সম্পদ রায়ের আশ্বাস, 'এই বিষয়ে গ্রাহকরা কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি, তবে ঘটনাটি শুনেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

টাকা ফেরাল পুলিশ

মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় দুবাইয়ে কাজের বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ, সেই সংস্থার তরফে প্লেনের টিকিট, ভিসা সহ নানা অজুহাতে মোথাবাড়ির ওই তরুণের কাছ থেকে দুই দফায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। এরপরেই সন্দেহ দানা বাঁধে ওই ব্যক্তির মনে। মালদায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট ট্র্যাক ও ফ্রিজ করে খোয়া যাওয়া টাকা ফিরিয়ে দিল মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে। মৃতের নাম সত্য সরকার (২৯)। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গতকাল রাতে নিজ বাড়িতেই তাঁর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি সত্যবাবুকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

ঘুম ঘুম চোখে।। দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

স্কুলে চুরিতে ধৃত দুই

চাঁচল, ৭ ফেব্রুয়ারি : চাঁচলের ভগবতীপুর প্রাইমারি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। তদন্তে নেমে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। ধৃত আবু বক্কর সিদ্দিক ও মোহাম্মদ রিপনের কাছ থেকে মিড-ডে মিলের বাসনপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় আদালতের তরফে।

অভিযোগ, প্রজাতন্ত্র দিবসের রাতে ভগবতীপুর প্রাইমারি স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি হয় মিড-ডে মিলের ২ কুইন্টাল চাল সহ সমস্ত বাসনপত্র।

হাইস্কুল হল সাহাপুর জুনিয়ার

পুরাতন মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : পুরাতন মালদার সাহাপুর জুনিয়ার গার্লস স্কুল হাইস্কুলে উন্নীত হল। শুক্রবার ওই স্কুলের আনুষ্ঠানিক পঠনপাঠন শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঝর্ণা ঝা প্রমুখ। নতুন বছরে নবম শ্রেণিতে ৫০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। তারা ওই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে বলে শিক্ষিকারা জানিয়েছেন।

ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঝর্ণা ঝা বলেন, 'শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে এদিন সুষ্ঠুভাবে নবম শ্রেণিতে পঠনপাঠনের সূচনা হয়।'

মমতার শুভেচ্ছা বার্তা অবহেলায় পড়ে মাঠে

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : পড়ুয়াদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা মাঠে পড়ে থাকায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অভিযোগ জানালেন প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চবিদ্যাপীঠের মাঠে শুভেচ্ছা বার্তা পড়ে থাকতে দেখে অভিযোগ জানিয়েছেন তিন প্রাতর্ভ্রমণকারী। তাঁদের কথায়, 'মাঠের বিভিন্ন জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা অবহেলায় পড়ে রয়েছে। যা আমাদের কাছে অসম্মানের মনে হয়েছে।' বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চিরঞ্জীব সরকার জানান, 'বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর না থাকায় কে কোথায় শুভেচ্ছা বার্তাগুলি ফেলে রেখেছে তা দেখা হবে।'

জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে বৈঠক

গঙ্গারামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার জল জীবন মিশন প্রকল্পের উদ্যোগে গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নুরুল ইসলাম, উপপ্রধান মহাদেব বর্মন সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মীরা। এদিন মূলত বাড়ি কিংবা পথ সংলগ্ন এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রোধ করতে এবং পানীয় জলের সরবরাহ সঠিকভাবে সচল রাখতে, এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পানীয় জলের অপচয় রুখতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এবিষয়ে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরুল ইসলাম জানান, 'নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আমাদের এই বিশেষ প্রকল্পের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই বৈঠকে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের অপচয় রোধ করতে এবং পানীয় জলের সরবরাহ ঠিক রাখতে বৈঠক করা হয়।'

সংশোধনী

শুক্রবারে প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঁচের পাতায় 'জনতার চার্জশিট' শীর্ষক বিভাগে ভুলবশত বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের বদলে অন্য একজনের ছবি ছাপা হয়। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

রাস্তা খারাপের অভিযোগ, হিলিতে থমকে রেলের কাজ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট হিলি রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হতেই তা বন্ধ করে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরসভার রাস্তা দিয়ে ৪০ টন থেকে ৫০ টনের পাথরের গাড়ি চলাচল করছে। এর ফলে যেকোনও সময় নষ্ট হতে পারে চলাচলের রাস্তা। এমন অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সকালে পাথর ফেলার কাজ বন্ধ করে দিল বালুরঘাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা।

শুধুমাত্র রাস্তা নয়, স্থানীয় পর্ষদের মাঠের বদলে মাঠের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। লরি নয়, ট্র্যাক্টর করে ১০ টনের নীচে পাথর, বালি নিয়ে আসুক তাতে আপত্তি নেই স্থানীয়দের। রেলের কাজে বাধাকে রাজনৈতিক তকমা দিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ। যদিও তৃণমূলের তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রায় ১২ বছর আগে বালুরঘাট হিলি রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ অজানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বালুরঘাট হিলি রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত মোট ২৯.৭ কিমি রেললাইনের পথ তৈরি করা হবে। ধাপে ধাপে বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম দফায় বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। এই

রেলের কাজ পরিদর্শনে কর্মীরা। - সংবাদচিত্র

১৪ কিলোমিটার রেলপথের জমি অধিগ্রহণ করে তা রেলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রেলকে জমি হস্তান্তর করার পরই বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত কাজের তোড়জোড় শুরু করেছে রেল। কিছুদিন আগে বালুরঘাটের আত্রেয়ীর উপরে ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। এবার রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য পাথর ফেলার কাজ শুরু করেছে ঠিকাদার। মঙ্গলবার থেকেই বালুরঘাট চকভৃগু এলাকার পর্ষদের মাঠে পাথর ফেলা শুরু হয়েছে। আজও সকালে পাথর ফেলার জন্য ১৮ চাকার লরি আসে। সেই লরি আসতেই তা আটকে দেওয়া হয়। পরে পর্ষদের মাঠে লরি গেলে পাথর নামাতে দেওয়া হয়নি।

স্থানীয় কাউন্সিলর অনোজ সরকারের জানান, 'রাস্তা দিয়ে দশ টনের বেশি ভারী গাড়ি চলাচল করা নিষিদ্ধ। সেখানে রেলের ভারি ভারি লরি পাথর নিয়ে যাতায়াত করছে। তাই স্থানীয় বাসিন্দারা আজ পাথর ফেলা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য জায়গায় পাথর ফেলে তা ট্র্যাক্টর করে নিয়ে আসলে এই সমস্যা হবে না।'

সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দীর্ঘদিন পর বালুরঘাট হিলি রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। উন্নয়নের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যারা এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে শুনেছি তাঁরা সব শাসকদলের কর্মী সমর্থক। তারা হয়তো হপ্তা পায়নি, তার জন্যই কাজ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এরা উন্নয়ন বিরোধী তা আবারও পরিস্কার হল। এভাবে মানুষের কাজ আটকানো সম্ভব নয়।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬০ সংখ্যা, শনিবার, ২৫ মাঘ ১৪৩১

অসম্মানেও নীরব দিল্লি

ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক বহুদিনের। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা থেকে শুরু করে ভারত-মার্কিন পরমাণুচুক্তি, সেই সুসম্পর্কের মুকুটে একেকটি পালক। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এবং ভারতে আর্থিক উদারীকরণের হাত ধরে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়েছে। নয়াদিল্লি বা ওয়াশিংটনে যাঁরাই ক্ষমতাসীন হন না কেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কখনও আঁচ লাগেনি। মাঝেমধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে টানাপোড়েন হলেও কেটে গিয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধুরাষ্ট্র নয়, সহযোগীও। কিন্তু মার্কিন মুলুকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ১০৪ জন ভারতীয় অভিবাসীকে হাতকড়া এবং পায়ে শিকল বেঁধে মার্কিন বায়ুসেনার কার্গো বিমানে ভারতে ফেরত পাঠানোর ঘটনায় মোদি সরকারের নির্বিকার মনোভাব কাম্য ছিল না।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সংসদে জানিয়েছেন, আমেরিকা নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনে ভারতীয়দের ফেরত পাঠিয়েছে। ফেরানোর সময় ভারতীয়দের সঙ্গে যাতে দুর্ব্যবহার না হয়, সেজন্য মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা হয়েছে। মোদি জমানার পাশাপাশি ইউপিএ আমলে কতজন ভারতীয় অভিবাসীকে আমেরিকা ফেরত পাঠিয়েছিল, সুকৌশলে সেই তথ্যও সংসদে জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু হাতকড়া এবং পায়ে শিকল বেঁধে অমানবিকভাবে ভারতীয় নাগরিকদের দীর্ঘ ৪০ ঘণ্টার সফরের নারকীয় যন্ত্রণা নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতিতে কিছু ছিল না। ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরই অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিয়েছিলেন। ফলে সেদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ফেরত পাঠানো যে এতটা অমানবিক হবে, সেটা বোঝেনি কেউ।

সকলে ধরে নিয়েছিলেন, মোদি যেহেতু নিজেকে ট্রাম্পের বন্ধু বলে দাবি করেন, তাই মেক্সিকো, কলম্বিয়ার নাগরিকদের সঙ্গে যেরকম আচরণ মার্কিন প্রশাসন করেছে, তেমনটা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে হবে না। অবৈধ অভিবাসীদের হাতকড়া ও পায়ে শিকল বেঁধে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো সরব হলেও টুঁ শব্দ করলেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

ভারতীয়দের অমানবিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানোয় সংসদের ভিতরে-বাইরে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কলম্বিয়া সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের আচরণের তুলনা টেনেছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে অভিবাসীদের সঙ্গে ট্রাম্প সরকারের আচরণের সমালোচনা ছিল না। শারীরিক-মানসিক ধকল সামলে শতাধিক ভারতীয় দেশে ফিরেছেন।

তাঁদের ভবিষ্যৎ অজানা। এদেশে জীবিকার দরজা খোলা ছিল না বলেই তো তাঁরা ঘটিবাটি বেচে দালালদের বিপুল টাকা দিয়ে বা লুকিয়ে জীবন বাজি রেখে আমেরিকা গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি কতটা ভয়ানক হলে তাঁরা ডাঙ্কি রুট ধরে যেতে মরিয়া ছিলেন, তা সহজে অনুমেয়। প্রথম দফায় ফেরত আসা অনেকে বিজেপি শাসিত গুজরাট ও হরিয়ানার বাসিন্দা বলে ওই দুটি রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের প্রচারের ঢাক কার্যত ফেটে গিয়েছে।

নিজেদের রাজ্যে কাজ পাননি বলেই তো বেআইনিভাবে ওই নাগরিকরা আমেরিকায় থাকতে চেয়েছিলেন। অবৈধ উপায়ে আর কেউ যাতে বিদেশে যেতে না পারেন, সেজন্য সরকার আইন তৈরির কথা বলেছে বটে। কিন্তু ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের পুনর্বাসনে সরকার একেবারে নীরব এখনও। সংসদে অধিবেশন চললেও এ নিয়ে সরকারের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বদলে সংসদ এখন শাসক ও বিরোধী শিবিরের তর্জায় ব্যস্ত। যে তর্জার অনেক কিছু এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক বা অযৌক্তিক।

আত্মসম্মানে আঘাত নিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। এটা ভারত ও আমেরিকা দু'দেশেরই মনে রাখা উচিত। ওয়াশিংটনের ভুলকে ভুল বলার সাহস অতীতে নয়াদিল্লি দেখায়নি তা নয়। তাতে বন্ধুত্বে চিড়ও ধরেনি। অবৈধ অভিবাসীদের ফেরানো নিয়ে আপত্তি করেনি নয়াদিল্লি। শুধু ভারতে ফেরানোর সময় অভিবাসীদের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণ ও ঔদ্ধত্যের কড়া জবাব অন্তত প্রত্যাশিত ছিল।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

শিকলওয়ালা বাঁধে বা শিকল পরার ছল

হাজারখানেক ভারতীয়র পায়ে শিকল বেঁধে ফেরাল আমেরিকা। মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের আগে এটা কি গড়াপেটা?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

...অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্ করে বললে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, "মানে কী হল।"

অমিত বললে, "যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। ..."

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কয়েকটি বাক্য।

অমিতের শেষ সংলাপ নরেন্দ্র মোদি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শোনালে তাঁদের খুব পছন্দ হতে বাধ্য! ট্রাম্প বোঝাতে পারেন, শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না। আমরা আমেরিকানরা এরকম। কত বড় হৃদয়বান দেখুন তো আমরা! অন্য যে কোনও দেশ হলে অবশ্যই বাঁধত, আবার ভোলাতও। আমরা শিকলওয়ালা হতে পারি বটে, আফিমওয়ালী নই।

রসিকতা রেখে ভারতীয়দের ওই ছবিগুলো দেখা যাক। প্রথমে বিস্ময়ে ডুবে যেতে হয়। তারপর ক্রোধ এবং ক্ষোভ সঙ্গী হয়। অতঃপর প্রশ্ন।

এত বন্ধু বন্ধু করে কী লাভ হল মোদির? তাঁর দেশের লোকদেরই তো সবার আগে ভারতে পাঠিয়ে দিল আমেরিকা। একেই লজ্জার শেষ নেই চুরি করে বিদেশে ঢোকার জন্য। তারপর তাঁদের হাতে হাতকড়া। পায়ে বেড়ি। ফেরত পাঠালি পাঠা, তা বলে এভাবে পাঠাতে হবে?

যে ছবিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া বা অধিকাংশ সাইটে, তার অধিকাংশ ফেক। ফেক ছবি ধরার সবচেয়ে ভালো ওয়েবসাইট হল অলট নিউজ। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের হাতকড়া, পায়ে বেড়ির বিশেষ ছবিগুলো অধিকাংশ আসলে গুয়াতেমালান ও মেক্সিকানদের ছবি। তবে খবরটা আদৌ মিথ্যে নয়।

আমেরিকার বন্ধুদের কাছে জানা গেল, সেখানে একাধিক টিভি বা খবরের কাগজে দেখা গিয়েছে, টেক্সাস থেকে আমেরিকান সামরিক বিমানে উঠছেন ভারতীয়রা। বিমানবন্দরে অপেক্ষার সময়ও ওঁদের হাতে-পায়ে শিকল। এটা ডিপোর্টেশন, বন্দি প্রত্যর্পণ নয়। একজন এমনও তথ্য দিলেন, 'আমেরিকায় অপরাধীদের এভাবেই সংশোধনাগার থেকে হাসপাতাল বা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্রেফ নিরাপত্তার কারণে। মানবাধিকার নিয়ে মাথাব্যথা নেই প্রশাসনের। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিমানবন্দরে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়াই নিয়ম।'

প্রশ্ন অন্য জায়গায়। এই যে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর ভারতে ও আমেরিকায় মোদি ভকতদের তুমুল উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম, তাতে লাভ কী হল? যে দেশগুলো থেকে লোক চোরাপথে আমেরিকা ঢোকেন, মেক্সিকো-এল সালভাদোর-বাংলাদেশের অবৈধ লোকজনকে তো আগে এভাবে তো পাঠানো হয়নি! ভারতকেই লজ্জা দেওয়া কেন সবার প্রথমে?

আমেরিকান বন্ধুদের কাছে শুনলাম, মেক্সিকানরা এসে আমেরিকানদের খেতে, কারখানায়, লোকের বাড়িতে অনেক সস্তায় কাজ করেন। এঁরা না এলে আমেরিকানদেরই সমস্যা। বাংলাদেশিরা অবৈধপথে আমেরিকায় ঢুকলে কম টাকায় সরকারি কাজ করেন। ভারতীয়রা কিন্তু বেশি কাজ করেন ভারতীয় মালিকের মুদির দোকান, গ্যাস স্টেশনে এবং রেস্তোরাঁয়। ওঁরা না থাকলে তেমন সমস্যা নেই আমেরিকানদের।

এই প্রথম যে অবৈধ ভারতীয়দের পাঠানো হল, তা তো নয়। নিয়মিতই খুচখাচ হয় এসব। এবার একেবারে সামরিক বিমানে প্রবল ঢক্কানিনাদ সহ ফেরত পাঠানো কেন বাপু?

উঠে আসছে দুটো তিনটে তত্ত্ব।

ট্রাম্প এবার নির্বাচনে অনেক আমেরিকানের মন জয় করেছিলেন শরণার্থী ইস্যুতে। দেশ ভরে যাচ্ছে বিদেশিতে, কমে যাচ্ছে চাকরির বাজার-- এদের সরাও। এই মনোভাব অধিকাংশ আমেরিকানের। এটা দোষের নয়। আমাদের দেশেও এমন আবেগ কাজে লাগিয়ে ভোট জিতছে বিজেপি। এবার ট্রাম্পও মোদি স্টাইলে দেখাতে চাইছেন, দেখো বাপু, অবৈধ অভিবাসীরা অপরাধী। এদের আমরা তাড়িয়েই ছাড়ব। মোদি পর্যন্ত যা পারেননি। এই যে মোদি আমার এত বন্ধু, তাঁর দেশকেও ছাড়ছি না। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পালন কিন্তু শুরু করে দিয়েছি।

অতএব সাধু সাবধান। এ সেই চিরাচরিত ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর একেবারে আদর্শ উদাহরণ।

আরও সোজা কথায় বললে, এটা ট্রাম্পের সেই থ্রেট কালচার। বর্তমান ও ভবিষ্যতের শরণার্থীদের একেবারে দাবড়ে দেওয়া। এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

প্রশ্ন উঠবে, মোদি বা জয়শংকরের মতো এতদিন কড়া কথা বলার লোকেরা এই ইস্যুতে একেবারে স্বভাববিরোধী গুটিয়ে রয়েছেন কেন? দেশোয়ালিদের এমন অপমান দেখেও মোদি চুপ। জয়শংকর সংসদে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা অতি মিনমিনে।

দুটো তিনটে কারণ এখানে কাজ করতে পারে।

এক, ভারত থেকে এত লোক আমেরিকা পালাচ্ছে, এটা একেবারেই ভালো বিজ্ঞাপন নয় মোদি সরকারের পক্ষে। তার মধ্যে আবার অনেক লোক 'সোনার গুজরাট'-এর। তাই যত কম কথা বলা যায়, তত ভালো।

দুই, ১৩ তারিখ মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক। তার আগে ট্রাম্পকে রসেবশে রাখতে চান নমো। বন্ধু আমার এমনই, কখন কী বলে দেবে, জানে না কেউই।

তিন, বৈধ ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে ট্রাম্পভূমিতে ইদানীং সবচেয়ে গুরুত্ব পায় ভারত। এত অল্প কয়েকজনের হেনস্তার জন্য ভবিষ্যতের অনেক বড় সুবিধে হাতছাড়া করতে রাজি নয় ভারত। ট্রাম্পকে এখানে চটানো মানে আখেরে ক্ষতি। আর এঁরা তো সত্যিই অপরাধী।

চার নম্বর এবং এটাই সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর। মোদি-জয়শংকররা নিজেরাই নাকি প্রস্তাব দিয়েছেন, ভারতীয়দের ফিরিয়ে দেওয়ার। গত ২১ জানুয়ারি ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক গার্ডিয়ানে এমন খবরই বেরিয়েছে। শিরোনাম- - Modi's government planning to repatriate 18,000 Indians living in US illegally.

সেখানে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য, কোন ১৮ হাজারকে ফেরত পাঠানো হবে, তা চিহ্নিত করে দিয়েছে ভারত সরকারই। তাই সরকারের কেউই হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে না—'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে'। এই গোপন বোঝাপড়ার খবর ব্লুমবার্গের।

বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে বেশি যাওয়ার চেষ্টা করেন ইউরোপে, ভারতীয়রা আবার আমেরিকায়। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, মেক্সিকো এবং এল সালভাদরের পরে আমেরিকায় সর্বাধিক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এখন ভারতেরই। শরণার্থীদের নিয়ে গবেষণাক্ষেত্রে নামী সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য, আমেরিকায় এখন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২৫ হাজার। মোটেই ১৮ হাজার নয়।

গার্ডিয়ানে ভারতের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের উদ্ধৃতি মনে রাখার মতো, 'অক্টোবরে ১০০ জনকে আমেরিকা থেকে ফেরত আনা হয়েছে। গত এক বছরে ১০০০ জনের মতো।'

প্রশ্ন করতে পারেন, তা হলে এবার ওই লোকগুলোকে এত ঢক্কানিনাদ করে আনা হল কেন? উত্তরটা স্পষ্ট। স্রেফ ট্রাম্পের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে মসৃণ করে দেওয়া হবে বলে। ট্রাম্পের চোখে ভালো ছেলে হওয়ার জন্য। আরও ৪৮৭ জন ফিরছেন! বিনিময়ে ট্রাম্প ভারতীয় বৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেখবেন। মহার্ঘ এইচওয়ানবি ভিসায় ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বাধা হবেন না। খেলা হলে এই নীরব চুক্তিকে বলা যেত ভাই ভাই খেলা, গড়াপেটার খেলা।

২০২৩ সালের তথ্য বলছে, এইচওয়ানবি ভিসায় বেশি গিয়েছেন ভারতীয়রাই। ৭৫ শতাংশ। তার জন্য কয়েকজনের হাতে না হয় শিকল পড়ল! ৪০ ঘণ্টার তো পথ।

ভারত সরকার যে এই ইস্যুতে চরম অপ্রস্তুত, তা অন্য ঘটনায় স্পষ্ট। পিআইবি এবং বিদেশ দপ্তরের পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা তার প্রমাণ। জয়শংকর নিজে যখন সংসদে হাতকড়া নিয়ে আমেরিকার নিয়ম দেখাচ্ছিলেন, তার আগেই পিআইবি বিবৃতি ছিল, 'ভারতীয়দের হাতকড়া-পায়ের শিকল পরানোর খবরটা একেবারে মিথ্যা।'

ইডি কর্তাদের টাটকা স্বীকারোক্তি আরও বড় ধাক্কা ভারতের ভাবমূর্তির পক্ষে। তারা বলেছে, গত তিন বছরে অন্তত ৪২০০ ভারতীয় বেআইনি পথে গিয়েছেন আমেরিকায়। পঞ্জাব-গুজরাটের এজেন্টরাই সবচেয়ে উদ্যোগী। তথ্যটা নিশ্চিতভাবেই মোদির পক্ষে গৌরবের নয়। গুজরাট যদি এত উন্নতি করে, তা হলে এত গুজরাটি প্রাণ হাতে নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন কেন?

ভাবতেই পারি না, আমেরিকা যাওয়ার লোভে ভারতীয়রা হেঁটে পেরোচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর শরণার্থী সরণি।

পানামা-কলম্বিয়ার মাঝের জায়গাটার নাম দারিয়েন গ্যাপ। আগে একবার লিখেছিলাম জায়গাটা নিয়ে। বাঁ দিকে প্রশান্ত মহাসাগর, ডানদিকে ক্যারিবিয়ান সাগর। ওই ১০৬ কিলোমিটার রাস্তায় এক প্রান্তে ভয়ংকর রেইনফরেস্ট। অন্য প্রান্তে বিশাল চওড়া নদী, অসংখ্য ব-দ্বীপ, ভয়ংকর রুক্ষ ভয়জাগানো পাহাড়। যেতে হবে কলম্বিয়ার ভয়ংকর গেরিলা বাহিনী কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়ার দল, বিষাক্ত পিট ভাইপার্স সাপ, ব্রাজিলিয়ান রহস্যময় মাকড়সা, কালো কাঁকড়াবিছের দল, লক্ষ পতঙ্গ পেরিয়ে। গরম জঙ্গলে ময়লা জলের স্রোত, যা একটু খেলেই মৃত্যু।

বছর কয়েক আগে পঞ্জাব-হরিয়ানার ৩১১ তরুণ ওই পথে মেক্সিকো পৌঁছান। সেখানে বন্দি করে ফেরত পাঠানো হয় দেশে। বহুদিন পরেও তাঁদের গোটা শরীরে ছিল অসংখ্য ক্ষত। বলেছিলেন, গায়ের ঘামে ভেজা শার্ট নিংড়ে তেষ্টা মেটাতে হয়েছিল পরপর তিনদিন। খাবার জল বলতে শার্ট নিংড়ে ঘামের জল। এখন তাঁরা কোথায়, কে জানে!

রবীন্দ্রনাথ শিকলওয়ালা ও আফিমওয়ালীর গল্প শুনিয়েছিলেন শেষের কবিতায়। নজরুল লিখেছিলেন, 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল- পরা ছল/ এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।'

ট্রাম্প বা মোদি, কার কী ছল, সেটা অনেকটা পরিষ্কার হবে তাঁদের আসন্ন বৈঠকে। ততদিন তো ভুলতে পারব না, ছলছল চোখে কত লাঞ্ছিত ভারতীয় সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এলেন দেশে!

আজ

১৯১২

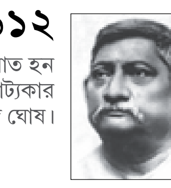

প্রয়াত হন বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১৯৪১

গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র পানের পিক ফেলা হচ্ছে। প্রস্রাব করা হচ্ছে। ময়লা ফেলা হচ্ছে। সেগুলো বন্ধ করার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আইন আনার চেষ্টা করছি। যদি গাড়ি থেকে কেউ পিক ফেলে, সেই গাড়িকেও ফাইন করা হবে। তার জন্য আমরা দ্রুত আইন আনছি।

- ফিরহাদ হাকিম

ভাইরাল/১

রাইফেল হাতে ফুটবল খেলতে দেখেছেন? সম্প্রতি ইম্ফলের কাংপোকপি জেলায় একটি ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল। সেখানে ফুটবলারদের পরনে ছিল সবুজ জার্সি ও পায়ে স্পোর্টস শু। হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে খেলার ভিডিও ভাইরাল। সমালোচনায় নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

কান্তেওয়ালে থেকে আইআইটিয়ান। এবার মহাকুম্ভে সাধুদের ক্রিকেট খেলার ভিডিও ভাইরাল। একজন সাধু ব্যাট করছেন, অন্যজন কিপার। একটি ছেলে বল করছে আর ব্যাটার সাধুটি চার, ছয় হাঁকাচ্ছেন। দর্শকরা তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

উত্তরের পাঁচালি

দেখাবে আলো

সমবেত।। রাজবংশী পত্রিকা 'ন্যালটেং'-এর প্রকাশ অনুষ্ঠান। মেখলিগঞ্জে।

রাজবংশী ভাষায় 'ন্যালটেং' শব্দের অর্থ লণ্ঠন। একটা সময় এই লণ্ঠনেই আঁধার কাটত। কিন্তু আজ তা বিলুপ্তির পথে। ভাষার প্রতি টানটাও আজ অনেকের কমেছে। সে টানকে ফের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের প্রথম রাজবংশী সাহিত্য পত্রিকা 'ন্যালটেং' প্রকাশিত হল। কিছুদিন আগে ভোটবাড়ির মুক্তচিন্তা ভবনে বসা এক কবিবাসরে। সেদিন ছিল মুক্তচিন্তার কর্ণধার শচীমোহন বর্মনের ৬৪তম জন্মদিনও। মেখলিগঞ্জ ব্লক ছাড়াও হেলাপাকড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মাথাভাঙ্গা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকদের ভিড়ে কবিবাসর ছিল জমজমাট। কাঁচা সুপারি ও পান দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়নের পর রাজবংশী গানে অনুষ্ঠানের সূচনা। পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যিক শ্যামল রায় বসুনিয়া বললেন, 'নিজস্ব ভাষার গুরুত্ব ভুলে আজকাল আমরা অনেকেই ইংরেজি বলে নিজেদের অহেতুক জাহির করতে চাই। এমনটা মোটেও কাম্য নয়। এই কারণেই আমাদের এই পত্রিকার সৃষ্টি। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত সমর্থন পাবে।' শচীমোহনের বক্তব্য, 'সংবিধানে রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতির জন্য বহুদিন আগে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে কামতাপুরি ভাষা সাহিত্য পরিষদ এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সংবিধানে এই ভাষার স্বীকৃতির জন্য আরও শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। আশা করি, ন্যালটেংয়ের মতো পত্রিকা এই প্রয়োজনকে পূরণ করবে।'

–শতাব্দী সাহা

সংস্কৃতির স্বার্থে

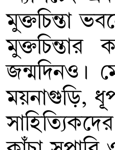

সৌরভ ভট্টাচার্য।

কোচবিহারের সংস্কৃতিচর্চায় সুপরিচিত নাম সৌরভ ভট্টাচার্য। পেশায় শিক্ষক। ছোট থেকেই তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করা সৌরভ স্কুল স্তর থেকেই বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আলোচনা এবং নাট্যচর্চায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ছাত্রাবস্থায় বাঁকুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় রাজ্যে প্রথম হয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেন তিনি। সেজন্য তাঁকে কোচবিহার পুরসভার তরফে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার আয়োজিত ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসবে বিতর্ক, ও রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলে আয়োজিত 'সবুজ বিপ্লব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনায় পুরসভায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন। রাজ্য সমবায় দপ্তর আয়োজিত রাজ্য আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জেলায় প্রথম হয়ে কলকাতার মহাজাতি সদনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পাওয়া। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও সৌরভের সুনাম রয়েছে। কোচবিহার অনুভব নাট্য সংস্থা, কোচবিহার মধ্য থিয়েটার গ্রুপ ও কোচবিহার শিশু-কিশোর সংস্থায় নাটক করেছেন। প্রায় চার বছর ধরে তিনি কোচবিহার শিল্পী সংসদের সম্পাদকের দায়িত্বে।

–দেবদর্শন চন্দ

দশমের রণডঙ্কায় কিছু কা কস্য পরিবেদনা

মাধ্যমিক চলে এল। তারপরেই উচ্চমাধ্যমিক। সাফল্যের স্কেল বাড়িয়ে সন্তানদের ক্ষতি করছেন অভিভাবকরা।

পরাগ মিত্র

পইপই করে মগজে ঠেসে দেওয়া হয়েছে, জিতলে সিকন্দার না হলে ঠনঠনাটন পাঁচু। সাফল্যের স্কেল কত? নাইনটি পার্সেন্ট? নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন?

পয়েন্ট জিরো ওয়ান গেল কোথায়? পাশের বাড়ির অভিনব রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। তার চেয়ে বেশি মার্কসেও ভবি ভোলার নয়। প্রথম তিনে না থাকলে প্রেস্টিজ ফুটিফাটা। হারাতে হবে অমুকের মেয়েকে, তমুকের ভাইপোকে, টেস্টের মতো আজাদ কোনওভাবেই যেন ওভারটেক করতে না পারে।

কম টাকা যায় গুচ্ছের টিউশনে? বইখাতা, কেএফসি, মোবাইল - দিতে বাকি কী, শুনি? জীবনে বাজারে যেতে হয়নি, এমনকি দাদু চলে যাওয়ার পরে কান্নাকাটি তো দূর, ফিশফাশ আটকাতেও দরজায় আগল ছিল। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টেই লালনের দক্ষিণা মাস্ট। পরিবার, স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর... কে নেই এই বার্টার সিস্টেমে?

আজকাল ফল প্রকাশের পর স্ট্রিম সিলেকশন নয়, সিক্স সেভেন থেকেই মগজের হিপোক্যাম্পাসে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে আইটি, জেনেটিক্স, আইআইএম। নাইন ছুঁতে না ছুঁতেই নাচ, গান, ছবি আঁকা বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের স্মৃতি তুমি আলেয়া। লোপামুদ্রা মিত্র যতই চ্যাঁচান 'খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস', আকাশ বাতাসের হাতছানির অনুভবের নাড়ি কাটা হয়েছে আগেই। আইপিএল আছে বলেই কোচিং ক্যাম্পে টুকটাক। বাকি সবুজ গড়ের মাঠ। কৃত্রিম মেধার যুগ। পরীক্ষার হলে পাখি পড়া রোবটদের ওগড়ানোটাই মূল। কতটা জানল,

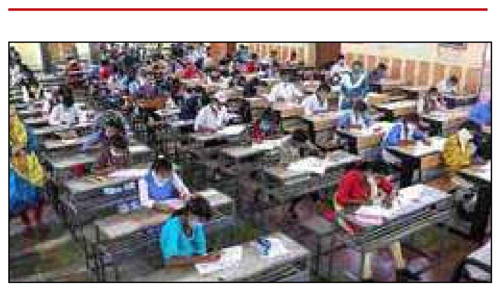

কী জানল নয়, লক্ষ্য শুধু টার্গেট অ্যাচিভড।

জীবনের প্রথম বোর্ড এগজাম গুরুত্বপূর্ণ হলেও অদ্বিতীয়ম জিয়নকাঠি তো নয়! পরীক্ষা ঘিরে আতঙ্কিত ব্যর্থদের জীবনের লেনদেন চোকানোর উদাহরণ আসলে বাতাসে ভাসবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের বুলি।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানের কয়েকটি কেজিং শিট কি তুলে ধরে চোল সাম্রাজ্য লিখতে ব্যর্থ পরীক্ষার্থীর মোগল সাম্রাজ্যের পত্তনের বিবরণের দক্ষতা? বিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজোর আলপনা, অনুষ্ঠানে নাচগান, ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ- সব মূল্যহীন? তাহলে 'হলিস্টিক ইভালুয়েশন'-এর ডঙ্কা বাজে কেন? এইট অবধি পর্বভিত্তিক মূল্যায়ন, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজে সিমেস্টার, দশম কেন টি-টোয়েন্টি? হঠাৎ অসুস্থতায় গতকালের ঔজ্জ্বল্য অবান্তর হয়ে যাবে?

গার্জিয়ানদের সঙ্গে তাল ঠুকছে স্কুল, কোচিং সেন্টার, টিউশন স্যর...। অমলকান্তি যেমন না হওয়া রোদ্দুর, তেমনই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাত্র টপারের কোঅপারেটিভ নয়। ইউনিভার্সিটির টপারের জন্য পাড়ায় দুন্দুভি বাজে না। নিরেট বলে যাকে ঠুসে দেওয়া হয়েছিল গ্যারাজে, তার সার্ভিস সেন্টার এখন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অন্নদাতা। অবাছাইদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের উদাহরণ জেনেও একটা পরীক্ষা ঘিরে যুদ্ধের সাজোসাজো রব। সেকেন্ডারিতেই সবচেয়ে বেশি ছাত্র। কোচিং... নোটবই.. স্মুদ পেন... এনার্জি ফুড'-এর বিপুল বাজার উন্মাদনায় উর্ণনাভের ব্যাপ্তি দিচ্ছে? ভাবনেওয়ালারা নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে ভাববেন।

যে কচি মুখগুলো থেকে বন্ধু, সমাজ, অনুভূতি, সাধ আহ্লাদ ছিনিয়ে বড়দের ইচ্ছাপূরণের ক্রীড়নক করা হচ্ছে, কাল যদি এনআরআই ছেলে বাপ-মায়ের শেষকৃত্যের দায় অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে সারে, দীর্ঘশ্বাস যেন না ঝরে।

হুল্লোড়ে আড়াল টেনে ওদেরকে বলতেই হবে একটা পরীক্ষার সাফল্য পরবর্তীর প্রেষণা হতে পারে, প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারান্টি না। বহুমাত্রিক জীবনের অজস্র দিগন্তে 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'-ই প্রকৃত দীক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬০

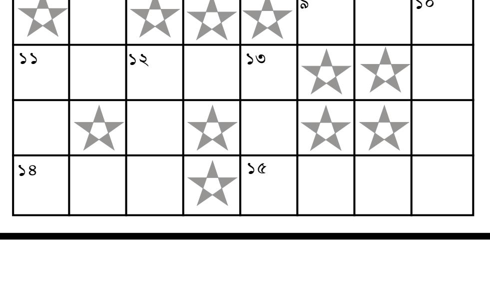

পাশাপাশি : ১। কৌপীনের ওপরে পরার বস্ত্র ৩। বাগান বা উপবন ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জায়গা ৯। কাঠ ফুটো করার যন্ত্র, পতঙ্গও হতে পারে ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাসুর ১৪। অপরাধের জন্য আটক ব্যক্তি ১৫। দুধের সার পদার্থ, ননী বা মাখন।

উপর-নীচ : ১। অন্যের হয়ে সই করা ২। কোনও ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ৩। নদীর স্রোতে বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। জোরজবরদস্তি বা অত্যাচার ৮। যানবাহন সম্পর্কিত বিষয় ১০। দেশের যে প্রতিনিধি বিদেশে থাকেন ১১। জ্বালে বসানো দুধ তাপে উথলে ওঠা ১২। বাবার মা বা ঠাকুরমা ১৩। এই কন্দ রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

সমাধান ■ ৪০৫৯

পাশাপাশি : ১। গালিচা ৩। জ্বালা ৫। টুলি ৬।কবল ৮।তিতির ১০।অর্ণব ১২।নিশিত ১৪।নীবি ১৫। কাণ্ড ১৬। দস্তুর।

উপর-নীচ : ১। গাফিলতি ২। চাটুকার ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শনি ১০। অক্ষবিদ ১১। বহিষ্কার ১৩। শিবিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কং বিক্ষোভ

আমেরিকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে শতাধিক ভারতীয়কে শিকল বাঁধা অবস্থায় ফেরত পাঠানোয় শুক্রবার বিক্ষোভ দেখাল প্রদেশ কংগ্রেস। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

বস্তি উচ্ছেদ

হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবার উল্টোডাঙার সিআইটি রোডে বস্তি উচ্ছেদ করল পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

দেহ উদ্ধার

শুক্রবার নিউটাউনে একটি ঝোপের মধ্য থেকে অর্ধনগ্ন এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিন স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। এটি খুনের ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

ট্রেন বাতিল

চলতি সপ্তাহের শেষে শনিবার ও রবিবার শিয়ালদা ডিভিশনে ফের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করল পূর্ব রেল। ফলে যাত্রীদের ফের ভোগান্তির আশঙ্কা রয়েছে।

তৃণমূলের দুই বিধায়ককে আইনি চিঠি রাজভবনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের মুখে তৃণমূলের দুই বিধায়কের শপথের আইনি বৈধতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে চিঠি দিলেন রাজ্যপালের আইনজীবী। এই ঘটনায় বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নবান্ন-রাজভবন সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গতবছর বাজেট অধিবেশনে ডাক পাননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছিল বিজেপি। তারপর '২৪-এর লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সর্দারের শপথ রাজভবনের পরিবর্তে বিধানসভায় করা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলে। শেষমেশ বিধানসভাতেই তাঁদের শপথ দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই সেই শপথের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। যদিও অধ্যক্ষের থেকে বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়ে দুজনই বছরভর অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। বিধানসভার বিধায়ক কমিটিতেও অংশ নিয়েছেন। সেই ঘটনার প্রায় ১ বছর পর আচমকা বাজেট

> এতদিন পরে কেন আবার চিঠি পাঠানো হল তা রাজ্যপালই বলতে পারবেন। তবে বাজেটের দিন উনি বিধানসভায় এলে ওঁকে সৌজন্যই দেখাব। নমস্কার জানাব।
>
> **সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অধিবেশনের মুখে রাজ্যপালের আইনজীবী ওই দুই বিধায়ককে সরাসরি আইনি চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তাঁদের বিধায়ক পদে শপথের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

রাজভবনের চিঠি পাওয়ার পর শুক্রবার সায়ন্তিকা ও রেয়াত বিধানসভায় এসে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে কথা বলেছেন। সূত্রের খবর, ওই মামলায় দুই বিধায়কের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকেও যুক্ত করেছে রাজভবন। এদিন আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সায়ন্তিকা রাজভবনের চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, 'বিষয়টি আইনমন্ত্রীকে জানিয়েছি। দলের নির্দেশেই আমি বিধানসভায় অধ্যক্ষের কাছে শপথ নিয়েছি। এতদিন পরে কেন আবার চিঠি পাঠানো হল তা রাজ্যপালই বলতে পারবেন।'

সোমবার বাজেট অধিবেশনের আগে এদিন অধ্যক্ষের দপ্তরে সর্বদল ও বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ছিল। রাজ্যপালের চিঠি নিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই চিঠির কোনও গুরুত্বই নেই। তিনি বলেন, 'চিঠির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানি না। ওই মামলায় বিধানসভা বা অধ্যক্ষকে পার্টি করলে তখন ভেবে দেখব।'

পছন্দের গোলাপের খোঁজে। রোজ ডে'তে রাসবিহারীর ফুল মার্কেটে। ছবি : আবির চৌধুরী

টলিপাড়ায় ফেডারেশন-পরিচালক সংঘাতের জের

আংশিক কাজ বন্ধ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : মোশন পিকচার্স ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচালক গিল্ডের সংঘাত। পরিণামে শুক্রবার থেকে আংশিক কাজ বন্ধ হয়ে গেল টলিপাড়ায়। তবে টলিউডে ইন্ডোর শুটিং বন্ধ থাকলেও আউটডোরে শুটিং কিন্তু বন্ধ হয়নি। এদিনও পুরীর সমুদ্রতীরে শুটিং হয়েছে 'চিরসখা' ধারাবাহিকের। একইরকমভাবে 'নিমফুলের মধু', 'জগদ্ধাত্রী' সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের শুটিং হয়েছে। তবে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীই চান, দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক। যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি মিটে সবাই কাজে ফিরুক।

সম্প্রতি তিন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত রায় ও জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন অসংগতির কারণ দেখিয়ে নিষিদ্ধ করে ফেডারেশন। এই নিয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিচালক গিল্ড। কী কারণে তাঁদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা জানতে চান তাঁরা। অভিযোগ, এই নিয়ে কোনওরকম সদুত্তর দেয়নি ফেডারেশন। তখনই পরিচালক গিল্ড হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, ওই তিনজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়া হলে শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ করবেন পরিচালকরা। তবে তাঁরা কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অন্য কলাকুশলীদের কাজ করতে বাধা দেননি। পরিচালক গিল্ডের সম্পাদক সুদেষ্ণা রায় বলেন, 'কারও সঙ্গে কোনওরকম জোরজুলুম করা হয়নি। কাজ বন্ধ হোক, আমরা তা চাই না। কিন্তু যেভাবে তিন পরিচালককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চিঠি দিয়ে এর কারণ জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফেডারেশন কোনও সদুত্তর দেয়নি। এমনকি আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসেনি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা পরিচালকরা কাজ বন্ধ রেখেছি।'

শুটিংয়ের ফাঁকে আড্ডায় টলি নায়িকারা। শুক্রবার।

পরিচালকরা কাজ বন্ধ করার ফলে টলিপাড়ায় অন্যান্য দিনের মতো এদিন কর্মব্যস্ততা ছিল না। কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ফ্লোরে এলেও পরিচালক না থাকায় কোনও কাজ হয়নি। তবে ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সকাল থেকেই বিভিন্ন ফ্লোরে ঘুরে বেড়ান। কোথাও কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে কি না, তা জানতে চান। তিনি এই পরিস্থিতির জন্য পরিচালকদেরই দায়ী করেন। বলেন, 'কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই কাজ বন্ধ রেখেছেন পরিচালকরা।' পরিচালক গিল্ড তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেছিল, এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে তাঁদের কাজে নাক গলাচ্ছে ফেডারেশন। সেই বিষয়ে স্বরূপ বলেন, 'ফেডারেশন শ্রম আইন জানে। পরিচালক গিল্ডের নিজেদের এক্তিয়ার নিয়ে আগে সচেতন হওয়া উচিত।'

সিনেমার প্রচারে কলকাতায় ভিকি কৌশল। শুক্রবার। ছবি : আবির চৌধুরী

কুম্ভস্নানে দিলীপ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে সকাল থেকেই হইচই। দিলীপ ঘোষকে রাজ্য সভাপতি চেয়ে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব দিলীপ অনুগামীরা। দিলীপ অনুগামীদের ছবি দেওয়া পেজে লাইক আর শেয়ার করার হুড়োহুড়ি পড়ে গেলেও তা নিয়ে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই দিলীপের। ফোন করতেই চারপাশে হইচইয়ের আওয়াজ।

একটা প্রশ্ন আছে শুনে বললেন, এখন আমি কুম্ভের কাছাকাছি। কাল সকালে মহাকুম্ভে স্নান করব। এর বাইরে কিছু নেই। বলেই ফোন কেটে দিলেন দিলীপ।

বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে, এই নিয়ে পদ্মশিবিরে একগুচ্ছ সম্ভাব্য নাম ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই তালিকায় রয়েছেন দিলীপ নিজেও। হিসেব ভুল না হলে রাজ্যে ১০ দিনের 'প্রবাস' শেষ করে ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বিমানে ওঠার আগে রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করে দিয়ে যাবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এই আবহে দিলীপকে নিয়ে এই ফেসবুক পোস্টে রীতিমতো সরগরম গেরুয়াশিবির।

সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি

রাজ্যকে না, মান্যতা সিবিআইকে

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে রাজ্যের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪১৮ ধারা অনুযায়ী, সিবিআই বা কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু আবেদন করেছে, তাই রাজ্যের তরফে আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতেই শুনানি হবে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করেছে এবং তার ভিত্তিতেই নিম্ন আদালত রায় দিয়েছে। তাই রায়ের বিরোধিতায় আবেদন করার এক্তিয়ার রয়েছে কেন্দ্রের। কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়ে আর্জি করার অধিকার রয়েছে সিবিআইয়ের। তাই সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করা হয়।

নিম্ন আদালতের রায় ঘোষণা হতেই সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে রাজ্য ও সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্ত, নির্যাতিতার পরিবার ও সিবিআই ছাড়া রায়ের বিরোধিতার আবেদন করার এক্তিয়ার অন্য কারও নেই। পালটা যুক্তি সাজায় রাজ্যও। শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নিম্ন আদালতে মামলার সমস্ত তথ্য হাইকোর্টে পেশ করতে হবে। এর দু'সপ্তাহের মধ্যে পেপার বুক তৈরি করতে হবে। আর ছয় মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে বলেই পর্যবেক্ষণ আদালতের। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমরা সিবিআই তদন্তে কখনোই সন্তুষ্ট ছিলাম না। সিবিআই ঠিক করে কাজ করেনি। তবে আদালত মনে করেছে তাই সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করেছে।' বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের আবেদন করার অর্থই ছিল সঞ্জয় ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের আড়াল করা। এখন সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করায় ভবিষ্যতে সঠিক বিচারের পথ আরও প্রশস্ত হল।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে। সিবিআইয়ের তদন্ত কঠিন করে দিয়েছে। এই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণের বারোটা যারা বাজিয়ে দিয়েছে, তারাই আবার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে আবেদন করেছে।' তবে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'আদালতের এই চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে আমি কোনও মন্তব্যই করতে চাই না।'

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নাটক। শুক্রবার নলহাটিতে। - তথাগত চক্রবর্তী

লগ্নি নিয়ে বৈঠক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিজেই ঘোষণা করেছেন। সেই প্রস্তাবগুলি যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে শুক্রবারই নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্যের শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্য সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা অমিত মিত্র সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরবর্তী পদক্ষেপ করার জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবারের সম্মেলনে ২১২টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওই প্রস্তাবগুলি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হল তা মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে জানাবেন বন্দনা যাদব। তারপর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বৈঠকে বসবে সিনার্জি।

নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি আর্থিক বছরে গ্রামাঞ্চলে রিলায়েন্স ডিজিটালের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও রিলায়েন্স রিটেলে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় জমিও তারা চেয়েছে। এছাড়া চা পর্যটনে হোম স্টে করার জন্য রাজ্য সরকার একাধিক ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হোম স্টে-তে আগ্রহী সাধারণ মানুষ যাতে সেই সুযোগ পেতে পারেন ও হোম স্টে তৈরি করতে পারেন, তার জন্য দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপদের আবেদন মঞ্জুর

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ, সুমন হাজরা, আশিস পান্ডেদের আবেদন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। চার্জ গঠনের শুনানি পিছোনোর আর্জি জানিয়ে একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় অভিযুক্তরা। শুক্রবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তের নির্দেশ, শনি ও রবিবার সকাল ১০টায় সিবিআইয়ের অফিসে গিয়ে অভিযুক্তরা চার্জশিট সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করবে। তা খতিয়ে দেখে নিম্ন আদালতকে জানাতে হবে যে তারা সম্পূর্ণ নথি পেয়েছে। তারপর মঙ্গলবার হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানি। এদিন একক বেঞ্চের নির্দেশ প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সাংবিধানিক কোর্ট কখনও নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার সময় বেঁধে দিতে পারে না। এই মামলায় তাড়াহুড়ো করে চার্জ গঠনের পথে এগিয়েছে সিবিআই। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হোক, তবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ২৩০ ধারায় অভিযুক্তদেরও নথিপত্র যাচাই করার সময় দেওয়া দরকার। অভিযুক্তদের অধিকার খর্ব হয়েছে কি না তা নজর দেওয়া প্রয়োজনীয়।

অভিযুক্তদের আইনজীবীরা আদালতে জানান, তাঁদের যে নথি দেওয়া হয়েছে তা যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় তাঁরা পাননি। হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত ট্রায়াল শুরু করতে চেয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল রাজীব মজুমদার জানান, অভিযুক্তদের নথির স্ক্যান কপি দেওয়া হবে। আদালতের তত্ত্বাবধানেও বিষয়টি থাকা দরকার। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এই মামলায় বাকি অভিযুক্তদেরও যুক্ত করতে হবে। যাতে তারাও আদালতের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অবগত থাকে। পরবর্তী শুনানিতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়টি নির্ধারণ হবে আদালতে।

শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত পুলিশকর্মী

নদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : এবার মহিলা পুলিশকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কৃষ্ণনগরের। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সেই পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার হয়েছেন।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযোগকারী মহিলা কনস্টেবলকে রাস্তার মধ্যেই শ্লীলতাহানি করে অভিযুক্ত অনিমেষ দাস। খবর যায় চাকদা থানার পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তকে আটক করে তারা। পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও অভিযোগের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ২১ জানুয়ারি একই ঘটনায় নবদ্বীপ থানাতেও একটি অভিযোগ করেন ওই মহিলা কনস্টেবল। ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, বেআইনিভাবে আটক, মারধর, ভয় দেখানো সহ একাধিক ধারায় মামলা করে পুলিশ। ধৃত পুলিশ অফিসারকে কল্যাণী আদালতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিআইবি পদে কর্মরত।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৪

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : কল্যাণীর রথতলায় একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ৪ জনের। শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় ওই এলাকায়। মৃতরা হলেন, বাসন্তী চৌধুরী (৬০), অঞ্জলি বিশ্বাস (৫৮), রুমা সোনার (৩৫) ও দূর্বা সাহা (৪০)। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী আসে আগুন নেভাতে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিদ্যুৎ লাইনে শর্টসার্কিট থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর ফলে ওই কারখানার দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। ঘটনাস্থলে কল্যাণী ও চাকদার দুই বিজেপি বিধায়ক গেলে তাঁদের ঘিরে 'গো-ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে নবান্ন।

প্রতিবারই বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর রাজ্যজুড়ে হইচই শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই আবার একই অবস্থা ফিরে আসে। এই তালিকার সাম্প্রতিক সংযোজন কল্যাণী। কল্যাণীর যেখানে ওই বিস্ফোরণ হয়, সেই ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার দাবি করেছেন, তিনি ওই কারখানা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এদিন বিস্ফোরণের পর দমকল আসলেও ঘিঞ্জি এলাকার ফলে দমকলের গাড়ি ভিতরে ঢুকতে পারেনি। বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ কারখানার ভিতরে থাকা বালতি করে জল দিতে থাকেন।

কী কারণে ওই বিস্ফোরণ সেই বিষয়ে জানতে ঘটনার রিপোর্ট তলব করল নবান্ন। নদিয়া জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। দুর্ঘটনাস্থলে কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ গেলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুলিশ কোনওরকমে তাঁদের

রিপোর্ট তলব নবান্নের

নিরাপদে বের করে আনে। পরে দুই বিধায়ক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এতদিন ধরে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় এভাবে বেআইনি বাজি কারখানা চলছে, অথচ তা কেউ জানে না কেন?

এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবার পর রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আসলে সব দোষই মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের।'

বিস্ফোরণের পর। শুক্রবার কল্যাণীর রথতলায় একটি বাজি কারখানায়।

বিচারপতির প্রশ্ন

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কেউ এগিয়ে আসেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় শুক্রবার তিনি বলেন, 'বহু বিখ্যাত সরকারি স্কুলে পড়ুয়া নেই। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা সেখানে পড়াশোনা করেছেন। অথচ আজ সেখানে শিক্ষকের থেকে পড়ুয়া কম। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুলের কী অবস্থা? এগুলি কি রাজ্যের ব্যর্থতা নয়?'

বই প্রকাশ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাঢ় বাংলার সমাজ, ইতিহাস ও স্মৃতিধৃত অচঞ্চল পরম্পরা বোধ নিয়ে শুক্রবার প্রকাশিত হল বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই 'পায়ে পায়ে পাঁচালি - রাঢ় বাংলার একটি গ্রামের আত্মকথা'। এদিন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় প্রেস কর্নারে এই বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন লেখকপুত্র আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ় বাংলায় পশ্চিম বর্ধমানের বালিজুড়ি গ্রামের ইতিহাস ও যেসব চরিত্র এই বইয়ে উল্লেখ রয়েছে তাঁদের বংশেরও অনেকেই এদিন ছিলেন।

দেউচা পাঁচামিতে অবশেষে খনন

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সব জমি অধিগ্রহণ না করেই শুক্রবার দুপুর থেকে দেউচা পাঁচামিতে শুরু হল কয়লা উত্তোলনের জন্য লাল মাটি কাটার কাজ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করেই চলবে কয়লা উত্তোলনের কাজ, এমনটাই জানালেন জেলা শাসক বিধান রায়। পাশাপাশি শিবির ক্যাম্প করে চলবে জমি অধিগ্রহণ এবং অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ।

বৃহস্পতিবার আদিবাসীদের বাধার মুখে পিছু হটেছিল প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর মুখরক্ষায় রাতে আর্থমুভার দিয়ে খেলার মাঠের কয়েক ফুট লাল মাটি কেটে ফিরতে হয়েছিল প্রশাসনকে। এদিন ফের দুপুর থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করে খেলার মাঠের পাশে উঁচু ঢিপি থেকে খনন কাজ শুরু করে প্রশাসন। এদিন অবশ্য কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি। কারণ, যেসব গ্রামের মানুষ বাধা দিয়েছিলেন সেই সাগড়বাঁধি, মথুরাপুর গ্রাম পুলিশ ঘিরে রেখেছিল। ফলে বিনা বাধায় লাল মাটি সরানোর কাজ শুরু করল প্রশাসন। এরপর ব্যাসল্ট শিলা সরিয়ে তবেই কয়লার সন্ধান পাওয়া যাবে।

এদিন খনন কাজ শুরু করার সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার আমন দীপ, পিডিসিএলের চেয়ারম্যান পিবি সেলিম, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রমুখ। জেলা শাসক বলেন, 'শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করা হয়। আজ থেকে পুরোদমে কাজ শুরু হল। দুটি আর্থমুভার দিয়ে লাল মাটি সরানোর কাজ চলছে। শীঘ্রই আমরা কয়লা তুলতে পারব। জমি নিয়ে সমস্যার ৯০ শতাংশ সমাধান হয়েছে।'

যদিও এদিন ক্যাম্পের ছবি দেখে অনুমান, এখনও জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এদিন চাঁদা মৌজা এলাকায় চারটি ক্যাম্প করে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি ডিএলআরও রবিউল ইসলাম বলেন, 'সকাল থেকেই লাইন দিয়ে বহু মানুষ জমির কাগজপত্র জমা দিয়ে গিয়েছেন। অনেকের অনেক সমস্যা রয়েছে। সব সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।' তাঁর দাবি, সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি বলেই তো ক্যাম্প করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করে খননের কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

পুলিশি পাহারায় লাল মাটি কাটার কাজ। শুক্রবার। - তথাগত চক্রবর্তী

তৃতীয়বার অগ্নিকাণ্ড মহাকুম্ভে

প্রয়াগরাজ, ৭ ফেব্রুয়ারি : দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলার। শুক্রবার সকালে আবার আগুন লাগল সেখানে। এই নিয়ে মোট তিনবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। মহাকুম্ভের সেক্টর ১৮-য় শুক্রবার সকালে লাগা আগুন নেভাতে দ্রুত চলে যায় দমকলবাহিনীর বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। মেলাপ্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও প্রয়াগরাজের পুলিশকর্তা সর্বেশ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন নেভানোর পাশাপাশি তা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টাও চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা।

এবার মহাকুম্ভে এই নিয়ে আগুন লাগল তিনবার। দু'বার ঘটেছে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা।

শুক্রবার সকালে হঠাৎই দেখা যায়, সেক্টর ১৮-য় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। স্থানীয় পুলিশ চৌকির পরিদর্শক যোগেশ চতুর্বেদী বলেন, খবর পাওয়ামাত্রই ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে চলে যায়। আগুন লাগে তুলসী চকের কাছে শংকরাচার্য মার্গের হরিহরনন্দ আখড়ায়। আগুনের শিখা ও কালো ধোঁয়া দেখে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আশপাশের আখড়া থেকে বেরিয়ে আসেন সবাই। হুড়োহুড়িতে কেউ কেউ পড়ে গিয়ে সামান্য আহত হন। তবে আগুন কীভাবে লাগল, তা নিয়ে কিছু বলতে চায়নি পুলিশ।

মহাকুম্ভ শুরু হয়েছিল গত ১৩ জানুয়ারি। প্রথমবার আগুন লাগে ১৯ জানুয়ারি। মেলাপ্রাঙ্গণে পুড়ে গিয়েছিল অন্তত ৫০টি শিবির। তখন সন্দেহ করা হয়েছিল, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরেছে। সেই আগুনে কেউ হতাহত হয়েছিলেন বলে পুলিশ জানায়নি। তারপর ৩০ জানুয়ারি আগুন লাগে সেক্টর ২২-এ। সেই দুর্ঘটনায় ১৫টি তাঁবু পুড়ে যায়। এর একদিন আগেই ঘটে যায় পদপিষ্ট হওয়ার দুটি ঘটনা। একটি ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যুর কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেও অন্য ঘটনাটির কথা আজও স্বীকার করেনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাকুম্ভ চলবে।

আলাস্কার আকাশে নিখোঁজ বিমান

আলাস্কা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফের আমেরিকায় বিমান বিপর্যয়। পাইলট সহ ১০ জনকে নিয়ে আলাস্কার আকাশে হারিয়ে গেল একটি মার্কিন বিমান। এখনও সেটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সেসনা ২০৮বি গ্র্যান্ড ক্যারাবিয়ান বিমানটি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩৭ মিনিটে আলাস্কার শহর উনালাক্লিট থেকে উড়েছিল। কিন্তু নোমে অবতরণের ৩৯ মিনিট আগেই সেটি রাডার থেকে হারিয়ে যায়। বিমানটি নিখোঁজ নিয়ে আলাস্কার জন নিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, তল্লাশি জারি রয়েছে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে এই অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কীভাবে বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কয়েকদিন আগেই ওয়াশিংটনে একটি যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গে মার্কিন সেনা চপারের সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়। এর দু-দিন পরই পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় ভেঙে পড়ে আরও একটি বিমান। মৃত্যু হয় বিমানে থাকা চারজনেরই।

মহাকুম্ভে তাঁবুতে ফের আগুন লাগায় পুড়ে ছাই আসবাবপত্র। দমকলবাহিনী আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত। (নীচে) ঘটনাস্থল থেকে এক বৃদ্ধাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দুই পুণ্যার্থী। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

সেনাবাহিনীর গুলিতে হত ৩ পাক সেনা সহ ৭

কাশ্মীরে ব্যাট-জঙ্গি হামলার ছক ব্যর্থ

শ্রীনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশের বড়সড়ো ছক ভেস্তে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ৫ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণঘাঁটি সেক্টর দিয়ে পুঞ্চে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল একদল জঙ্গি। তাদের সাহায্য করছিল পাক সেনার বর্ডার অ্যাকশন টিম (ব্যাট)। কিন্তু তারা ভারতীয় সেনার টহলদারি দলের নজরে পড়ে যায়। পাক সেনা-জঙ্গিদের বাধা দেয় ভারতীয় বাহিনী। দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে পাকিস্তানের তরফে সেনা ও জঙ্গি মিলিয়ে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ব্যাটের ৩ সদস্য এবং ৪ জন জঙ্গি রয়েছে।

ব্যাট ও জঙ্গিরা সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় সেনার একটি সীমান্ত ঘাঁটিকে নিশানা করার পরিকল্পনা করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। অতর্কিতে ভারতীয় জওয়ানদের ওপর হামলা চালানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিয়ন্ত্রণরেখা পার হওয়ার সময় অনুপ্রবেশকারীদের দলটি সেনার নজরে পড়ে যাওয়ায় হামলার ছক ভেস্তে যায়।

সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জঙ্গিদের পাশাপাশি পাক বাহিনীর কমান্ডোদের নিহত হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন। এর ফলে পাকিস্তানে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে সরকারি মদত নিয়ে ভারতের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহলে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। নিহত জঙ্গিরা অল বদর গোষ্ঠীর সদস্য বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। চলতি সপ্তাহে কাশ্মীর জট কাটাতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার কথা জানিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু তাঁর ঘোষণার পরেই জানা যায়, ভারতে নাশকতার ছক কষতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে রীতিমতো সম্মেলন করেছে লস্কর ই তৈয়বা, অল বদর, জইশ ই মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। ভারতে হামলা চালাতে পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি নেতারা যে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন ঘটনাক্রম থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে।

জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং পাক সেনার একাংশ দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। সেই চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল, পিওকের জঙ্গি সম্মেলনে সেটা বোঝা গিয়েছে। তবে নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতীয় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে যেভাবে অনুপ্রবেশকারীদের মৃত্যু হয়েছে তা পাকিস্তানি সেনা ও জঙ্গি দু-পক্ষের কাছেই যে বড় ধাক্কা তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ঘটনাক্রম...

- কৃষ্ণঘাঁটি সেক্টর দিয়ে পুঞ্চে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল জঙ্গিরা
- তাদের সাহায্য করছিল পাক সেনার বর্ডার অ্যাকশন টিম
- ভারতের একটি সীমান্ত ঘাঁটিকে নিশানা করার পরিকল্পনা
- অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভারতীয় সেনার টহলদারি দলের নজরে পড়ে যায়
- দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে হত ৩ পাক সেনা, ৪ জঙ্গি

শীতের দুপুরে শিকারায় পর্যটকরা। শুক্রবার শ্রীনগরের ডাল লেকে।

৪৮৭ জনকে ফেরত পাঠাবে আমেরিকা

ভারতীয়দের হাতকড়া নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে যেতে পারে কেন্দ্র

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের যেভাবে হাতকড়া পরিয়ে সেনা বিমানে চাপিয়ে এদেশে ফেরত পাঠিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধী নেতারা। তার মধ্যেই জানা গেল দিনকয়েকের মধ্যে আরও ভারতীয়কে ফেরত পাঠাবে আমেরিকা। শুক্রবার অবৈধভাবে আমেরিকায় থাকা ভারতীয়দের প্রত্যর্পণের কথা জানিয়েছেন ভারতীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। তাঁর তথ্য অনুযায়ী, ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ট্রাম্প সরকার। বিদেশসচিব বলেন, 'আমেরিকায় থাকা ভারতীয় অভিবাসীদের সম্পর্কে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হবে।'

এদিকে অভিবাসীদের বিমানে তোলার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আমেরিকার বর্ডার পেট্রল (ইউএসবিপি)-এর প্রধান মাইকেল ডব্লিউ ব্যাঙ্কস। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢুকলে তাড়িয়ে ছাড়ব।' তাঁর ওই মন্তব্য ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। ব্যাঙ্কসের পোস্ট করা ২৪ সেকেন্ডের যে ভিডিওতে প্রথমে মার্কিন সেনার বিমান সি-১৭-এর দরজা খুলে যাওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে। তারপর দেখা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে হাতকড়া পরা অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে বিমানে উঠছেন অবৈধ অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত ভারতীয়রা। তাঁদের পায়ে দড়িবাঁধা। 'দাগি অপরাধী' বা 'যুদ্ধবন্দি'-দের যেভাবে জেলে ঢোকানো হয়, তার সঙ্গে এই দৃশ্যের মিল রয়েছে। বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বন্দুকধারী নিরাপত্তাকর্মীরা। এরপর দেখা যায়, বিমানের আসনে বসে রয়েছেন তাঁরা। ভিডিওর সঙ্গে বাজছে জোরালো যন্ত্রসংগীত। অনেকের মতে, আমেরিকানদের 'দেশপ্রেম' জাগিয়ে তুলতেই এই যন্ত্রসংগীত বাজানো হয়।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও নিয়ে সংসদে সরব হয় বিরোধীরা। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, 'ভারতীয়দের এইভাবে হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানো দেশের পক্ষে অপমানজনক। মার্কিন প্রশাসনের নিজেদের দেশে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অধিকার রয়েছে, কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে এহেন আচরণ ভারতের প্রতি অসম্মান ছাড়া কিছু নয়।'

তবে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর নরম সুরে বলেছেন, 'এ বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে, যাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি কোনও অমর্যাদাকর আচরণ না করা হয়।' সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর হাতকড়া প্রসঙ্গে বলেন, 'মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই) এই বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেই ২০১২ সাল থেকে। সেই নিয়ম অনুযায়ী, বহিষ্কারের সময় বিমানে বন্দিদের শৃঙ্খলিত রাখা হয়। কিন্তু মহিলা ও শিশুদের শিকলে বাঁধা হয় না।'

অন্যদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে দিল্লির মার্কিন দূতাবাস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন কার্যকর করা তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, 'ফ্লাইট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আমরা প্রকাশ করতে পারছি না। তবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও জনসুরক্ষার জন্য অভিবাসন আইন কার্যকর করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন নীতির অংশ হিসেবে আমরা সমস্ত অননুমোদিত ও বহিষ্কৃত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করছি।'

অবৈধ ভারতীয় বাসিন্দাদের শেকলে বেঁধে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু এই নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের আবেদন জানানোর পথ খোলা রয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রুপালি স্যামুয়েল বলেন, 'এই ধরনের গণ বহিষ্কার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির পরিপন্থী। একইসঙ্গে এটা ১৯৭৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি (আইসিসিপিআর) এবং ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রসংঘের নির্যাতন ও অমানবিক শাস্তিবিরোধী কনভেনশন (ইউএনসিএটি) অনুযায়ী অনৈতিকও বটে।' স্যামুয়েলের মতে, ভারত যদি চায়, তবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার কমিটি (ইউএনএইচআরসি)-তে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারে। কিন্তু এতে একটি সমস্যা রয়েছে। ভারত নিজে কখনও এই রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির কাছে নিজের বিষয়ে তদন্তের অনুমতি দেয়নি। ফলে এক্ষেত্রে ভারত অভিযোগ করলে রাষ্ট্রসংঘের কমিটি যে তা গ্রহণ করবেই, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

> আমেরিকায় থাকা ভারতীয় অভিবাসীদের সম্পর্কে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হবে।
>
> **বিক্রম মিশ্রি**

পরের সপ্তাহে মার্কিন সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার একমাসের মধ্যে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি মাসের ১২ ও ১৩ তারিখ ওয়াশিংটনে থাকবেন তিনি। হোয়াইট হাউসে বৈঠক করবেন 'বন্ধু' ট্রাম্পের সঙ্গে। আমেরিকার আগে তিনদিনের সফরে ফ্রান্স যাবেন তিনি। প্যারিসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। একদিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর চড়া হারে কর বসানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প, অন্যদিকে আমেরিকায় অবৈধভাবে থাকা ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে মার্কিন প্রশাসন। এমন একটা সময়ে প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা যাত্রা কূটনৈতিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার মোদির মার্কিন সফরের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি

বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের শপথগ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী হবেন হাতেগোনা বিশ্বনেতাদের একজন, যিনি আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। সেদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াশিংটনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এটি ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।' বিদেশসচিব আরও বলেন, 'আমেরিকায় যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, ভারতের সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের ধারণা যে স্থিতিশীল, প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফর তাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।'

রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য আয়করে নজিরবিহীন ছাড়ের ঘোষণার পরেই গাড়ি-বাড়ির ঋণে সুদের হার কমার জল্পনা তীব্রতর হয়েছিল। অর্থনীতিবিদদের বড় অংশ জানিয়েছিলেন, আয়কর ছাড়ের পর বাজারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়াতে রেপো রেট কমানোর পথে হাঁটতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)। শুক্রবার সেই পূর্বাভাস সত্যি হল। আরবিআইয়ের নতুন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে রেপো রেট। ফলে রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০২০-তে শেষ বার রেপো রেট কমে ছিল। তারপর করোনা সংক্রমণ এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে তা মোটের ওপর স্থিতিশীল ছিল। এদিন সঞ্জয় মালহোত্রার নেতৃত্বে আরবিআইয়ের আর্থিক নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে সুবিধা হবে ঋণগ্রহীতাদের। বিশেষ করে যাঁরা জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট ও গাড়ির জন্য ঋণ নিয়েছেন বা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবেন। আবার এর ফলে মেয়াদি আমানতে সুদ কমার সম্ভাবনা বহু মানুষ, বিশেষ করে প্রবীণদের সমস্যায় ফেলতে পারে।

আরবিআইয়ের রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন বণিক সংগঠন। ন্যাশনাল রিয়েল এস্টেট কাউন্সিলের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জু ইয়াগনিক বলেন, 'গৃহ ঋণে সুদ কমলে আবাসনের চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী হবে। মানুষের মধ্যে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের প্রবণতা বাড়বে। ক্রেতা-বিক্রেতা দু-পক্ষই রিজার্ভ ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের ফলে লাভবান হবেন।'

আজব দুনিয়া

অ্যামাজনের চেয়েও...

ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনকে ছাপিয়ে যাবে তাঁর অন্য সংস্থা স্পেসএক্স। এমনটাই দাবি জেফ বেজোসের। অ্যামাজনের শেয়ারের একাংশ বিক্রি করে মহাকাশ ভ্রমণ সংস্থা স্পেসএক্সে লগ্নি করবেন মার্কিন শিল্পপতি।

মেগা স্টুডিও

আমেরিকার নিউ জার্সিতে একটি দানবাকৃতি স্টুডিও বানানোর কথা ঘোষণা করেছে নেটফ্লিক্স। ২৯ একর জায়গায় গড়ে উঠবে সেই স্টুডিও। খরচ হবে ৮৪৮ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা।

মুঠোয় মুঠোফোন

বছর ঘুরলেই বাজারে মিলবে স্যামসাংয়ের প্রথম রোলেবেল স্মার্টফোন। গ্যালাক্সি জেটফোল্ড৭ নামের ফোনটি স্বাভাবিক অবস্থায় আকারে সাধারণ স্মার্টফোনের দ্বিগুণ হবে। স্ক্রিনের দৈর্ঘ্য ১২.৪ ইঞ্চি। তবে প্রয়োজনে এটিকে ভাঁজ করেও ব্যবহার করা যাবে।

অপরাধ আদালতেই নিষেধাজ্ঞা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি : দেশের মধ্যে বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিচার না পেলে যেখানে আবেদন করা যায়, সেই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বিরুদ্ধেই এবার পদক্ষেপ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত বিচারপতি এবং কর্মীদের বিরুদ্ধেও একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা।

হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমেরিকা এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেশ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বেআইনি এবং ভিত্তিহীন পদক্ষেপ করেছে আইসিসি। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তাঁর প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন অপরাধ আদালতের

বিচারপতিরা।' আমেরিকা এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে ট্রাম্প সরকার। বিবৃতিতে আইসিসির বিচারপতি এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁদের আত্মীয়দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং আমেরিকায় তাঁদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া।

নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারির নির্দেশের জের

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তারপরই গাজার প্যালিস্তিনীয়দের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নেতানিয়াহু খুশি হলেও ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলিও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। সেই বিতর্কের জের কাটতে না কাটতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিরুদ্ধে ট্রাম্প যেভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসিসির কাজকর্ম পরিচালিত হয় নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহর থেকে। কিছুদিন আগে নেতানিয়াহু সহ ইজরায়েলের একাধিক মন্ত্রী এবং সেনাকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আদালতটি। তবে ইজরায়েল বা আমেরিকা কেউ আইসিসির সদস্য না হওয়ায় সেই পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। তারপরেও আমেরিকা আইসিসি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রতিষ্ঠানটিকেই অস্তিত্বের সংকটে ফেলেছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে আইসিসির পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের জাতীয় নিরাপত্তা প্রকল্পের স্টাফ অ্যাটর্নি চার্লি হোগল বলেন, 'বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষরা যখন আর কোথাও যাওয়ার সুযোগ পান না, তখন তাঁরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারস্থ হন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিবাহী আদেশ তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়াকে কঠিন করে তুলবে।' তাঁর মতে, 'এই আদেশ জবাবদিহিতা এবং বাকস্বাধীনতা উভয়ের উপরই আক্রমণ।' হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পরিচালক সারা ইয়াগার বলেন, 'আপনি আদালত এবং তার কাজ করার পদ্ধতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা কল্পনার বাইরে ছিল।

আপ প্রার্থীদের ভাঙানোর অভিযোগ

ফল ঘোষণার আগে সরগরম রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হবে। দিল্লি সরকার গড়তে গেলে প্রয়োজন ৩৬টি আসনের। ২০১৩ থেকে লাগাতার আপ দিল্লির ক্ষমতায় রয়েছে। এবার অবশ্য হাওয়া ঘুরতে পারে বলে একাধিক বুথফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে। যদিও তা মানতে নারাজ আপ। পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের জনতার রায় কোনদিকে যাবে, তা নিয়ে শেষমুহূর্তের চর্চা তুঙ্গে।

এরই মধ্যে শুক্রবার বিজেপির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ঘুষের বিনিময়ে আপ প্রার্থীদের ভাঙানোর অভিযোগ ঘিরে সরগরম হয়ে উঠল দিল্লি। এর জেরে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নোটিশ পাঠিয়েছে এসিবি (অ্যান্টি কোরাপশন ব্যুরো)। আপের কাছে ওই প্রার্থীদের নামও জানতে চেয়েছে এসিবি।

গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে কেজরিওয়াল যে অপারেশন লোটাসের অভিযোগ তুলেছেন তার সপক্ষে প্রমাণ চাওয়া হয়েছে ওই নোটিশে। আপের অভিযোগ ঘিরে সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। তারা বলেছে, আপ যদি বিধায়ক ভাঙানো নিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন কেজরিওয়াল সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে লেখেন, 'গত দু-ঘণ্টায় আমাদের ১৬ জন প্রার্থীর কাছে বিজেপির থেকে ফোন এসেছে। তাঁরা যদি আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন তাহলে ওই প্রার্থীদের মন্ত্রী করা হবে এবং প্রত্যেককে ১৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে।'

দিল্লির মন্ত্রী তথা সুলতানপুর মাজরার আপ প্রার্থী মুকেশ আহলাওয়াতকে ১৫ কোটি টাকা এবং মন্ত্রী হওয়ার টোপ দেওয়া হয়েছে বলে জানান। বেশিরভাগ বুথফেরত সমীক্ষায় যেভাবে বিজেপির বিপুল জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেজরিওয়াল।

আপের অভিযোগ সামনে আসতেই উপরাজ্যপালকে চিঠি লেখেন বিজেপি নেতা বিষ্ণু মিত্তাল। তিনি বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং সঞ্জয় সিং সাংঘাতিক অভিযোগ তুলেছেন। এর তদন্ত হওয়া উচিত।'

তারপরই এসিবিকে তদন্তের নির্দেশ দেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। নির্দেশ পেয়ে এসিবি আধিকারিকরা কেজরিওয়ালের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেন আপের কর্মী, সমর্থকরা।

কেজরিওয়ালের এক আইনজীবী বলেন, 'এসিবি আধিকারিকদের কাছে কোনও নথি নেই। একটি রাজনৈতিক নাটক করার জন্য বিজেপি এই সমস্ত চক্রান্ত করছে।' পরে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, '১৬ জনের বেশি আপ প্রার্থীকে ভাঙানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা একটি ফোন নম্বর জানিয়েছি। আমরা এসিবি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে যাচ্ছি। এসিবি তদন্ত করার বদলে নাটক করছে কেন। আমরা যে নম্বরটির কথা আগে জানিয়েছি এসিবি আগে সেটি নিয়ে ব্যবস্থা করে দেখাক।'

জবাবে বিজেপি নেতা বিষ্ণু মিত্তাল বলেন, 'দু-দিন আগে নির্বাচন হয়েছে। আর এখন এই ধরনের মিথ্যা কথা বলে দিল্লিতে আতঙ্ক এবং অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তারা।' যে ১৬ জন প্রার্থীর কাছে প্রলোভন দেখিয়ে ফোন এসেছিল তাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশাপাশি যে নম্বর থেকে ফোন গিয়েছিল সেই নম্বরগুলিও জানতে চায় এসিবি।

শুধু দল ভাঙানোর অভিযোগই নয়, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও দিল্লির বুথওয়ারি ভোটের হিসেব এবং ১৭সি ফর্ম আপলোড না করায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন আপ সুপ্রিমো। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি এই অভিযোগ করেছেন।

নির্বাচন কমিশন না করায় আপের তরফেই পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে ১৭সি ফর্ম আপলোড করার কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি করেন কেজরি। নির্বাচন কমিশন মৌলিক দায়িত্ব পালন না করায় তাদের সমালোচনা করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

লক্ষ্মণ ও সীতাকে টানলেন অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সাধারণ বাজেটকে সোনার হরিণ বলে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি কেন্দ্রকে সতর্ক করে দেন, 'জনগণ যদি লক্ষ্মণের ভূমিকা পালন না করে, তবে মা সীতার মতোই ধোঁকা খেতে হবে।' অভিষেক অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার অর্ধেক সত্য এবং অর্ধেক যুক্তরাষ্ট্রীয়তা অনুসরণ করছে। এই বাজেটে শিকড়ের দিকে মনোযোগ নেই, বরং শুধুই হিসেবের খেলা চলছে।'

লোকসভায় এদিন পশ্চিমবঙ্গের গত ১০ বছরের উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ডায়মণ্ড হারবারের সাংসদ। অভিষেক বলেন, 'এই তথ্য প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াও নিজস্ব উন্নয়ন করতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বিজেপির ১২ জন করে সাংসদ থাকলেও মোদি সরকার বিহারকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করেছে। এটাই আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা। এই বাজেট সম্পূর্ণরূপে বাংলাবিরোধী বাজেট।' বাজেটে সংখ্যালঘু বিষয়ক বরাদ্দ কেন ৫৭ শতাংশ কমানো হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

> পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বিজেপির ১২ জন করে সাংসদ থাকলেও মোদি সরকার বিহারকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করেছে। এটাই আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা। এই বাজেট সম্পূর্ণরূপে বাংলাবিরোধী বাজেট।
>
> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিনও কেন্দ্রের থেকে মনরেগা খাতে ৭০০০ কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ৮১৪০ কোটি টাকা বকেয়া থাকার বিষয়টি উত্থাপন করে দাবি করেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান দিচ্ছে এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ করছে। অথচ কেন্দ্রের বরাদ্দ আটকে রাখা হয়েছে।

আয়কর ছাড় নিয়েও মোদি সরকারকে নিশানা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'আয়কর ছাড় দিয়ে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হলেও পরোক্ষ করের মাধ্যমে অনেক বেশি টাকা তুলে নিচ্ছে কেন্দ্র। সরকার যে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করহীন বলে প্রচার চালাচ্ছে, আসলে সেই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র জিএসটি খাতেই ৯৮ হাজার টাকা দিতে হবে। এছাড়া নিরাপত্তা কর, টোল ট্যাক্স এবং অন্যান্য রয়েছে। বিস্কুট থেকে পপকর্ন, জুতো থেকে অন্তর্বাস সমস্ত কিছুতেই মানুষকে কর দিতে হচ্ছে। শুধুমাত্র বিজেপির বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতির কোনও কর লাগে না।'

অভিষেকের তোপ, 'নির্বাচনের আগে সরকার লাডলি বহিন প্রকল্পের প্রচার করেছিল, কিন্তু এখন তার কোনও বাস্তবায়ন নেই। নির্বাচনের আগে ন্যূনতম সহায়কমূল্য গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সবাইকে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব হল, গত এক বছরে ১ কোটি ২০ লাখ পরিবার একবারও গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল করাতে পারেনি।' প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই প্রকল্প কৃষকদের জন্য যতটা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, তার চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে বিমা সংস্থাগুলি।' বিজেপিকে তাঁর বার্তা, '২০২৪ সালের জুন মাসে সিনেমার ট্রেলার দেখানো হয়েছে। বিজেপির থেকেও সারা দেশে অনেক ভালো কাহিনীকার রয়েছেন। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করবেন না।'

অভিষেকের সঙ্গে কথা অখিলেশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : লোকসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে আরও একবার সক্রিয় হয়ে উঠল জিঞ্জার গোষ্ঠী। বাজেট নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকে।

শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে জিরো আওয়ারের পরিবর্তে বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর অভিষেক এবং অখিলেশ যাদব লোকসভায় আসেন। অভিষেককে দেখে সৌজন্য বিনিময় করেন অখিলেশ। এর পর অভিষেক উঠে গিয়ে অখিলেশ এর পাশে গিয়ে বসেন এবং দীর্ঘক্ষন দুজনে গভীর আলোচনা করেন। এদিন অভিষেকের বক্তব্য চলাকালীন টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানান অখিলেশ যাদব, ডিএমকের দয়ানিধি মারানসহ অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা।

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অভিষেকের সঙ্গে সংসদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান অখিলেশও। যদিও সে সময় নীরবই থাকে কংগ্রেস সাংসদরা। ঘটনা হল, বৃহস্পতিবার আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের শেকল পরিয়ে দেশে ফেরানোর প্রতিবাদে সংসদের বাইরে বিরোধীরা যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অখিলেশ। রাহুলের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতেও দেখা গিয়েছিল। পরে ডিএমকের ছাত্র সংগঠনের একটি সমাবেশেও রাহুল এবং অখিলেশ শামিল হয়েছিলেন।

জোট অটুট বোঝাতে সঞ্জয়-সুপ্রিয়ার সঙ্গে যৌথ বৈঠক

রাহুলের রোষে কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে ভোটদানের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আগেই। এবার মারাঠাভূমের ভোটার তালিকায় গরমিল থাকার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে বিদ্ধ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর তোপ, 'মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা যত, ভোটার রয়েছে তার থেকে বেশি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা ৯.৫৪ কোটি। অথচ ভোটারের সংখ্যা ৯.৭ কোটি।' শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেছেন, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের মধ্যে মহারাষ্ট্রে মোট ৩৯ লক্ষ ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভোটার তালিকায়। তিনি এও বলেছেন, 'যত সংখ্যক নতুন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় ওঠানো হয়েছে, হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যের জনসংখ্যা তার সমান।'

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধি। সঙ্গে সঞ্জয় রাউত ও সুপ্রিয়া সুলে।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তাঁর কটাক্ষ, 'দিল্লি বিধানসভা ভোটে দলের পরাজয় অনিবার্য বলেই কভার ফায়ার করছেন রাহুল গান্ধি। মহারাষ্ট্রে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিরোধী দলনেতা বরং আত্মসমীক্ষায় মন দিন। না হলে কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই।' উলটোদিকে নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তারা লিখিতভাবে রাহুল গান্ধির অভিযোগগুলির জবাব দেবে।'

মহারাষ্ট্রে ভোটের পর থেকেই এমভিএ-র অন্দরে ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। সেটা যে হচ্ছে না, তা বোঝাতেই এদিন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীব্রতা বাড়াতে ইন্ডিয়া তথা এমভিএ-র বাকি দুই শরিক শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেকে সঙ্গে নিয়ে ওই যৌথ সাংবাদিক বৈঠকটি করেন রাহুল। তাঁর দাবি, যে নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। কারণ, বিধানসভা ভোটে বিরোধী দলগুলির ভোটপ্রাপ্তির হার প্রায় একই ছিল। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা এবং লোকসভার ভোটার তালিকা আমাদের না দেয়, তাহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হবে। আমরা এমন অবস্থার দিকে এগোচ্ছি যেখানে সংবিধানকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় হল, নির্বাচন কমিশন আমাদের ভোটার তালিকা দিতে রাজি নয়। এর কারণ এটা হতে পারে যে, নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় হয়েছে আর সেটা কমিশন জানে।' ভোটার তালিকা নিয়ে গরমিলের ঘটনায় প্রয়োজনে তাঁরা যে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন, সেই কথাও জানিয়ে রেখেছেন রাহুল।

> মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা যত, ভোটার রয়েছে তার থেকে বেশি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা ৯.৫৪ কোটি। অথচ ভোটারের সংখ্যা ৯.৭ কোটি।
>
> রাহুল গান্ধি

রাহুলের সুরে সুর মেলান সঞ্জয় রাউতও। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি বেঁচে থাকে এবং মরে না গিয়ে থাকে তাহলে তাদের উচিত রাহুল গান্ধির তোলা প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া। তা না হলে এটা ধরে নেওয়া হবে যে, নির্বাচন কমিশন সরকারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। স্বচ্ছতা আনা দরকার নির্বাচন কমিশনের।' লোকসভা ভোটে এমভিএ মোট ৩০টি আসন জিতেছিল। কিন্তু বিধানসভা ভোটে তারা মাত্র ৪৯টি আসন পায়।

একই দিনে স্বস্তি সিদ্দারামাইয়া, ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ৭ ফেব্রুয়ারি : একই দিনে বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দু'টি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মায়সুরু আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (মুডা)-র জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার সিবিআই তদন্তের দাবি খারিজ করেছে উচ্চ আদালত। অন্যদিকে এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পার আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট। তবে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা পকসো মামলাটি বিচারাধীন নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

মায়সুরু নগরোন্নন নিগমের (মুডা) জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে গত বছর নাম জড়িয়েছিল সিদ্দারামাইয়া, তাঁর স্ত্রী পার্বতী এবং শ্যালক মল্লিকার্জুনের। পার্বতী এবং মল্লিকার্জুনের নামে ৫৬ কোটি টাকার বিনিময়ে মায়সুরুর অভিজাত এলাকায় ১৪টি জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল বলে তথ্যের অধিকার আইনে প্রাপ্ত জবাবে জানা গিয়েছিল। তথ্যের অধিকার কর্মী স্নেহময়ী কৃষ্ণ অভিযোগ তোলেন, বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে বরাদ্দ হয়েছিল ওই জমি।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত অগাস্টে সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিয়েছিলেন কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট। এরপর তথ্যের অধিকার কর্মী স্নেহময়ী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে মামলাটি লোকায়ুক্তের হাত থেকে সিবিআইকে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি এম নাগাপ্রসন্ন সেই আর্জি শুক্রবার খারিজ করে দেন।

অন্যদিকে জামিন পেলেও ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসোর মামলা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়নি হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রেও 'কাঁটা' রয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর এক মহিলা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহ করেছেন ইয়েদুরাপ্পা।

অনাত্মীয় মোহিনীকে ৫০০ কোটি দান শিল্পপতি টাটার

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত রতন নওল টাটার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। সেই সম্পত্তি তিনি উইল করে দিয়ে গিয়েছেন পরিবার, পোষ্য, সহচর, রাঁধুনি সহ বহু ঘনিষ্ঠজনকে।

টাটার সম্পত্তি প্রাপকদের মধ্যে নাম রয়েছে জনৈক মোহিনীমোহন দত্তের। তিনি জামশেদপুরের পরিচিত ব্যবসায়ী হলেও তাঁকে কেন প্রয়াত পার্সি শিল্পপতি এত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে সংশয় ও ক্ষোভ দানা বেঁধেছে টাটা পরিবারের মধ্যে। তবে পরিবারের বাইরে অনেকেই জানিয়েছেন, টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন কর্মী মোহিনীমোহনের সঙ্গে গভীর সখ্য ছিল রতন টাটার।

মোহিনীর নামে উইলে ৫০০ কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন টাটা। যা নিয়ে টাটা পরিবার এবং রতন টাটার ঘনিষ্ঠরা বিস্মিত। টাটার উইল ঠিক করে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব যাঁদের কাছে ছিল, তাঁরাও নাকি বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট অবাক। উইল অনুযায়ী, ৭৪ বছর বয়সি মোহিনীমোহন রতন টাটার অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংকে জমা ৩৫০ কোটিরও বেশি টাকা এবং রতন টাটার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ছবি ও ঘড়ি বিক্রির আয়।

মোহিনীমোহন ইতিমধ্যে টাটার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তাঁর ধারণা, ওই সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা হওয়া উচিত ছিল। মোহিনীমোহনের দাবি নিয়ে উদ্বিগ্ন সম্পত্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা। তাঁদের প্রশ্ন মোহিনীমোহনের মতো বহিরাগতকে কেন এতটা সম্পত্তির ভাগ দেবেন টাটা! এর মধ্যে কোনও জালিয়াতি আছে কি না, তা নিয়েই ইঙ্গিত রয়েছে তাঁদের কথায়।

রতনের উইলে হতভম্ব পরিবার

তবে টাটা গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ একাংশের দাবি, মোহিনীমোহন এবং টাটা পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। রতন টাটার আস্থাভাজন ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন মোহিনীমোহন। টাটার সংস্থায় এক সময় কর্মী ছিলেন মোহিনী। নিজে ব্যবসা শুরু করলে টাটার প্রবল সহযোগিতা ছিল। মোহিনীমোহনের কন্যাও দীর্ঘদিন টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করেছিলেন। ডিসেম্বরে মুম্বইয়ে রতন টাটার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহিনীমোহন।

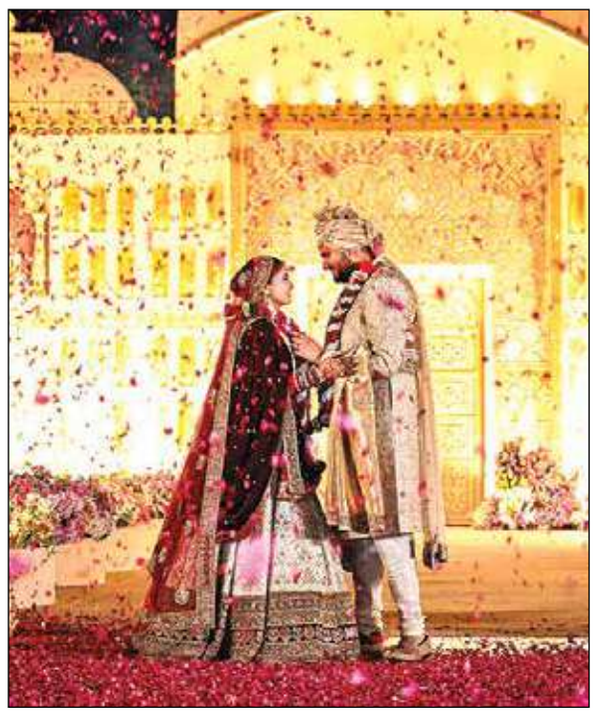

সাতপাকে বাঁধা পড়লেন গৌতম আদানি পুত্র জিৎ। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

যৌন হেনস্তায় বাধা অন্তঃসত্ত্বাকে ট্রেন থেকে ছুড়ল তরুণ

চেন্নাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ধর্ষণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই অন্তঃসত্ত্বাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুরে। তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে করে তিরুপুর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে যাচ্ছিলেন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা। তাঁর সঙ্গে পরিবারের কেউ ছিল না।

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের অসংরক্ষিত কামরায় ওঠেন মহিলা। তাঁর সঙ্গে ওই কামরায় ছিলেন আরও জনাসাতেক যাত্রী। সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ ট্রেনটি জোলারপেট্টাই স্টেশনে পৌঁছোয়। কামরায় থাকা সাত যাত্রীই ওই স্টেশনে নেমে যান। ফলে কামরায় অন্তঃসত্ত্বা একাই ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রেনটি জোলারপেট্টাই স্টেশন ছেড়ে বেরোনোর মুহূর্তে ওই কামরায় ওঠেন এক তরুণ। একটি আসনে বসে নজর রাখতে থাকেন মহিলার ওপর। ট্রেনের গতি বাড়তেই নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে বসেন মহিলার পাশে। অভিযোগ, মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন ওই তরুণ। লাথি, ঘুসি মেরে তরুণকে সরানোর চেষ্টা করেন মহিলা। ধর্ষণে বাধা পেয়ে মহিলাকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে যান তরুণ। তারপর চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেন মহিলাকে।

কোয়েম্বাতুর থেকে কিছুটা দূরে রেললাইনের ধারে এক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। মহিলার আর্ত চিৎকার কানে গিয়েছিল তাঁদের। তাঁরাই স্থানীয় থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে গুরুতর জখম অবস্থায় মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করায়। তাঁর হাত, পা এবং মাথায় ভালোরকম চোট লেগেছে। ভেলোরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে অন্তঃসত্ত্বার। মহিলা যাচ্ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে তাঁর বাপের বাড়িতে। তখনই এই ঘটনা ঘটে। মহিলার বয়ানের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। হেমরাজ নামে সন্দেহভাজন একজনকে ইতিমধ্যে ধরা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ নির্যাতিতার মা-বাবার আর্জি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইনি লড়াইয়ে ধাক্কা খেলেন নির্যাতিতার মা, বাবা। আরজি কর কাণ্ডে পুনরায় তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়েছিল নিহত চিকিৎসকের পরিবার। শুক্রবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই আরজি কর মামলার তদন্ত করছে। এই পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির প্রয়োজন নেই।

নির্যাতিতার মা, বাবার তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী করুণা নন্দী। তিনি

আরজি কর মামলা

জানান, সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দুই অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জামিন পেয়ে গিয়েছেন। মামলার অগ্রগতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নিহত চিকিৎসকের পরিবার। তাই সুপ্রিম কোর্ট, পুনরায় তদন্ত চেয়ে করা আবেদনের শুনানি জরুরি ভিত্তিতে করুক। তা না হলে শীর্ষ আদালত হাইকোর্টকে দ্রুত শুনানির নির্দেশ দিক। সেই আবেদন মানতে রাজি হয়নি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ মার্চ। এর আগে ২৯ জানুয়ারি নির্যাতিতার মা, বাবার তরফে দায়ের করা অপর একটি আবেদন প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেবার প্রধান বিচারপতি খান্না জানিয়েছিলেন, আবেদনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা স্পর্শকাতর। সেগুলি এখনই প্রকাশ্যে এলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হবে।

ইরানের রাস্তায় ফের নগ্ন প্রতিবাদ তরুণীর

তেহরান, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইরানের কড়া পোশাকবিধির প্রতিবাদে এবার সে দেশের রাস্তায় নগ্ন অবস্থায় হাঁটলেন এক মহিলা। শুধু তা-ই নয়, নগ্ন অবস্থাতেই পুলিশের গাড়ির বনেটের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন ইরানের সরকারের চাপিয়ে দেওয়ার আইনের বিরুদ্ধে। এমনই দাবি করে সমাজমাধ্যমে ওই মহিলার একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ইরানের এক সাংবাদিক।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক মহিলা নগ্ন অবস্থায় পুলিশের গাড়ির ওপর উঠে পড়েছেন। বনেটের ওপর উঠে চিৎকার করে সরকারের কড়া পোশাকবিধির সমালোচনা করছেন। গাড়ি থেকে এক পুলিশ অফিসার বন্দুক হাতে মহিলাকে সরে যেতে বলছেন। তবে ওই মহিলা কোনও কথায় কর্ণপাত না করে প্রতিবাদ চালিয়ে যান। ইরানের বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে মাশহাদে। ইরানি সাংবাদিক মাসিফ আলিনেজাদের ৪৩ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। নগ্ন অবস্থায় প্রতিবাদ জানানোয় ওই মহিলার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে ওই মহিলার স্বামীর পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ইরান সরকারের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

গত বছর ডিসেম্বরেই পোশাকবিধি নিয়ে কড়া আইন এনেছে ইরান। সেই আইনে বলা হয়েছে, পোশাকবিধি না মানলে এবার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে ইরানি মহিলাদের। আইনে এ-ও বলা হয়েছে, কেউ 'অশোভন পোশাক' কিংবা 'নগ্নতা'-কে তুলে ধরছেন বলে মনে করা হলে ১২ হাজার ৫০০ পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা) আর্থিক জরিমানা হতে পারে। বার বার একই 'অন্যায়' করলে পাঁচ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে।

বাতাসে বহিছে...

ভালোবাসা পিটুইটারির খেলা

সন্বিত গুপ্ত

প্রেম কি হৃদয়ের অনুভূতি, নাকি নিছকই একগুচ্ছ রাসায়নিক বিক্রিয়া? কবিরা বলবেন, এটি আকাশের নীলিমায় হারিয়ে যাওয়া, চোখের ইশারায় কথা বলা, হৃদয়ের অলিন্দ-নিলয়ে রোমাঞ্চিত এক স্রোত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা? তারা এতটা কল্পনাবিলাসী নন। তারা মস্তিষ্কের জটিল নিউরোন নেটওয়ার্ক আর হরমোনের হিসাব কষে বলেন, ভালোবাসা আসলে পিটুইটারির খেলা।

মস্তিষ্কের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থিটি যখন অক্সিটোসিন, ডোপামিন আর সেরোটোনিনের সিম্ফনি বাজাতে শুরু করে, তখনই মানুষ প্রেমে পড়ে। ডোপামিন হল সেই দুষ্টু বন্ধু, যে প্রেমের প্রথম ধাক্কাটা দেয়, তীব্র উত্তেজনা, হৃদস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি, 'তোমাকে না দেখলে ভালো লাগছে না' টাইপের এক অদ্ভুত আবেশ। একে বলে রিওয়ার্ড সিস্টেম অ্যাকটিভেশন একপ্রকার আসক্তি, যার সঙ্গে কোকেনের আসক্তির তুলনাও চলে।

অক্সিটোসিন আরেক কাঠি সরেস। এর ক্ষরণ বাড়তে থাকলে মানুষ হঠাৎই এক ব্যক্তিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে শুরু করে। একসঙ্গে সময় কাটানোর পর যখন মনে হয়, 'ও না থাকলে জীবন অর্থহীন', তখন বুঝতে হবে, অক্সিটোসিন চুপিচুপি তার কাজ করছে। এবং শেষমেশ, সেরোটোনিন প্রবেশ করে দৃশ্যপটে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রেমে পড়লে কেন রাত জেগে প্রেমপত্র লেখা হয়, তার ব্যাখ্যা দেয়।

এখন প্রশ্ন হল, যদি প্রেম কেবল হরমোনের খেলা হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ, গালিব, শেলি কিংবা রুমি এত কবিতা লিখলেন কেন? উত্তর সোজা। আমরা মানুষ। আমরা কেবল নিউরোনের খেলনা নই। আমরা প্রেমকে শুধু রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্তরে নামিয়ে আনতে পারি না, যেমনটা একজন চিত্রশিল্পীর আঁকা সূর্যাস্তকে কেবল আলো আর রংয়ের প্রতিফলন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই প্রেমকে বুঝতে হলে দুটো দৃষ্টিকোণেই তাকাতে হবে। একদিকে পিটুইটারি, অন্যদিকে কবির কলম। বিজ্ঞান জানাবে এর সূত্র, আর ভালোবাসা? সেটি ঠিকই তার রঙিন প্রতারণার জাল বুনবে, মিথ্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য সত্য রচনা করবে।

'ভ' তে ভয়,ভরসা, ভালোবাসা আবার 'ভ' তেই ভ্যালেন্টাইন উইক।
ভোররাত থেকে রিহার্সাল। প্রোপোজ প্র্যাকটিস চলছে। আজ প্রোপোজ ডে।
বারান্দায় সকাল থেকেই কড়া নজর কখন, কোথায়, কে যায়...
হলদে শাড়ি, লেডি বার্ড, শ্যাম্পু করা খোলা চুল, জানি, বান্ধবীরা বডি গার্ড...
তবু, একটিবার যদি সে ঘুরে তাকায়।
বুকের ভিতর কাঁসরঘন্টা, হাজার উলু...
একশ বনের বাতাস এসে লাগিয়ে দিলো হুলুস্থুলু।
আজ বুঝি তার হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। দীঘির পাড়ে জলের তালে মত্ত নাচে। ভালোবাসা ভরসা পেলে বাড়ে, আরও বাড়ে ভালোবাসা পাওয়ার লোভ। অপেক্ষমান বুকের বাঁ দিকে চিঠি-চকোলেট বাদ নেই কিছুই।
এখনও কি আসার সাজে সাজেনি?
যে টেলিফোন বাজার কথা বাজেনি...
ভালোবাসার কথা বলা হয়নি সেদিন।
ভীরুপ্রেম থেকেই গিয়েছিল মনে...
ভালো যে সে বেসেছিল,
বসন্তবাতাস জানে।।

ভ্যালেন্টাইন্সের সাতদিন

সরস্বতীপুজোর পর থেকেই বসন্তের রং লাগে প্রকৃতিতে আর মনে। আর সেই রেশ নিয়েই শুরু হয় ভালোবাসার উদযাপন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে আর তার এক সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হয় ভ্যালেন্টাইন্স উইক, যা শুরু হয় রোজ ডে দিয়ে এবং শেষ হয় ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে। তবে এই রোজ ডে, প্রমিস ডে, চকোলেট ডে এই দিনগুলোকে যদি একটু অনন্য উপায়ে প্ল্যান করা যায়, তাহলে প্রিয় মানুষটাকে কিন্তু দারুণ খুশি করা যেতে পারে।

অনলাইন বা রেডিমেড উপহারের এই সময়ে উপহারকে বাঙালিরা ফিলহাল গিফট বলে। কখনও বা উপহারদাতার দূত হয়ে ডেলিভারিবয় এসে বলে 'ওটিপি' দিন। কিন্তু নিজে হাতে উপহার তৈরিতে অনেকখানি যত্ন, মগ্নতা আর লগ্নতা লেগে থাকে।

আর সবচেয়ে বড় বিষয়, তুমি কত দামি বা কত ভালো গিফট দিচ্ছ, আসল কথা সেটা নয়। এই উপহারটা দেওয়ার পেছনে তোমার কতটা ভাবনা আছে, কতটা চেষ্টা আছে সেটাই আসল।

৭ ফেব্রুয়ারি
রোজ ডে

লাল গোলাপ আসলে ভালোবাসার আবেগের প্রতীক। আপনার প্রিয়জনের জন্য আপনি কতটা আবেগপ্রবণ তা বোঝাতে তাঁকে লাল গোলাপ দিতেই পারেন। তবে বিষয়টা যদি একদম শুরুর দিকে হয়, তাহলে তাঁকে লাল নয়, বরং একটা হলুদ গোলাপ দিন। কারণ হলুদ গোলাপ বন্ধুত্বের প্রতীক। যে সম্পর্কের শুরুটাই বন্ধুত্ব, সেই সম্পর্ক যে মজবুত হবেই তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই দিনটাতে একটু আলাদা কিছু দিতে চাইলে নিজের হাতে তৈরি কোনও উপহারের কথা ভাবা যেতে পারে। সেক্ষত্রে গোলাপের পাপড়ির ক্যান্ডেল বানানো যেতে পারে। সে বিষয়ে বিভিন্ন গাইডলাইন পেয়ে যাবেন ইউটিউবে।

৮ ফেব্রুয়ারি
প্রপোজ ডে

অনুভূতি প্রকাশের দিন। সম্পর্ককে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন। তাই এই দিনের উপহার একটু আলাদা যে হবেই তা কিন্তু ধরে নেওয়ায় যায়। যেখানে প্রথম আপনাদের দেখা হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই প্রিয় মানুষটিকে মনের কথাটা কিন্তু জানানো যেতেই পারে। আবার নিজের মনের কথাগুলোকে এক জায়গায় করে একটা চিঠি বা কবিতাও কিন্তু মন্দ হয় না।

৯ ফেব্রুয়ারি
চকোলেট ডে

চকোলেট কিন্তু সম্পর্কে একটা মাধুর্যের প্রতীক। উপহার হিসেবে প্রিয় চকোলেট দেওয়ার কোনও বিকল্প নেই। আবার একসঙ্গে চকোলেট বানানো শেখাটাও একটা খুব ভালো উপহার হতে পারে।

১০ ফেব্রুয়ারি
টেডি ডে

উষ্ণতা ও স্নেহ বোঝাতে একে অপরকে টেডি গিফট করা হয়। একটু অন্যরকমভাবে এই দিনটি উদযাপন করতে তাঁকে এমন কোথাও নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে আপনার সঙ্গী নিজেই নিজের জন্য ছোট ছোট উপহার খুঁজে নিতে পারেন বিভিন্ন ছোট ছোট গেম খেলে। এতে উপহারের পাশাপাশি কিছু সুন্দর মুহূর্তও কাটানো সম্ভব।

১১ ফেব্রুয়ারি
প্রমিস ডে

সম্পর্কে আপনার ডেডিকেশন ব্যক্ত করার দিন। কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থাকার পাশাপাশি শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি সংবলিত একটি স্ক্র্যাপ বুক আপনার প্রিয়জনের জন্য খুব ভালো উপহার হতে পারে। তাকে সাজাতে আপনাদের বিভিন্ন সুন্দর মুহূর্তের ছবি অ্যাটাচ করতে পারেন। এতে আপনাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

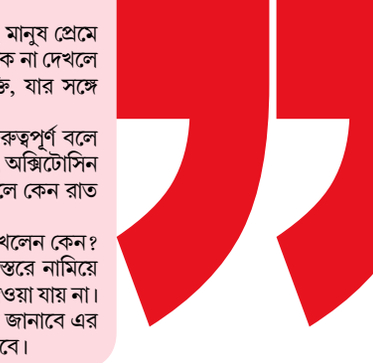

১২ ফেব্রুয়ারি
হাগ ডে

সে আপনার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রকাশ করার একটি মাধ্যম আলিঙ্গন। কোথাও খুব সুন্দর সময় কাটানো, নিজেদের অনেক গল্প ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি দিনটি শেষ হতে পারে একটি উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।

১৩ ফেব্রুয়ারি
কিস ডে

এই দিনটি নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই, তবে উপহারে নতুনত্ব আনতে হাতে লেখা একটি চিঠিতে আপনার ঠোঁটের স্পর্শ রাখতে পারেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি
ভ্যালেন্টাইন্স ডে

ভালোবাসার সপ্তাহ উদযাপনের এক্কেবারে গ্র্যান্ড ফিনালে। এই দিনটায় সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর প্রতিফলন থাকা উচিত। একটা সারপ্রাইজ ডেট অথবা প্রিয় মানুষটির দিনটি আরও স্পেশাল করে তুলতে তাঁর জন্য সারাদিন ধরেই নানা পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সিনেমা, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার ডেটের পাশাপাশি বুক রিডিং ডেটও মন্দ নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রিয় মানুষটির প্রতি সমর্পণ, বিশ্বাস, সম্মানই তাঁর জন্য উপহার।

সুখের জন্যই প্রেম' বিষয়টি অতিসরলীকরণ না করাই ভালো। সুখ বড়ই আপেক্ষিক, আর প্রেম শাশ্বত। ভালোবাসার সম্পর্কে ভাঙন ধরলেই ছেলে বা মেয়েটির দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে... স্বার্থপর, লোভী। কিছু ক্ষেত্রে ভালোবাসার জায়গায় উচ্চাকাঙ্ক্ষাই নজরে আসে। সত্যিকারের ভালোবাসার মূল্য থাকছে না। তারা কেবল নিজেদের সুখের জন্য, শখ পূরণের জন্য কাউকে ভালোবেসে ফেলছে। কিন্তু সমাজে এখনও কিছু নিঃস্বার্থ প্রেম চাওয়া হৃদয় বেঁচে আছে। যারা নিজেদের সবটুকু দিয়েই কোনওরকম আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই ভালোবাসার মানুষকে আঁকড়ে ধরেই সারাজীবন বেঁচে থাকার কথা ভেবেছে। সেখানে কোনও প্রলোভনের হাতছানি নেই।

অর্কপ্রিয়া কুণ্ডু
বাংলা অনার্স, থার্ড সিমেস্টার, বালুরঘাট কলেজ

এরা সুখের লাগি চাহে

সুদক্ষিণা ভগত

প্রাণের ঠাকুর বড় কঠিন কথা গভীর অর্থে বলেছেন। প্রেম যদিও চিরকালীন, সুখ বদলে যায় স্থান-কাল, পাত্রভেদে।

'প্রেম' কি আদৌ দ্বিমুখী? নাকি শুধুই নিজেকে নি:শেষ করে বিলিয়ে দেওয়াতেই প্রেমের সুখ নাকি ধূপের মতো পুড়ে পুড়ে সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়াতেই প্রেমের সার্থকতা?

'সুখের লাগি প্রেম' এক পরাবাস্তব কল্পনাই বটে। প্রেম শুরুর ফার্স্ট কোর্সে পরিবেশিত হয় এক অত্যাশ্চর্য শিহরণ এবং সঙ্গে 'সবই লাগে ভালো' ধরণের কিছু না বোঝা অনুভব। মেন কোর্সে দায়িত্ব, বোঝাপড়া, স্পেস, ইত্যাদি প্রভৃতির ভিড়ে সেই প্রথম শিহরণের স্বাদ যেন শুধুই এক সুখস্মৃতি। সুখ বস্তুটি বস্তুত অধরাই, তার সংজ্ঞা নিয়েও প্রচুর মতভেদ। তাই তার চাহিদাও সর্বকালীন। ব্যাপারটা অনেকটা গাধার সামনে গাজর ঝোলানোর মতো।

অতঃপর সুখ এবং প্রেম এই দুইয়ের মিলনাত্মক রসায়নের ভাবনাটিও আকাশকুসুম। প্রেম এবং সুখ যেন সেই কখনওই না মিলতে পারা সমান্তরাল রেললাইনের মতো আজন্মকাল ধুলোপায়ে পথ হেঁটে চলেছে। জ্ঞানীজনেরা তো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমনটাই বলেছেন, তাই বলে কি প্রেমে মজব না আমরা? দেখবো নাকো এটুসখানি সুখের মুখ! গভীর চাহনিতে চেয়ে কেউ বলবে না, 'ভালোবাসি, শুধু তোমাকেই'... এটুকু প্রাপ্তি সম্বল করেই তো কত শত দাম্পত্য বয়ে চলেছে নিরবধি। দাম্পত্যে না গড়ালেও মনের গহীন কোণে প্রেমের দীপ জ্বালিয়ে শাশ্বত ভালোবাসার জয়গানগাঁথার আখ্যানও বড় কম নয় এ ধরাধামে। প্রেমের সার্থকতা বিরহে, বিচ্ছেদে এমন বক্তব্যর প্রতিধ্বনি বহু দার্শনিকের কলমেই। প্রেম সংক্রান্ত যে কোনও আলোচনায় রাধাকৃষ্ণের উদাহরণ না টানলে তো পাপ হয় (ফেসবুক দাদা বলেছে)। তো সেই গভীর প্রেম আখ্যানের শেষ কথাই বলে বিরহ এবং সে বিরহ যেমন তেমন নয়, সে বড় মধুর... সেই গভীর বিরহেই রাধার পরম প্রাপ্তি, চরম সুখ। সে সুখের জন্য প্রেম চাইতে কলিজায় ধ্বক লাগে, নয় কি?

'আমাদের কথাও লোকে জানতে চায়?'

অভিষিক্তা সাহা

'ও মাসি ঝাল চাটনিটা একটু বেশি করে...'

'মাসি ৫০০ টাকা খুচরো হবে তো?'

আবার কারও উদ্দেশ্য খাওয়া নয়, স্রেফ ঠিকানা জানতে চাওয়া... 'মাসি জেএমবি কোর্টটা কোনদিকে?'

সারাদিনের হরেকরকম সব আবদার আর প্রশ্নের উত্তর অবলীলায়, হাসিমুখে দিচ্ছেন সীতা কেশরী। সঙ্গে চলে জীবনযুদ্ধ। ৩০ বছর ধরে নিজের হাতে কলাইরুটি বানিয়ে শহর সহ গ্রামের মানুষের পেট আর মন শান্ত করে আসছেন তিনি।

'চিন্তা কোরো না ব্যাটা, সব কাজ হয়ে যাবে। আগে খেয়ে নাও।' তাঁর এই কথাগুলো যে ঠিক কতটা শান্তির তা আলাদা করে বলে দিতে হয় না কাজের চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাওয়া মানুষগুলোকে।

মালদা শহরের কোর্ট চত্বরে গেলেই দেখা পাওয়া যায় এই সীতামাসির। শখে নয়, সংসারের হাল ধরতেই তাঁর এই পথ বেছে নেওয়া। সংসারের একমাত্র আয়ের উৎস তিনিই। এই কলাইরুটির দোকান চালিয়েই বিয়ে দিয়েছেন এক মেয়ের। আরেক মেয়ে পড়ছে কলেজে।

স্বামী কী করেন? জানতে চাইলে উত্তর আসে,

'ও একটু নরম আছে। বেশি কাজ করতে পারে না। কঠিন কাজ ওকে দিয়ে হয় না। আর এখন বয়সও হয়েছে, তাই আর বাইরে কাজ করতে দিই না। আমিই যতটা

মানবী কথা

পারি করি। এই করেই তো মেয়েদের মানুষ করছি। দেখি আর কতদিন করতে পারি!'

অত ঘড়ি-ঘণ্টা দেখেন না। তবে ঠিক যে মুহূর্তে ভোরের আজান কানে আসে, ঘুম থেকে উঠে পড়েন সীতামাসি। দুয়ারে জল দিয়ে শুরু হয় জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতি। চা করে বাড়ির সকলকে চা দিয়ে, জল ভরে লেগে পড়েন চাটনি তৈরির কাজে। তারপর আটা, হাঁড়ি, উনুন সব নিয়ে এসে খোলেন দোকান। সকলের কথা মাথায় রেখে বিক্রি করেন দু'রকম রুটি। একটায় অল্প পরিমাণ চালের আটা মেশানো থাকলেও আরেকটা একদম শুধু কলাইয়ের আটায় বানানো রুটি। প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ কেজি আটার রুটি বানান সীতামাসি। তবে তার অনেকটাই নির্ভর করে কোর্টের ভিড়ের ওপর। সারাদিনে লাগে দুটো থেকে তিনটে হাঁড়ি। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মোটের ওপর একরকম চলে যায় সীতামাসির দিনপঞ্জি।

কথায় কথায় জানান, 'শুধু কাজ না, সারাদিনে কতরকম মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, ওটাই সবচেয়ে ভালো লাগে। কাজ করেও আরাম পাই। রোজ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আমাকে এখানে পাবে। কাজের মাঝে খিদে পেলেই চলে এসো মাসির কাছে।'

বেশ ঝাল ঝাল চাটনি দিয়ে একটা কলাই রুটি সাবাড় করে দিয়ে যখন বললাম, 'মাসি একটু ভালো করে তাকাও তো! একটা ছবি তুলি, কাগজে ছাপাব!'

অশ্রুসজল চোখের অভিব্যক্তি, 'আমাদের কথাও লোকে জানতে চায়, বেটি?'

ছবি : অরিন্দম বাগ

ফোটোস্টোরি

প্রজাতন্ত্র দিবসে বালুরঘাট স্টেডিয়ামে স্থানীয় শিল্পী সহ কার্সিয়াংয়ের শিল্পীদের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক নাচ। ছবি - মাজিদুর সরদার

বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : কুশমণ্ডি স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হল। দু'দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোটদের নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। *ছবি : সৌরভ রায়*

করণদিঘিতে পুরুলিয়ার ছৌ

সম্প্রতি তিনদিন ধরে করণদিঘি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে লোকসংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব হয়ে গেল। যাত্রা উৎসব জমে ওঠে স্থানীয় দর্শকদের উপস্থিতিতে। উৎসবের প্রথম দিনে মঞ্চে তুলে ধরা হল পুরুলিয়ার ছৌ নাচ থেকে কোচবিহারের বৈরাতি নৃত্য, সঙ্গে ছিল খোলবাদন, দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী খনপালা, মুখানাচ, আদিবাসী নৃত্য, বাউল ও ভাওয়াইয়া গান।

দ্বিতীয়দিনে মঞ্চে বাউল, পাঁচালি গান, লোকনাট্য হালুয়া হালুয়ানি, আদিবাসী নৃত্যের পাশাপাশি বন্দর যুবনাট্য সম্প্রদায় পরিবেশিত যাত্রাপালা কৃষ্ণ-শকুনি পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দিন ২৮ জানুয়ারি জেলার লোকশিল্পীরা মঞ্চে পরিবেশন করলেন রাবণবধ পালা, সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর লোকনাটিকা, বাউল ও ভাওয়াইয়া সংগীত। উত্তর দিনাজপুরে লোক সংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসব ঘিরে করণদিঘি হাইস্কুল মাঠে হাজির ছিলেন বহু মানুষ।

সাহিত্য আসরে শীত কথা

প্রিয় শীতকে বিষয় করে সম্প্রতি রায়গঞ্জ পূর্বাশাপাড়ায় রায়গঞ্জ কবিকথার ৪৭তম সাহিত্য আসর হয়ে গেল। কথামুখ বক্তব্যে আয়োজক সংগঠন সম্পাদক যাদব চৌধুরী শীতসাহিত্য ও জনজীবনে শীতের প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দীনেশ দে, বিশ্বজিৎ বর্মন, আভা সরকার মণ্ডল, সুমনা পাল মুখার্জি প্রমুখ। স্বরচিত গল্প পাঠ করেন সমর আচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রথীন্দ্রনাথ দেব ও অভিজিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন ধরিত্রী চৌধুরী ও সায়নী চৌধুরী। আলোচনা, গল্প আর কবিতা, গানে জমে ওঠে সাহিত্য আসর।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

হস্তশিল্পকলা প্রদর্শনী

রায়গঞ্জ তথা উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য শিল্পকলা সংস্থা নন্দন ফাইন আর্ট স্কুল। সারাবছর নানা শিল্পকর্ম চর্চার মধ্যে দিয়ে এই সংস্থা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মনের ভেতরে শৈল্পিক ভাবনার বীজ বপন করে চলেছে ৩৫ বছর ধরে। জেলাজুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০।

১৯৮৯ সালে পথ চলা শুরু এই সংস্থার। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে নন্দন নান্দনিক চিত্রকলা ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সংস্থার কর্ণধার উৎপল কর্মকারের কথায়, 'প্রতি বছর বাগদেবীর আরাধনার পাশাপাশি আমরা চিত্রকলা ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করি। দেড় হাজারের বেশি শিল্পকর্ম জমা পড়েছে। এখানে রয়েছে জলরং, তেলরং, অ্যাক্রিলিক, মিশ্র মাধ্যম, ফেব্রিক, প্যাস্টেল, পেন্সিল ড্রইং, নিব পেইন্টিং, সফট প্যাস্টেল ইত্যাদি মাধ্যমের হরেকরকম ছবি। একেকটি ছবিতে একেক বার্তা।'

সংস্থার অন্যতম নির্দেশক শ্যামল কর্মকারের কথায়, 'এই প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা যাতে নতুন নতুন কাজের অভিমুখ খুঁজে পায় এবং তা তারা চর্চার মধ্যে দিয়ে আরও বেশি পরিশীলিত করতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ।'

এদিন প্রায় তিনশো হস্তশিল্প জমা পড়েছে। বিভিন্ন ধরনের বীজের কাজ, ক্লে, পট পেন্টিং, কাগজের কাজ দিয়ে অপূর্ব নিদর্শন ছিল। চিত্রকলা ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল পুরস্কার।

তথ্য ও ছবি : সুকুমার বাড়ই

চিত্র প্রদর্শনী

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বুনিয়াদপুরের সৃজনী শিল্পী পরিবারের পরিচালনায় স্থানীয় তরুণ সংঘের শিশু উদ্যানে তিনদিন ধরে ১০০ শিল্পীর আঁকা ছবি নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। অ্যাক্রিলিক, ওয়াটার কালার, পেন্সিল, প্যাস্টেল এবং চারকোল দিয়ে আঁকা ছবি ছাড়াও ছিল হস্তশিল্প এবং ভাস্কর্য। দ্বিতীয় দিন ছিল আলপনা প্রতিযোগিতা। শেষদিন অংকন প্রতিযোগিতা ছাড়াও সন্ধ্যায় প্রতিযোগিদের হাতে শংসাপত্র, স্মারকচিহ্ন এবং পদক তুলে দেওয়া হয়। *তথ্য : দিলীপকুমার তালুকদার*

বাউল উৎসব

রায়গঞ্জ নেতাজি শান্তি ক্লাবের পরিচালনায় সম্প্রতি স্থানীয় ও বহিরাগত বাউল শিল্পীদের নিয়ে একটি লোক সংস্কৃতি ও বাউল উৎসব হল।

পুরস্কার বিতরণী

কলাকুঞ্জ সংস্কৃতি পরিষদ পরিচালিত নতুনকুড়ির কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সমাবর্তন হল রায়গঞ্জ বিধানমঞ্চে। সংস্থার সম্পাদক সুরজিৎ শর্মা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। *তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

রবি থেকে শনি ইভনিং শো

মালদা

■ ৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় অন্যরঙ্গ নাট্যোৎসবের প্রথম পর্যায়ে মালদা অন্যরঙ্গের শ্রুতিনাটক 'ভানুদাদা' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভূমিসুত থিয়েটার কলকাতার 'অশ্বখুরের ধুলো'

■ ৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় প্রথম নাটক রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের 'ওথেলো' এবং দ্বিতীয় নাটক মালদা অন্যরঙ্গের 'স্বর্গে কেলেঙ্কারি'

উত্তর দিনাজপুর

■ ৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় লায়ন্স ক্লাব অফ রায়গঞ্জ ইউনিটির বিনামূল্যে স্বাস্থ্য এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবির

দক্ষিণ দিনাজপুর

■ ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি, কুমারগঞ্জ কচিকাঁচা শিক্ষা অঙ্গনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

■ ৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার সকাল ১১টায় নবোদ্যম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান ও আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

বইটই

গৌড়বঙ্গের গল্প

'গৌড়বঙ্গের গল্পকার ও গল্প' বইটিতে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর- তিন জেলায় এই সময় যে সকল গল্পকার নিয়মিত গল্পচর্চা করছেন, তাদের লেখা নিয়েই এই সংখ্যা। নিবাচিত তিপ্পান্ন জন লেখক লেখিকার নানা স্বাদের লেখায় সমৃদ্ধ এই তালিকায় পনেরো জন লেখিকা রয়েছেন। এই সময়ের গৌড়বঙ্গের গল্পকাররা কীভাবে আলোড়িত হচ্ছেন, তাদের লেখায় স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, প্রসঙ্গক্রমে কীভাবে উঠে এসেছে তা তাঁদের মূল্যবান গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শুভ্রদীপ চৌধুরী এবং ভূমিকা লিখেছেন গল্পকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কোভিড কথা

রায়গঞ্জের মোহনবাটী হাইস্কুলের সভাঘরে সম্প্রতি প্রকাশ পেল অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই সম্পাদিত 'কোভিড কথা'। বর্তমান শতকের সবচেয়ে ভয়াল ঘটনা কোভিড ১৯। দুটো বছর সমগ্র মানব সমাজের আতঙ্কের বছর ছিল। সুকুমার বাড়ইয়ের বইটি সেই সময়ের একটি অনন্য দলিল, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কলম ধরেছেন।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

পড়ুয়াদের নাটকে চোখে জল

সম্প্রতি রাজগ্রাম হাইস্কুলে একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। এই দুদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে সমগ্র এলাকা। দুদিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের গান ও নাচে অংশ নেয়। কেউ করেছে দেশাত্মবোধক গান, আবার কেউ করেছে দেশাত্মবোধক নাচ। শিক্ষকদের 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' সমবেত সংগীত সকলের মন ছুঁয়ে যায়। 'স্কুল চলে হাম' গানের সঙ্গে ছাত্রীদের নাচ ভীষণ প্রশংসিত হয়। কুইজ, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন ইভেন্টের সফলদের ও গত শিক্ষাবর্ষের প্রথম তিন স্থানাধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দ্বিতীয় দিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত নাটক 'ছুটি' সকলের মন ছুঁয়ে যায়। গ্রামের দুষ্টু ছেলে ফটিকের দুষ্টুমি সকলের মন কেড়ে নেয়। সেখান থেকে মামা বিশ্বম্ভরের সঙ্গে কলকাতা শহরে পড়তে গিয়ে মন খারাপ করা এবং শেষে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দিকে চলে যাওয়া দর্শকের চোখে জল এনে দেয়। স্কুলের টিআইসি তাপস সরকারের বক্তব্য, 'পড়ুয়াদের পারফরম্যান্স ও অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের চোখে জল এনে দিয়েছে। আগামীতে শিশু-কিশোর নাট্যোৎসবে আমাদের স্কুলের নাটকের দলকে পাঠানোর চিন্তাভাবনা করছি।'

তথ্য : রাহুল দেব

শুভজিতের ছবিতে সমাজ বদলের ডাক

প্রশিক্ষণ সেভাবে নেই। যা আছে, তা হল অদম্য ইচ্ছাশক্তি। আর সেটাকেই হাতিয়ার করে আস্ত একটি সিনেমাই তৈরি করল গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন বেলবাড়ির শুভজিৎ মণ্ডল। তাঁর এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাংলা ছবি 'রক্তের রং লাল' দর্শকদের যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। সম্প্রতি ফেসবুক ও ইউটিউবে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

সমাজে যখন হিন্দ-মুসলিম ভেদাভেদ বেড়েই চলেছে সেই সময় দাঁড়িয়ে এই ধরনের গল্প অবলম্বনে এমন একটি ছবি সামাজিক বার্তা বহন করবে বলে অভিমত বিশিষ্টদের। গঙ্গারামপুরের সাহিত্যিক প্রাণগোপাল সাহার কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ফিল্মি ইমাজিনিয়া নিবেদিত প্রথম ছবি 'রক্তের রং লাল' ইতিমধ্যেই দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। মানিক তরফদার, অতনু দরফদার, সমরেশ কুণ্ডু, গোবিন্দ চৌধুরীর অভিনয় ও স্বাধীন মল্লিকের আবহ সংগীত প্রশংসার দাবি রাখে।

তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত সরকার

দেবীপুর উৎসবে ডোমনি ও যাত্রাগান

সৌরভ ঘোষ

রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর যাত্রাগানের জন্য দীর্ঘ বছর থেকে সুপরিচিত অঞ্চল, লোকসংস্কৃতির পুনরায় নবজাগরণ ঘটাতে সম্প্রতি দু'দিনের দেবীপুর উৎসব-২০২৫ আয়োজন করল। স্থানীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যকে উদযাপন করতে অনুষ্ঠিত এ উৎসবটি ছিল দেবীপুরবাসীর এক বিশেষ মুহূর্ত। যেখানে স্থানীয় ডোমনি গান, যাত্রাগান নিয়ে চর্চা, কবিতা, নাটক সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

প্রথম দিন মানিকতলা অক্ষরের শ্রুতিনাটক 'তুমি তিলোত্তমা' দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়া, নাচ-গান সহ একাধিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা হয়, যা উৎসবের পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। দ্বিতীয় দিনে উৎসবের পরিসর আরও বিস্তৃত হয়। প্রায় তিনশোর বেশি প্রতিযোগী মেগা আর্ট ক্যাম্পে অংশ নেয়। নৃত্য প্রতিযোগিতা, মালদায় সুর সংস্থা স্বরদিশার শিল্পী সমন্বয়ের সমাবেশ এবং দুর্গাপুর জচেতন সংস্থার ডোমনি গান ছিল দর্শকদের জন্য এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

এছাড়া বাংলা ব্যান্ডের বিচিত্রা অনুষ্ঠান, যা ছিল জেলার শিল্পীদের সমন্বয়ে,উৎসবটি শেষ হয় সাংস্কৃতিক এক বৈচিত্র্যময় মেলবন্ধনের মাধ্যমে। দেবীপুর উৎসব কমিটির সদস্য দেবব্রত সিংহর কথায়, 'দেবীপুরের হারানো সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে ও সংস্কৃতিক পরিবেশ পুনরায় গড়ে তুলতে শক্ত হাল ধরেছি। প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান হবে।'

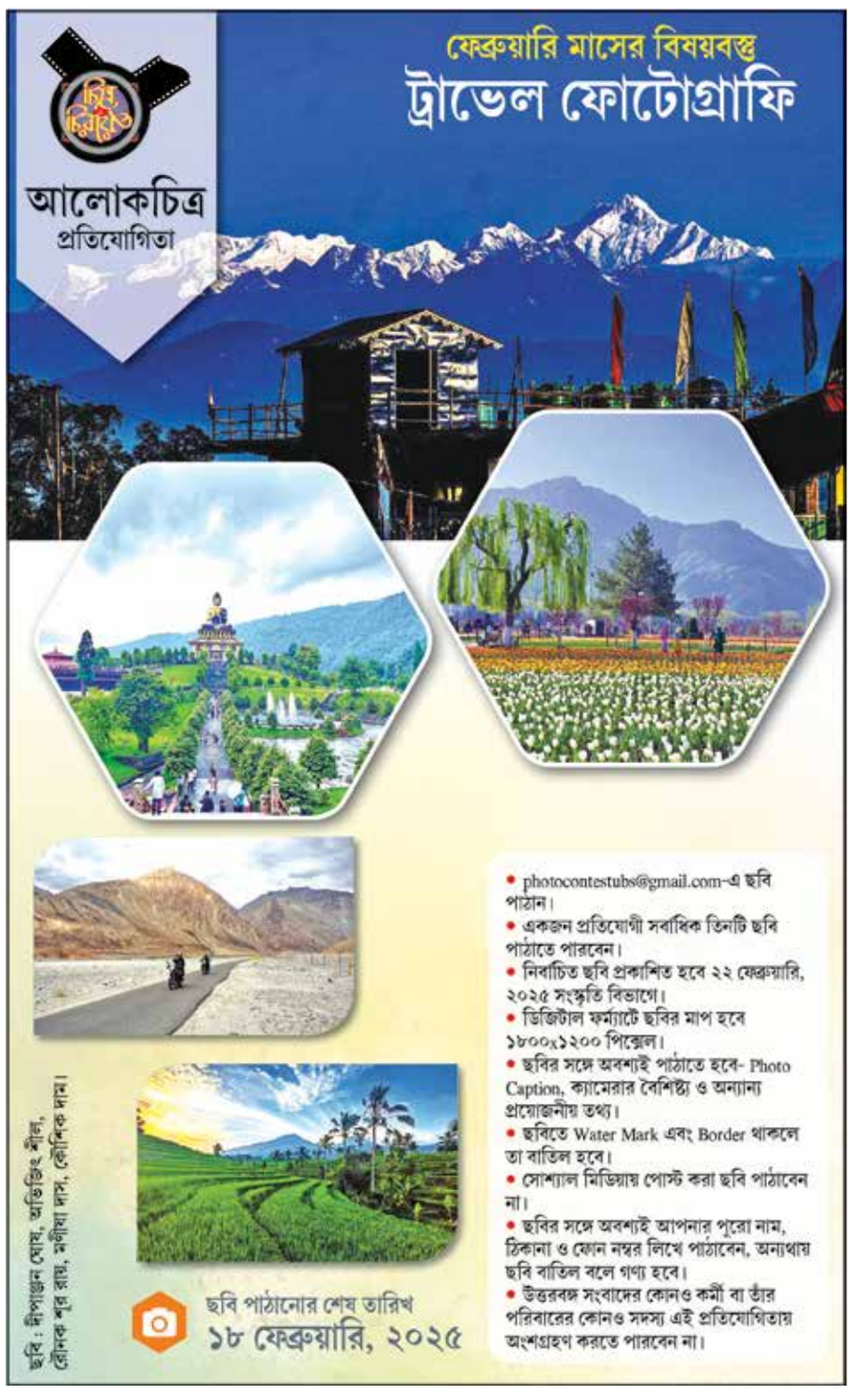

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার পাঁচ

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম সুজন রায়(৩২), বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রূপাহার এলাকায়। অপরজনের নাম সাগর সরকার (২৪)। বাড়ি রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন সুভাষগঞ্জ এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এর আগে আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের পাঁচ রাউন্ড গুলি, একটি ওয়ান শাটার, ওয়ান শাটারের গুলি ও ধারালো অস্ত্র ও লোহার রড। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ শহরের একটি এটিএম কাউন্টারে ও একটি ব্যাংকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে রায়গঞ্জ ফরেস্ট মোড় এলাকায় জড়ো হয়েছিল কুখ্যাত দুষ্কৃতীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

চোলাই মদ পাচারে ধৃত ১

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২৫ লিটার চোলাই মদ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জের আবগারি দপ্তর। ধৃতের নাম আলম আলি (৪৫)। বাড়ি মালদা জেলার চাঁচল থানার আরবোরা গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে আবগারি দপ্তর। শুক্রবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

টোটোতে করে প্রায় ২৫ লিটার চোলাই মদ রায়গঞ্জের একটি গ্রামে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় আবগারি দপ্তর ওই টোটো আটক করে। টোটো থেকে চোলাই বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় চালককে।

বিজয়ী কালিয়াচক ও রতুয়া

মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ৭২ পয়েন্ট পেয়ে মালদা জেলা শিশুক্রীড়া চক্রে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হল কালিয়াচক ও রতুয়া জোন। অন্যদিকে, ৫৯ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স আপ হল ইংরেজবাজার জোন। শহরের বুকে ইংরেজবাজারকে হারিয়ে শিশুক্রীড়ার খেলায় জয়জয়কার কালিয়াচকের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন এবং ডিআই মলয় মণ্ডল। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি মালদা ডিএসএ-র মাঠে জেলা শিশুক্রীড়ার খেলায় জেলার সাতটি জোনের ২১০ জন ক্ষুদে ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে।

লালবৃত্তে

প্রথম পাতার পর

পেশা বেছে নিতে বাধ্যহয়েছেন। তাঁরা লেখাপড়া শিখতে চান। আমি বিষয়টি ডিআই স্যরকে বলেছি।'

এক মহিলার কথায়, 'আমি নিজের নাম লিখতে পারি না। তাই অনেক জায়গায় বিপদে পড়তে হচ্ছে। বিশেষত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পেতে, ব্যাংকের কাজে। তাই আমরা লেখাপড়া শিখতে চাই।'

সত্যিই কি লালবৃত্তের মহিলাদের লেখাপড়া শেখার কোনও ব্যবস্থা করা হবে? এ প্রসঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস জানিয়েছেন, 'উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

মাছের খোঁজে মহানন্দায়। শুক্রবার মালদায়। - অরিন্দম বাগ

ভিটিয়ায় জুয়ার মেলায় উপচে পড়া ভিড়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : এক আজব মেলা। মেলায় ফুচকা, জিলিপি, বিরিয়ানি ও পাঁপড়ভাজার দোকানের পাশাপাশি জুয়ার বোর্ডের ভিড়। নবীন থেকে প্রবীণের চোখ জুয়ার বোর্ডে। বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত জুয়াখেলা চলে মেলায়। মেলায় পুলিশের কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী অঞ্চলের ভিটিয়ার গ্রামে এই আজব মেলার সাক্ষী কয়েক প্রজন্ম।

সারারাত চলে এই মেলা। রাত যত গভীর হয়, মেলায় ক্রমেই পাল্লা দিয়ে বাড়ে খদ্দের। রাত একটা থেকে শুরু হয় চিত্রাহার। এজন্য মেলা কমিটির থেকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে নর্তকীদের। যদিও কমিটির সদস্যদের দাবি, নাটক হয়, চিত্রাহার নয়।

সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ ব্লকের ভিটিয়ারের বিস্তীর্ণ ময়দানজুড়ে রীতিমতো প্রকাশ্যে রমরমিয়ে জুয়ার মেলা বসেছে। সারি সারি স্টল। আর সেখানে চলছে রকমারি জুয়া। কর্মীদের হাতে রঙিন ২০ টাকার টিকিট। কোথাও আবার ১০ টাকার টিকিট নিয়ে রীতিমতো মাইক্রোফোনে তারস্বরে চিৎকার করে খদ্দের ডাকছেন তাঁরা। কোথাও বসেছে ফরগুটির বোর্ড। মিলে গেলে ১০০ দিলে ২০০। আবার কোথাও ৫০০ দিলে মিলছে ১০০০ টাকা।

আবার বসেছে স্টিলের থালা-বাটি থেকে শুরু করে কাচের হরেক দ্রব্য সামগ্রী কিংবা শিশুদের নানা ধরনের খেলনা, প্রসাধনী। মাত্র ১০ অথবা ২০ টাকায় লোভনীয় জিনিসপত্রের অনেকেই লোভ সামলাতে না পেরে টিকিট কেটে জুয়া খেলায় অংশ নিচ্ছেন। শেষমেশ ১০০/২০০ টাকার টিকিট কেটে এক দুটো প্লাস্টিকের মগ হাতে নিয়ে জমানো টাকা নিঃশেষ করে গভীর রাতে গ্রামের বাড়িতে ফিরছেন।

আবার অনেকে ফরগুটি খেলায় মেতেছেন। গোলাকৃত কাঠের চাকতির উপর ১০ থেকে ১০০ টাকার নোট রেখে কাঁটা ঘুরিয়ে আক্ষরিক অর্থে জুয়া খেলে মেলায় নিঃস্ব হয়ে ফিরছেন। বৃহস্পতিবার রাতে মেলায় দেখা গেল স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা, সেটাও থামান মেলা কমিটির সদস্যরা।

যদিও মেলা কমিটির সদস্য সফিকুল হকের দাবি, 'স্বাধীনতার আগে থেকে এই মেলা হয়ে আসছে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই মেলা হয়। জুয়া বা চিত্রাহার কিছুই হয় না। রাত একটা দোকানদারদের বিনোদনের জন্য নাচ ও গানের আয়োজন করা হয়। পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়েছে।'

মাধ্যমিকে দূরে সেন্টার, বিপাকে পরীক্ষার্থীরা

মোথাবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গাচরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই। কাছের স্কুল ছেড়ে দূরের স্কুলের সেন্টার পড়ায় বিপাকে হামিদপুর চরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধিদের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরলেন গঙ্গাচরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা।

গঙ্গাচর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধা ও অসুবিধা খতিয়ে দেখে তাদের উৎসাহ প্রদান করতে হামিদপুরে গেলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধিরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি উত্তীয় পান্ডের নেতৃত্বে শিক্ষকমণ্ডলী চরে যান। চরম সমস্যার মধ্যেও চরের যে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উৎসাহ দিতে শিক্ষক সংগঠনের এই উদ্যোগ। পরীক্ষার্থীদের কলম, ডায়েরি ও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়।

এই মুহূর্তে হামিদপুর চরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রায় ৬০ জন। সকলে যুগলতলা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছে রথবাড়ি হাইস্কুল। এই ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগের জন্যে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।

শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের কাছে পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আকাশ মণ্ডল, রূপা প্রামাণিক জানান, 'আমাদের নৌকা পার হয়ে রথবাড়ি হাইস্কুল যেতে হবে। পঞ্চানন্দপুরের যে কোনও স্কুলে সিট পড়লে ভালো হত। আমাদের জন্যে যেন একটা বাসের ব্যবস্থা করা হয় তা জানালাম।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি উত্তীয় পান্ডে জানান, হামিদপুর চরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও সমস্যার কথা জানতে আজ আমরা গেছিলাম। আমাদের কাছে ওরা নানা সমস্যার কথা জানাল, আমরা বিষয়টি নিয়ে ডিআইকে জানাব। এই মুহূর্তে সেন্টার চেঞ্জ করা যাবে না তবে তাদের জন্য কোনও বাসের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছি।

উল্লেখ্য ভৌগোলিক দিক থেকে প্রত্যন্ত এই খাটিয়াখানা চরের একদিকে ঝাড়খণ্ড, অন্যদিকে মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর। চরের খাটিয়াখানা হামিদপুর চরে হামিদপুর (উত্তর), হামিদপুর (দক্ষিণ), হামিদপুর চর (পূর্ব) কাতলামারি , সরকারটোলা , মঙ্গদপুর গ্রাম নিয়ে এই চর। জনসংখ্যা প্রায় ৫০০০ জন। এই এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০। গঙ্গা ভাঙনের পর গত দুই দশকে ২৯ টি চর জেগে উঠলেও বেশিরভাগ চর এপার বাংলার ভোটাধিকার হারিয়েছে। ব্যতিক্রমী চর হল খাটিয়াখানা চর। ২০১৬ সালে চরের মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছেন। দীর্ঘদিন লড়াই, আন্দোলন করে তারা রাজ্যের বাসিন্দা হয়েছেন। মোথাবাড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের সবচেয়ে দুর্গম এই হামিদপুর চর খাটিয়াখানা চর। বিগত এক দশকে এই চর এলাকার সেই ধরনের কোনও উন্নয়ন হয়নি। এই এলাকায় রাজ্য সরকারের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামমাত্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই চরের সকল বাসিন্দারাই বিদ্যালয়মুখী হতে পারে না। এরই মধ্যে প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী এ বছর মাধ্যমিক দিচ্ছে। চরের ছাত্রদের প্রতি উদাসীন প্রশাসন। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, চরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি গাড়ির চেষ্টা করা হচ্ছে।

ব্যর্থ সিপিএমের সম্মেলনপর্ব

প্রথম পাতার পর

দেশে-বিদেশে চর্চা অনেক। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মানুষের হাতে টাকার গুরুত্ব অর্থনীতিবিদদেরও আলোচ্য।

মাটিতে কান পাতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টান টের পেতে অসুবিধা হচ্ছিল না। সেখানে 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা' অবস্থান নিয়ে শুধুই সমালোচনা করে গিয়েছে সিপিএম। এই আত্মঘাতী কৌশল যখন বুঝল সিপিএম, তখন সংশোধনের আশু সুযোগ আর নেই। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিছু নিয়মবেঁধেছে সিপিএম। কোন পদে কে কতদিন, কত বয়স পর্যন্ত পারবেন, তার নিয়ম ঠিক করা আছে। নেতৃত্বে নবীন প্রজন্মের ভিড় বাড়াতে নাকি এই নিয়ম।

বাস্তবে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে অনেক। তার কারণগুলি অবশ্য ফেলে দেওয়ার নয়। যেমন ধরুন, আলিপুরদুয়ারে যদি কিশোর দাসকে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়, তাহলে বিকল্প কে? একজন নেতার নাম বলুন, যিনি আলিপুরদুয়ারের জেলা সম্পাদক হওয়ার যোগ্য। যোগ্য কেউ নেই, তা নয়। তবে তাঁরা বয়স বিধিতে এখন বানপ্রস্থে। দলে নাম আছে, পদ পাওয়ার অধিকার নেই তাঁদের।

পরবর্তী প্রজন্মে আরেকটা মুখ তৈরি হয়নি, যাঁকে আলিপুরদুয়ারে জেলা সম্পাদক করা যায়। অগত্যা কিশোরই জেলা সম্পাদক। যদিও বয়স ও মেয়াদ বিধিতে কিশোরকে রাখতে সমস্যা নেই। কিন্তু তাঁর বানপ্রস্থে যাওয়ার সময় হলে দায়িত্ব নেওয়ার মতো আর কেউ তৈরি কি? মালদা জেলায় কখনও ঘাসফুল গজাতে পারেনি। কংগ্রেসের পাশাপাশি দাপট ছিল সিপিএমের। সেখানে জেলা সম্পাদক পদে বসানোর যোগ্য আর কাউকে পাওয়া গেল না বলে নিয়ম ভেঙে শিকে ছিঁড়ল অম্বর মিত্রের।

কোচবিহারেও জেলা সম্পাদক পদে যোগ্য নবীন কাউকে পাওয়া গেল না বলেই না সত্তরোর্ধ্ব অনন্ত রায়কে দায়িত্বে রেখে দেওয়া হল। দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে বিনা বাক্যব্যয়ে সমন পাঠককে আবার সম্পাদক পদে বেছে নেওয়া হল একই কারণে। নিয়ম ভেঙে পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা সম্পাদক পদে রেখে দেওয়া হয়েছে নিরঞ্জন সিহিকে। বয়সের কারণে যাঁরও বানপ্রস্থে যাওয়া উচিত।

নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যকে বিভিন্ন স্তরে পদ দেওয়ার নিয়ম সব দলেই আছে। তবে দক্ষতা ছাড়া চালু আরেকটি অলিখিত যোগ্যতা হল কোনও না কোনও গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য। সিপিএমে যার গালভারী মোড়ক আছে- দুই লাইনের লড়াই। যে গোষ্ঠীর লাইন গৃহীত হয়, সম্পাদক পদটি তাদের কেউ পান। দুই লাইনের লড়াই অতীতে ছিল। এখন যা নিছকই বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দখলের প্রতিযোগিতা।

অথচ সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি দল ও মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য না থাকলে কেউ নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। ফলে শুধু বয়সবিধি বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নবীন প্রজন্মকে তুলে আনার সিদ্ধান্ত আরেকটি ঐতিহাসিক ভুল হয়ে যাবে না তো! বিমান বসু এখনও যথেষ্ট কর্মক্ষম। অশোক ভট্টাচার্য তাই। যোগ্য নবীন নেতা তৈরি হওয়ার আগেই তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বানপ্রস্থে।

প্রকাশ কারাতদের শারীরিক, মানসিক সুস্থতা এখনও প্রশ্নাতীত। বানপ্রস্থে পাঠানো হলে (যে সম্ভাবনা আছে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে) তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবে দল। এটা ভুল সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কী? লৌহকঠিন শৃঙ্খলা আর বাস্তব পরিস্থিতির ভারসাম্য না থাকলে যা হয়, তাই হচ্ছে সম্মেলনগুলিতে। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে শুধু বৃদ্ধতন্ত্র ভাঙলে যেমন সংগঠনের ক্ষতি, তেমনই বয়সের ভারে পঙ্গু, অথর্ব নেতাদের রেখে দিলেও সর্বনাশ।

বলুন তো, অম্বর মিত্রের পক্ষে দলকে আর কতটা দেওয়া সম্ভব? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলগতভাবে মোকাবিলার পাশাপাশি তৃণমূল বা বিজেপির তৈরি ন্যারেটিভের বাতাবরণ ঠেকাতেও সিপিএমের এই সম্মেলন পর্ব কার্যত দিশাহীন। আবার সাংগঠনিক ঝাঁকুনির বদলে কার্যত স্থিতাবস্থা থাকছে। বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক পদে দেবলীনা হেমব্রমকে নিয়ে আসা ঐতিহাসিক বলে প্রচার হচ্ছে। বাস্তব হচ্ছে, দেবলীনাকে সামনে রেখে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সমস্যাটি আপাতত চাপা দেওয়া হল।

বলে রাখা ভালো, দেবলীনা কিন্তু প্রথম আদিবাসী জেলা সম্পাদক নন। বহু বছর আগে জলপাইগুড়িতে সিপিএমের জেলা সম্পাদক হয়েছিলেন জগন্নাথ ওরাওঁ। নিশ্চয়ই মহিলা হিসাবে দেবলীনা প্রথম। সিপিএমের ঘুরে দাঁড়াতে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল রাজনৈতিক দিশা হাতড়ে বেড়ানো। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাবও সমান সমস্যা। সিপিএমের ভবিষ্যৎ লুকোনো এই সমস্যাগুলির সমাধানের মধ্যে। যা পূরণ হওয়া কঠিন।

দুর্নীতি ধরতে তল্লাশি

গাজোল, ৭ ফেব্রুয়ারি : অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সরকারি বিভিন্ন কাজে অনিয়ম ধরতে বৃহস্পতিবার হঠাৎই গাজোলে হানা দেন মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।

জেলা শাসকের হস্তক্ষেপেই সিল করে দেওয়া হয় একটি সারের দোকান। অভিযোগ উঠছিল, ওই দোকান থেকে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি হচ্ছে। এরপরেই দোকানটি বন্ধ করার নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়াও একটি স্কুলের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে রঙ করা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন জেলাশাসক। বৃহস্পতিবার গাজোল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি কাজকর্ম খতিয়ে দেখলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক চৈতালি দত্ত, ডিপিএলও প্রলয় রায়, আইসি আশিস কুণ্ডু, বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস, ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মাসেদুল রাকিব সহ একঝাঁক আধিকারিক। এদিন দুপুরবেলা প্রথমে হঠাৎ করেই গাজোল শহর এলাকার একটি সারের দোকানে হানা দেন জেলা শাসক। এই দোকানে বিভিন্ন অসংগতি খুঁজে পাওয়ায় দোকানটি সিল করার নির্দেশ দেন তিনি।

জেলা শাসক বলেন, 'এই সারের দোকানে বেআইনিভাবে পেস্টিসাইড বিক্রি করা হচ্ছে। পেস্টিসাইড বিক্রির লাইসেন্স নেই। এছাড়াও বেআইনিভাবে বেশকিছু সার সহ অন্য জিনিস মজুত করা রয়েছে। মালিকের কাছ থেকে সদুত্তর না পাওয়ার জন্য দোকানটি সিল করা হল। জেলাজুড়ে এরকম অভিযান চলবে।' একটি সারের দোকানে হানার খবর পেয়ে গাজোল শহর এলাকার সব কটি সারের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর গাজোল থেকে জেলা শাসক যান গোবিন্দপুর হাইস্কুলে। এখানে নির্মীয়মাণ একটি শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন তিনি। ঘরের রং দেখে অসন্তোষ প্রকাশ জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তার। এরপর হঠাৎ করেই গোডাউনে গিয়ে মিড-ডে মিলের জিনিসপত্র খতিয়ে দেখেন তিনি। চালের নমুনা সংগ্রহ করেন। তারপর শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন জেলা শাসক। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসও নেন তিনি। এরপর ওই এলাকায় গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের একটি লিচ পিট পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি করকচ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্মীয়মাণ অলচিকি স্কুলের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক কর্তারা। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের বাসিন্দারা জেলা শাসককে কাছে পেয়ে বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। সবশেষে আমশোল হাইস্কুলের আদিবাসী আশ্রম ছাত্রাবাসে যান সকলে।

জেলা শাসক বলেন,'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গাজোলে আদিবাসীদের জন্য স্কুল তৈরি হচ্ছে। তার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। নির্মীয়মাণ স্কুলের কাজের মান যাতে ঠিকঠাক থাকে সে বিষয়ে পরিদর্শন চলছে। মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত রাস্তা উদ্বোধন করেছেন সেই রাস্তাগুলির কাজ কতটা এগিয়েছে সেগুলিও পরিদর্শন করা হয়েছে। জোরকদমে সমস্ত রাস্তার কাজ চলছে। গাজোলে আরেকটি বড় রাস্তার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।'

> এই সারের দোকানে বেআইনিভাবে পেস্টিসাইড বিক্রি করা হচ্ছে। পেস্টিসাইড বিক্রির লাইসেন্স নেই। এছাড়াও বেআইনিভাবে বেশকিছু সার সহ অন্য জিনিস মজুত করা রয়েছে। মালিকের কাছ থেকে সদুত্তর না পাওয়ার জন্য দোকানটি সিল করা হল। জেলাজুড়ে এরকম অভিযান চলবে।
>
> **নীতিন সিংহানিয়া**
> জেলা শাসক

গল্প লিখেছেন বিশাল-সুরিনা

প্রথম পাতার পর

এখন সেই খুদের বয়স ৪ বছর। সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাত্র ৭ দিন হল সুরিনা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাজে যোগ দিয়েছে। 'দিদিমণি'-র যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই সাইকেলে চাপিয়ে স্ত্রীকে বাঁশবাড়ি লাইনের ১৩১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রোজ পৌঁছে দিচ্ছেন বিশাল।

চাদর লাইনের বাড়ির পাশেই বিশালের একটি ছোট মনিহারি দোকান রয়েছে। ঘরকন্না সামলে আগে স্বামীকে দোকানের কাজে সহযোগিতা করতেন সুরিনা। চাকরি পাওয়ার পরেও সেই রেওয়াজে ভাটা পড়েনি। এখন কর্মস্থল থেকে ফিরে দোকানে বসেন তিনি। খরিদ্দারদের চাহিদামতো এগিয়ে দেন বিস্কুট-সাবান-নুডলসের প্যাকেট। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও তাঁর মুখের হাসি মোছে না।

সুরিনার মা কাতোয়ারি ভগৎপুর চা বাগানের শ্রমিক। বাবা সোহরাই শ্রমিকের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন কিছুদিন আগে। বিশালের মা-বাবাও অবসরপ্রাপ্ত বাগান শ্রমিক। দুই পরিবারেরই ভরসা সুরিনা ও বিশাল।

সব জেনেও সুরিনাকে বিয়ে কেন? বিশালের সোজাসাপটা উত্তর, 'আমার ভালোবাসা, তাই।' এরপরই তাঁর জীবনদর্শন, 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাউকে ভালোবাসতে না পারার কারণ হতে পারে না। শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, সবার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। প্রয়োজন শুধু ইতিবাচক মানসিকতার।'

প্রেম-বিয়ের কথা ওঠায় সুরিনা হেসে ফেললেন। তাঁর লাজুক জবাব, 'জানেন, আজ পর্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি তো দূরের কথা, আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যটুকুও হয়নি। হয়তো আমাদের টাকাপয়সার অভাব, তাই। তবে তা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। বিশালকে তো পেয়েছি।'

গত মঙ্গলবার স্ত্রী-কন্যাকে খুন করার দায়ে ফাঁসির সাজা হয়েছে লুকসান চা বাগানের এক ব্যক্তির। মদের নেশায় চুর হয়ে স্ত্রী-কন্যার উপর অকথ্য অত্যাচারের গল্প ডুয়ার্সের চা মহল্লায় কান পাতলেই শোনা যায়। এমন আবহে বিশাল-সুরিনা একঝলক দখিনা বাতাস। নাগরাকাটার সমাজকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংগঠনের নেত্রী মৌসুমি ভট্টাচার্য বলেন, 'সুরিনা-বিশালের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অনায়াসে সিনেমার প্লট হয়ে যেতে পারে।'

সত্যিই তাই। চা মহল্লার হাজারো মন খারাপ করা গল্পকে এককথায় মুছে দিয়েছেন সুরিনা-বিশাল।

মহিলা তৃণমূলের সম্মেলন

গঙ্গারামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গারামপুরে সম্মেলন করল মহিলা তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন। বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা সহ সরকারের প্রকল্পগুলি গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছাতে চান তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই আলাপচারিতা কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল।

স্ত্রী মেয়েকে

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার পর স্ত্রী ও সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

ওই গৃহবধূর অভিযোগ, 'আগের মোবাইল ভেঙে ফেলেছিলেন স্বামী। মাত্র দু'মাস আগেই ফের ওর বাবাই মেয়েকে নতুন মোবাইল কিনে দিয়েছে। মেয়ে মোবাইলে রিলস দেখছিল। মোবাইল চেয়ে বাবা না পেয়ে অশান্তি শুরু করে। মেয়েকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি তাকে বেধড়ক মারধর করেন স্বামী। আমি আটকাতে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়। এরপর আমরা প্রাণভয়ে মা ও মেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে রয়েছি।' অভিযোগ পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আগুন

বৈষ্ণবনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি : বৈষ্ণবনগরের বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ১৭ মাইল এলাকায় আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।

শুক্রবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ আচমকা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বিএসএফ ক্যাম্পের পাঁচিল সংলগ্ন এলাকা। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। ঘটনা নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা বৈষ্ণবনগর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিকভাবে এলাকাবাসীর সহযোগিতা নিয়ে পুলিশকর্মীরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। সেইসঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর এলাকায় পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকলের তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে এই এলাকায় আগুন জ্বলল কীভাবে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এই এলাকায় আবর্জনার স্তূপ ছিল। এছাড়াও জঞ্জালও ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল এই এলাকায়। মূলত কেউ বা কারা এই জঙ্গল এবং আবর্জনার স্তূপকে একত্রিত করে আগুন ধরিয়েছিল। তবে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, আগুনটি তাদের পাঁচিল থেকে দূরে রয়েছে। সেটি আমাদের অধিকারভুক্ত নয়।

বিএসএফের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, বিএসএফ ক্যাম্পের কোনও ক্ষতি এই আগুনে হয়নি। তবে এই আগুন লাগানোর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে বিএসএফের তরফে। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, এভাবে বিএসএফ ক্যাম্পের সংলগ্ন এলাকায় আগুন লাগানো উচিত হয়নি। যে বা যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত।

১৭ মাইল এলাকার বাসিন্দা সাজিৎ শেখ জানান,'কীভাবে আগুন লাগল, তা জানি না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই আগুন লাগিয়ে থাকে, তাকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। আগুনের ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল।'

বন্ধুর নামে একাধিক অ্যাকাউন্টে লেনদেন

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : একটি বা দুটি নয়। বন্ধুকে ব্ল্যাকমেল করে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে কাছের বন্ধু। বন্ধুর নথি হাতিয়ে ওই তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ লেনদেন করেন অপর বন্ধু। বিষয়টি বুঝতে পেরে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন প্রতারিত বিক্রম সরকার। অবশেষে অভিযুক্ত বন্ধু রবসান জানিকে গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অভিযোগ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের বাসিন্দা রবসান জানি তাঁর বন্ধু বিক্রম সরকারের নথি হাতিয়ে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন। সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ লেনদেন করছিলেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, বিক্রমের নামে করা অ্যাকাউন্টগুলির পাস বই ও এটিএম অভিযুক্ত কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে সেই অ্যাকাউন্টগুলিতে অবৈধ লেনদেন চালাচ্ছিল অভিযুক্ত। বিক্রমের মোবাইলে সেই বিষয়ে মেসেজ আসায় তাঁর সন্দেহ হয়। তারপরেই বিক্রম দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ রবসানের খোঁজ পায়। এরপরেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে এদিন আদালতে পাঠায় পুলিশ।

পতিরামে দমকলকেন্দ্র

পতিরাম, ৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রতীক্ষার পর পতিরামে দমকলকেন্দ্রের উদ্বোধন হল শুক্রবার বিকেলে। প্রাথমিকভাবে দুটি দমকল এই কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন এই দমকল দুটিকে বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়ে দমকলকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দমকল আধিকারিক শিবানন্দ বর্মন সহ আরও অনেকে। পতিরাম দমকলকেন্দ্র উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব হয় পতিরাম চৌরঙ্গি মোড়ে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা পার্থ ঘোষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দমকলকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি মেলায় রাজ্য সরকারের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি পতিরামের জন্য বেশকিছু দাবিও তিনি তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র পতিরামের উন্নয়নে একটি নতুন ব্লক স্থাপনের দাবি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত তা স্বীকার করেন এবং ২০২৫ সালের মধ্যেই এবিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

জমিদাতা মিন্টু সাহা জানান, 'জায়গাটি আমাকে কয়েক বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল, আমি কোনও শর্ত ছাড়াই দিয়ে দিয়েছি। মানুষের উপকারে লাগবে, এটাই আমার প্রাপ্তি।' চৌরঙ্গি মোড়ের অনুষ্ঠানের পর প্রায় ১৫০ মিটার দূরবর্তী দমকলকেন্দ্রে গিয়ে পায়রা উড়িয়ে এবং ফলক উন্মোচন করে দমকলকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা।

হাসিনায় লাগাম

প্রথম পাতার পর

পেজে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'শেখ হাসিনা বছরের পর বছর জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নিলেও তাঁর দল সন্ত্রাসবাদীদের একত্র করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে। বছরের পর বছর বাংলাদেশে নিপীড়নের শাসন কায়েম করা শেখ হাসিনা এখনও বাংলাদেশের পুনর্নির্মাণকে ক্রমাগত বাধা দিতে চাইছেন।' তবে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দেশের সমস্ত নাগরিককে এদিন শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন ইউনূস। পাশাপাশি শেখ হাসিনার পরিবারের সম্পত্তি ধ্বংস থেকে বিরত থাকা এবং আওয়ামি লিগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোনও অজুহাতে দেশের কোনও নাগরিকের ওপর আক্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েও ইউনূস বলেছেন, 'যারা আওয়ামি লিগ নেতাদের সম্পত্তির ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের ক্ষোভ বোঝা যায়। কারণ তাঁরা শেখ হাসিনার শাসনে বছরের পর বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। দেশের সমস্ত নাগরিককে আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আমরা নিজেদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।'

এদিকে এদিনও বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে মুখ খুলেছেন ইউনূস। জাপানের একটি সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, চলতি বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। নতুন যে সরকার আসবে তাদের কাজ করার জন্য অত্যন্ত নিরাপদ এবং শক্তিশালী ভিত্তি থাকবে। দেশের তরুণরা ভবিষ্যতে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এদিকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ধৃত অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন এবং সোহানা সাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিয়েছে ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

রায়গঞ্জ,৭ ফেব্রুয়ারি : লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগে এক হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করলেন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। পাশাপাশি অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। এদিন ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্টে অগ্রিম জামিনের আবেদন করলে বিচারক সেই আবেদন খারিজ করে দেন।' অভিযোগ, রায়গঞ্জ থানার মহারাজা হাট এলাকার বাসিন্দা উত্তম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ফ্ল্যাট বিক্রির নাম করে ১৯ লক্ষ টাকা নেন ওই শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী। সেই টাকা নেওয়ার সময় লিখিত চুক্তি হয়। প্রায় এক বছর হয়ে গেলেও ফ্ল্যাট না দেওয়ায় রায়গঞ্জ থানায় শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন উত্তম চট্টোপাধ্যায়। আর তার ভিত্তিতে অভিযুক্ত গায়ত্রী বর্মন দাসকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পাশাপাশি অপর অভিযুক্ত হেমতাবাদ ব্লকের ভরতপুর হাই স্কুলের ইংরেজি সহকারী শিক্ষক মিহির দাসের আগাম জামিন খারিজ করলেন রায়গঞ্জ সি জে এম কোর্টের বিচারক। একসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেন। এই প্রসঙ্গে অভিযোগকারী উত্তম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওই ফ্ল্যাটের দাম ১৯ লক্ষ টাকা ঠিক হয়েছিল। স্ট্যাম্প পেপারে লিখিত চুক্তি হয়েছিল। সেই অনুযায়ী ১৯ লক্ষ টাকা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দিনের পর দিন পার হয়ে গেলেও সেই ফ্ল্যাট আমাকে হস্তান্তর না করায় আমি বাধ্য হয়েই রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছি।'

গোলাপ দিবসে

প্রথম পাতার পর

ও হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। আক্রান্ত নাবালিকার মায়ের কথায়, 'আমার মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুটি বাইকে চারজন তরুণ তাকে অপহরণ করে। গণধর্ষণ করে ডালখোলা বাইপাসে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশের ফোন মারফত জানতে পারি আমার মেয়ে ডালখোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রয়েছে।' ইসলামপুর জেলা পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'বিষয়টি স্পর্শকাতর। এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা যাবে না।' ওই নাবালিকার কাছ থেকে সোনার গয়নাও ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারা সহ পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় চারজন যুবক জড়িত রয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

ছোট্ট তারা

বালুরঘাটের কংগ্রেসপাড়ার ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া সুবীর কর্মকার (১১)। দশম জেলা তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইট বিভাগে রুপো পেয়েছে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

হয়তো তোমারই জন্য...

একটু সঙ্গ পাওয়ার আশায়। শুক্রবার মালদায় মিষ্টি মুহূর্তের ছবিটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন স্বরূপ সাহা।

গোলাপ বিকোল ৪০ টাকায়

‘রোজ ডে’তে খরচের নো তোয়াক্কা

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : হোক না দামি। প্রিয়জনের হাসি দেখার জন্য সব বলিদান মেনে নেওয়া যায়। তাতে পকেট হয়ে যাক গড়ের মাঠ। ৭ ফেব্রুয়ারি। ভালোবাসার সপ্তাহের শুরুর দিনে রায়গঞ্জের ফুলের দোকানগুলিতে গোলাপের বিক্রি দেখলে তাই মনে হয়।

‘ভ্যালেন্টাইন্স উইক’-এর প্রথম দিনে অর্থাৎ গোলাপ দিবসে রায়গঞ্জের তরুণ-তরুণীরা মেতে উঠল গভীরভাবে। শহরের বিভিন্ন ফুলের দোকানে দেদার বিক্রি হল গোলাপ। যার দাম আকাশছোঁয়া। তবে তাতে ‘নো কেয়ার’। ৪০ টাকায় বিক্রি হল ব্যাঙ্গালোর গোলাপ। আর ১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে কলকাতার গোলাপ। তবে ভালোবাসার সপ্তাহজুড়ে মনের মানুষটিকে মনের মতো পছন্দসই জিনিস দিতে কার্পণ্য করছেনা কেউ। পছন্দের মানুষের মন রাখতে ভালো গোলাপ খুঁজেছেন রোমিওরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কলেজ ছাত্রের মতে, ‘বছরে তো একবারই এই দিনটি আসে। তাই টাকাপয়সার কথা অত চিন্তা করি না। বান্ধবীকে এই সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন দিন গোলাপ, ক্যাডবেরি, চকোলেট, কার্ড এইসব দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে সারপ্রাইজ দেব।’

তবে শুধু ছেলেরাই নয়, পিছিয়ে নেই মেয়েরাও। মেয়েদেরও এই সপ্তাহজুড়ে ভালোবাসার মানুষটিকে সারপ্রাইজ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

তবে এই দিনে সব থেকে খুশি ফুল বিক্রেতারা। লাভের মুখ দেখছেন তাঁরা। এক ফুল বিক্রেতা তপন সাহার বক্তব্য, ‘প্রত্যেক বছরই এই সপ্তাহজুড়ে ব্যাপক গোলাপ ফুল বিক্রি হয়। তবে আজকের গোলাপ

রায়গঞ্জ

দিবস উপলক্ষ্যে গোলাপের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। ১০ টাকা ও ৪০ টাকা দামের গোলাপ ছিল। সবগুলোই প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়েছে। লাল, সাদা ও হলুদ রংয়ের গোলাপ বিক্রি হয়েছে।’

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী নামের আরেক ফুল বিক্রেতার কথায়, ‘ভ্যালেন্টাইন্স উইক শুরু হয় গোলাপ দিয়ে। সেজন্য গোলাপের ব্যাপক চাহিদা ছিল। বিক্রিও হয়েছে দেদার।’

পাশাপাশি, ভালোবাসার মানুষটিকে মনের কথা জানানোর জন্য এই সপ্তাহটিকেই বেছে নিয়েছে কেউ কেউ। তবে শুধু টাকা খরচ করলেই হবে না। ভালোবাসলে লাগে সাহস। না হলে কী হয় তা জানালেন এক তরুণ। বললেন, ‘আজকে এক বান্ধবীকে গোলাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দিতে আর পারিনি। গোলাপ কেনার পর ব্যাগে ভরে দুরুদুরু বুকে তাঁর কাছে গিয়ে কথা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আর গোলাপটা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মনের কথা জানাব।’ বাড়িতে জানলে উত্তম-মধ্যম জোটার ভয়ে ভীতু প্রেমিক তাঁর নাম প্রকাশ করেননি।

আবর্জনা ব্যবস্থাপনার বেহাল দশার। কোথাও নেই সঠিক পরিকল্পনা, আবার কোথাও কর্মীদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক জুটছে না। মালদা হোক বা রায়গঞ্জ, শহুরে জীবন যেন এক অভিশাপ।

পুল গ্যারাজই হয়ে উঠেছে জঞ্জালের ভাগাড়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আবর্জনামুক্ত শহর গড়তে যখন বারবার বহুমুখী পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে ইংরেজবাজার পুরসভা, তখন শহরের ভিতরে থাকা নিজেদের পুল গ্যারাজকেই আবর্জনা ফেলার ভাগাড় তৈরি করে রেখেছে পুর কর্তৃপক্ষ। শুধু গ্যারাজের ভিতরেই নয়, সংলগ্ন জমিগুলোতেও ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। আবর্জনার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে গ্রিনপার্ক সহ ২ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকায়। যদিও লোকালয়ে আবর্জনা ফেলার কথা জানেন না পুরপ্রধান। দ্রুত জঞ্জাল সরিয়ে ফেলার কথা জানিয়েছেন তিনি।

বছর পাঁচেক আগেই সরকারি কৃষি খামারের জমি থেকে আবর্জনার ট্রলি রাখার জন্য পুরসভাকে জমি দেয় মালদা জেলা প্রশাসন। একপাশে সরকারি মুরগি খামার, অন্যদিকে হর্টিকালচার দপ্তর সহ পরপর একাধিক সরকারি দপ্তর। মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি গ্রিনপার্ক হয়ে গিয়ে মিলেছে অভিরামপুরের রাস্তার সঙ্গে। গত বছর বরাদ্দ করা জমির উপর পুল গ্যারাজ তৈরি করে ফেলেছে ইংরেজবাজার পুরসভা। আবর্জনা ফেলার ট্রিপার ভ্যানগুলি এখন মুক্তমঞ্চের পাশ থেকে সরিয়ে নতুন গ্যারাজে স্থানান্তর করে ফেলেছে পুরসভা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পুরসভার সাফাইকর্মীরা শহরের সংগৃহীত বর্জ্য ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পুল গ্যারাজের ভিতরেই ফেলছে। আবর্জনা ফেলা হচ্ছে রাস্তার ধারের ফাঁকা জমিগুলোতেও। একদল মানুষ যেমন আবর্জনার পাহাড় থেকে সামগ্রী সংগ্রহে মেতে থাকছেন, তেমনই খাবারের খোঁজে আসা কুকুর, শুয়োর, গোরু ও মোষের পালের বিচরণভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরসভার পুল গ্যারাজ। এই আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্গন্ধ পৌঁছে যাচ্ছে লোকালয় পর্যন্ত। বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে শ্বাসকষ্ট ও চর্মরোগ।

অনুকূল সাহা নামে গ্রিনপার্ক এলাকার বাসিন্দা বলেন, ‘একদিকে সরকারি পোলট্রি ফার্ম, অন্যদিকে পুরসভার জঞ্জাল। এই দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণ চলছে গ্রিনপার্ক এলাকায়। মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়ায় দুর্গন্ধ আমাদের বাড়ির ভিতরে পর্যন্ত চলে আসছে। বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধুলিকণা। বহু মানুষের শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ এমনকি পেটের রোগও দেখা দিচ্ছে। জঞ্জাল কখনোই লোকালয়ে ফেলা উচিত নয়, পুরসভা গোটা বিষয়টি জেনেও নিশ্চুপ।’

এক গৃহবধূ রেণুবালা সরকার-এর কথায়, ‘একদিকে সারে সারে সরকারি অফিস, অন্যদিকে গ্রিনপার্ক এলাকার জনবসতি। এর মাঝেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠছে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আমরা কীভাবে বসবাস করব? আমরা চাইছি দ্রুত এলাকা থেকে বিদায় নিক ভাগাড়।’

> অনেক সময় আবর্জনা গাড়িবোঝাই থাকে। চালকরা হয়তো পরেরদিন স্থায়ী ভাগাড়ে ফেলবে বলে রেখে দেন। তবে পুল গ্যারাজে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, তা আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিচ্ছি। আবর্জনা ফেলা হলে তুলে নিয়ে যাবেন সাফাইকর্মীরা।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান

পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, ‘অনেক সময় আবর্জনা গাড়িবোঝাই থাকে। চালকরা হয়তো পরেরদিন স্থায়ী ভাগাড়ে ফেলবে বলে রেখে দেন। তবে পুল গ্যারাজে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, তা আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিচ্ছি। আবর্জনা ফেলা হলে তুলে নিয়ে যাবেন সাফাইকর্মীরা।’

বেতন না মেলায় সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভ

বিক্ষোভের জেরে রায়গঞ্জের বাজারে আবর্জনা পড়েই রয়েছে। - সংবাদচিত্র

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : দুমাসের বেতন না মেলায় শুক্রবার পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখাল সাফাইকর্মীরা। আন্দোলনরত সাফাইকর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পুরসভায় পৌঁছে যান রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের দুই সদস্য। তাঁরা তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। এদিকে সাফাইকর্মীদের এই আন্দোলনের পিছনে ইন্ধনের অভিযোগ এনে সরব হয়েছেন রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার।

তাঁর দাবি, ‘প্রতি মাসেই তাঁরা বেতন পান কিন্তু একটু দেরি হয়। এই মাসেও পাবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাফাইকর্মীদের ভুল বুঝিয়ে কর্মবিরতিতে নামতে বাধ্য করাচ্ছেন।’

এদিন শহরের দেবীনগর, এমজি রোড, স্টেশন রোড, বিধাননগর এলাকায় আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। রায়গঞ্জ শহরের রাস্তার উপর জমছে পচন ও অপচনশীল বস্তু। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় জমে থাকা নোংরা আবর্জনা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন এবং অবিলম্বে শহরকে পরিচ্ছন্ন করার দাবি জানান।

তবে আন্দোলনরত সাফাইকর্মীরা এবিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার বলেন, ‘রায়গঞ্জ পুরসভা যে কোনও কাজ করে না তারই প্রমাণ এটা। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তূপ পড়ে রয়েছে।’.

পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, ‘সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’

হাসপাতালে উঠল কর্মবিরতি

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হস্তক্ষেপের আশ্বাসে শুক্রবারে কাজে যোগ দিল বালুরঘাট হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন মিলছে না কয়েকমাস ধরেই। গত মাসেই বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি পালনে নেমেছিল। কিন্তু প্রশাসনিক আশ্বাসে তিনদিন পরেই ওই কর্মবিরতি তুলে নিতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরে আরও একমাস পেরিয়ে গেলেও সমস্যা মেটেনি। তাই শুক্রবার থেকে ফের অনির্দিষ্টকালের জন্যে কর্মবিরতি ঘোষণা করেছিল বালুরঘাট জেলা সদর হাসপাতালের শতাধিক গ্রুপ-ডি অস্থায়ী কর্মচারীরা। কিন্তু তাঁদের এই সমস্যার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তাই আজ থেকে কর্মবিরতি শুরু করেনি ওই কর্মীরা বলে এদিন জানিয়েছেন, তাদের নেতা বিজয় বাসফোর।

শাস্তির দাবিতে স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইনজীবী অরিন্দম প্রামাণিকের উপর হামলার ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চেয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হল। সেদিন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাস, দীপক বর্মন, প্রতাপ সাহা, উৎপল গোস্বামী, অমল বিশ্বাস সহ প্রায় পঁচিশ জনের স্বাক্ষর রয়েছে।

গত ১৫ ডিসেম্বর রাতে মালদা থেকে বাইকে বাড়ি ফেরার সময় রূপাহার সংলগ্ন এলাকায় অরিন্দমের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তিনি আইনের দ্বারস্থ হলেও প্রশাসন এখনও কাউকে আটক করেনি বলে দাবি অরিন্দমের। সেজন্য অরিন্দমের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Najrul Islam ঠিকানা- বড় কাদিরপুর, পোস্টঃ- নাগেশ্বরপুর, অঞ্চল- সাহাপুর, ব্লক- ওল্ড মালদা, থানা ও জেলা- মালদা, পিন নং- ৭৩২১৪২ (পঃবঃ) আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (Reg. No.- 14228, Date- 24-11-2010) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত ০৬-০২-২৫ তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Most. Tahera Khatun থেকে Tahera Khatun করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114022

রংদার

ভালোবাসার রং বদল

আর ক’দিন পরেই প্রেমের দিন। ক্রমশ যা জনপ্রিয় হতে চলেছে বিশ্বসংসারে, বাঙালিয়ানায়। প্রেমও পালটে যাচ্ছে বড় দ্রুত। বদলাচ্ছে প্রেমের কথা। এবার প্রচ্ছদে সেই প্রেমের কথা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : তৃষ্ণা বসাক, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শুভময় সরকার
ছোটগল্প : অভিষেক বোস
ফুড ব্লগ : শীতকালের বিশেষ খাবার নিয়ে লিখলেন সুমন ভট্টাচার্য
কবিতা : দুর্গাশ্রী মিত্র, কিশোর মজুমদার, রাজু সাহা, তাপসী লাহা, বিপুল আচার্য ও নির্মাল্য ঘোষ

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

আইএসএলে আজ

হায়দরাবাদ এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : হায়দরাবাদ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

শুরুতেই পয়েন্ট নষ্ট বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের মূলপর্বে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র সবুজ-মেরুনের। ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই নিজেদের কিছুটা গুটিয়েই রাখল। ইতিবাচক আক্রমণও হাতেগোনা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই অল আউট আক্রমণে ঝাঁপায় ডায়মন্ড হারবার। বেশ কয়েকবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় বাগান রক্ষণকে। তবে শেষলগ্নে সুবর্ণসুযোগ নষ্ট করে তিন পয়েন্ট মাঠে ফেলে এল মোহনবাগান। ১০ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগে বড় ম্যাচ। তার আগে এই পয়েন্ট নষ্ট নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে সবুজ-মেরুন কোচ দেগি কাডোজোকে।

ডায়মন্ড হারবারের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আই লিগ ২-এর ম্যাচে ক্লাসা এফসি-কে ১-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। নৈহাটি স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিন মিনিটের মাথায় কিবু ভিকুনার দলের হয়ে নরহরি শ্রেষ্ঠা গোল করে দেন। বাকি ম্যাচে একাধিকবার আশা জাগিয়েও আর গোলমুখ খুলতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার।

জয়ী রয়্যালস

চালসা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার রয়্যালস টি দল ৩ উইকেটে হারিয়েছে বিধাননগর টাইটান্সকে। প্রথমে টাইটান্স ৭৭ রানে অল আউট হয়। জবাবে রয়্যালস ৯.১ ওভারে ৭ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। অশোক বর্মন ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

মাঠে ফেরার সম্ভাবনা সাউল-রাকিপের

প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচাতে আজ জয় চায় ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বাকি দলগুলির দিকে না তাকিয়ে নিজেদের সুপার সিক্সের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএলের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়া। তারপর অস্কার ব্রুজোঁ এসে খানিকটা সামাল দিলেও যতটা আশা করা গিয়েছিল, তেমন ফল হয়নি। এই মুহূর্তে হাতে আর মাত্র ছয় ম্যাচ। যার সিংহভাগ ঘরের মাঠে। লাল-হলুদ শিবির এখন এই শেষ ছয় ম্যাচ ঘিরেই স্বপ্ন দেখছে। সব ম্যাচ জিততে পারলে এখনও অঙ্কের বিচারে প্লে-অফে যাওয়া সম্ভব। যদিও সেটা যথেষ্ট কঠিন কাজ। তবু এখন সেই লক্ষ্যেই এগোতে চায় অস্কারবাহিনী। কোচ নিজেই সেই কথা এদিনও বলে দিলেন, 'এখনও আমাদের স্বপ্ন সুপার সিক্সে পৌঁছানো। যা পুরোপুরি অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম ছয়টা ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছে আমাদের কাছে। আমাদের হাতে এখন শেষ ছয় ম্যাচ বাকি। এতে ভালো ফল জরুরি। সবাই দেখেছে জানুয়ারিতে আমরা লিগের সেরা দলগুলির বিপক্ষে খেলেছি এবং তাতে আমরা খুব পিছিয়ে ছিলাম না। আপাতত আমাদের লক্ষ্য চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ।' ধারাবাহিকতার অভাব ভোগাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে জেতার পর মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে শেষ ম্যাচে আটকে যান রিচার্ড সেলিস-হেক্টর ইউস্তেরা। ওই ম্যাচে আধিপত্য রাখলেও গোল আসেনি। একেবারেই গোলের মধ্যে নেই দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। এই সব কারণেই সম্ভবত রাফায়েল মেসি বাউলিকে নিতে হয়েছে।

শনিবারের ম্যাচের আগে অবশ্য চোট-পরিস্থিতি আগের থেকে খানিকটা ভালো। সাউল ক্রেসপো এই চেন্নাইয়ানের বিপক্ষেই প্রথম দফায় চোট পেয়ে ছিটকে যান। তবু সেই ম্যাচ ২-০ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গল। সাউল সম্ভবত এই ম্যাচেই ফিরতে চলেছেন। তবে কতক্ষণ খেলবেন বা শুরু করবেন কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে অস্বীকার করেন লাল-হলুদ কোচ। এছাড়াও ফিট হয়ে গেছেন প্রভাত লাকড়া, মহম্মদ রাকিপরা। আনোয়ার আলিকে নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন আছে। যদিও এদিন শুরুর দিকে অনুশীলন করতে দেখা যায় তাঁকে। এছাড়া ক্লেইটন সিলভা একেবারেই মাঠে নামার জায়গায় নেই। তিনি অনুশীলনেই আসেননি। কুঁচকিতে চোট রয়েছে সেলিসেরও। তিনি খেলতে না পারলে তাঁর জায়গায় নন্দকুমার শেখরকে সম্ভবত ব্যবহার করবেন অস্কার। প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ানও যথেষ্ট বেকায়দায়। শেষ পাঁচ ম্যাচের একটাতেও জয় নেই ওয়েন কোয়েলের দলের। তিন ড্র, দুটো হার। স্বাভাবিকভাবে তাদের কাছেও এখন সব ম্যাচই ভেসে থাকার এবং সম্মানজনক জায়গায় শেষ করার লড়াই। ফলে তারাও যে ছেড়ে কথা বলবে না, এটা স্পষ্ট। তাছাড়া ওয়েন কোয়েলের দলকে খেলানোর ধরনে একটা আলট্রা ডিফেন্সিভ স্টাইল থাকে যাতে প্রতিপক্ষ গোলের রাস্তা সহজে খুঁজে পায় না। চেন্নাইয়ান সম্পর্কে অস্কারের বিশ্লেষণ, 'দেখুন ওদের দলে ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন প্রচুর ফুটবলার আছে। ফারুখ চৌধুরী, কোনর শিল্ড বা সদ্য যোগ দেওয়া প্রীতম কোটালরা। জানুয়ারি মাসে ওরা কোনও ম্যাচের ফলেই খুশি হতে পারেনি। তাই আমাদের বিরুদ্ধে যে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।'

চেন্নাইয়ান শেষপর্যন্ত কতটা ভালো খেলতে পারে তার থেকেও বড় প্রশ্ন এখন ইস্টবেঙ্গল কি শেষপর্যায়ে জ্বলে উঠবে? লিগে টিকে থাকতে হলে শনিবারের ম্যাচ জিততেই হবে অস্কারবাহিনীকে।

গোল খরা কাটাতে তৈরি হচ্ছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

চেন্নাইয়ান এফসি-র ম্যাচের প্রস্তুতিতে সাউল ক্রেসপো।

> ওদের জলে ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন প্রচুর ফুটবলার আছে। ফারুখ চৌধুরী, কোনর শিল্ড বা সদ্য যোগ দেওয়া প্রীতম কোটালরা। জানুয়ারি মাসে ওরা কোনও ম্যাচের ফলেই খুশি হতে পারেনি। তাই আমাদের বিরুদ্ধে যে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

ছুটিতেও ফোকাস ধরে রাখতে চান শুভাশিসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে পালতোলা নৌকা। ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শিল্ডের লড়াইয়ে সবাইকে পিছনে ফেলেছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পরের ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। হাতে বেশ কয়েকদিন সময় থাকায় পুরো দলকে চারদিনের ছুটি দিয়েছেন বাগান কোচ মোলিনা।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের পর দশদিনের বিরতি থাকায় কি দলের ফোকাস নষ্ট হয়ে যাবে? মোহনবাগান ফুটবলাররা অবশ্য দাবি করছেন, ফোকাস নষ্ট হবে না। বরং আরও তরতাজা হয়েই মাঠে নামবেন তাঁরা। দলের স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্ট বলেছেন, 'বিরতিতে মোটেও আমাদের ফোকাস নষ্ট হবে না। বরং ছুটি পেয়ে ভালোই হয়েছে। আমরা আরও তরতাজা হয়ে কেরালা ম্যাচে মাঠে নামতে পারব।'

স্টুয়ার্টের সঙ্গে একমত দলের অধিনায়ক শুভাশিস বসুও। বলেছেন, 'এর আগেও আমরা বিরতি পেয়েছি। বিরতিতে দলের খেলোয়াড়রা আরও তরতাজা হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে। আমরা দশদিনে চারটি ম্যাচ খেলেছি। তাই এখন বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। চোটমুক্ত হয়ে মাঠে ফিরতে পারব সবাই।' অঙ্ক বলছে, শিল্ড জিততে গেলে মোহনবাগানকে বাকি ৪ ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট পেতে হবে। তবে এখনই শিল্ড নিয়ে ভাবছেন না বাগান অধিনায়ক। বরং বাকি চারটি ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলতে চান তিনি। শুভাশিস বলেছেন, 'পয়েন্টের হিসাব এখনই করতে চাই না। বাকি চারটি ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তোলাই লক্ষ্য আমাদের। যতক্ষণ না শিল্ড নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলব না।'

বাগান কোচ মোলিনাও জানিয়ে দিয়েছেন, বাকি চারটি ম্যাচের ওপরেই ফোকাস করছে তাঁর দল। তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না, কত পয়েন্ট পেলে শিল্ড আসবে। আমরা নিজেদের ম্যাচের দিকেই মনঃসংযোগ করছি।'

শুভাশিস বসুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করতে মোহনবাগানের কিংবদন্তিদের সঙ্গে তাঁর নামে টিফো নিয়ে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে হাজির হয়েছিলেন সমর্থকরা।

কলকাতায় পৌঁছেই অনুশীলনে মেসি

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নাম ঘোষণার দুইদিনের মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন রাফায়েল মেসি বাউলি। সদ্য তাঁকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলকাতায় এসে পৌঁছান এই ক্যামেরুনজাত স্ট্রাইকার। ক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। পরে বিকেলের অনুশীলনেও হাজির হয়ে যান কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে আইএসএলে খেলে যাওয়া এই ফুটবলার। তবে মাঠে নামেননি। মূল স্টেডিয়াম ঘুরে দেখা ছাড়াও সতীর্থদের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ তাঁর হাতে ২৮ নম্বর জার্সি তুলে দেন।

রাফায়েল কথা না বললেও হেড কোচ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'মেসি কলকাতায় নেমেই অনুশীলনে চলে এসেছে। মাত্র কয়েক মিনিট হল ওর সঙ্গে সামান্য কথা বলতে পেরেছি। লম্বা সফরের পর ও রিকভারি করবে। তারপর রাতে জিম-সেশনের পর ভালো করে ঘুমোবে। শনিবার সকালে ওর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখব, ও ১০, ২০ বা ৩০ মিনিট খেলতে পারে কিনা। অবশ্যই এই ম্যাচে খেলতে পারলে ভালো। কারণ শেষপর্যায়ে এসে এই ম্যাচটা এখন আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।' চেন্নাই ম্যাচ জিততে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল যে মেসি বাউলিকে নামাতে চেষ্টা করবেই, তা বলাই বাহুল্য।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁর হাত থেকে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি নিচ্ছেন রাফায়েল মেসি বাউলি।

সেমিফাইনালে বিবেকানন্দ, প্রগতি সংঘ

তুফানগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : এনপিএস কাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও নিউ প্রগতি সংঘ। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে বিবেকানন্দ ৮ উইকেটে হারিয়েছে বারোকোদালি নেতাজি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে। মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে প্রথমে বারোকোদালি ৭ উইকেটে ১১০ রান তোলে। আবু বকর সিদ্দিকীর সংগ্রহ ৩৬ রান। জবাবে বিবেকানন্দ ১১.২ ওভারে ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাজ সাজের ১৫ রানে ২ উইকেট নেন।

অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে প্রগতি সংঘ ৭৮ রানে হারিয়েছে নিউ প্রগতি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে প্রগতি সংঘ ৬ উইকেটে ১৮৫ রান তোলে। ৭৭ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন শুভজিৎ সাহা। জবাবে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ১০৭ রানে গুটিয়ে যায়।

শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে নামবে নিউ প্রগতি সংঘ ও বালকুঠি সৎসংঘ ক্লাব। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে তুফানগঞ্জের বিবেকানন্দ ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

কারাবাও কাপের ফাইনালে লিভারপুল

লন্ডন, ৭ ফেব্রুয়ারি : কারাবাও কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে টটেনহ্যাম হটস্পারের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল লিভারপুল। তাই দ্বিতীয় লেগ নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন অল রেড সমর্থকরা। তবে সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দ্বিতীয় লেগে ৪-০ গোলে স্পার্সকে হারাল লিভারপুল। সেই সঙ্গে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে আর্নে স্লটের ছেলেরা।

ম্যাচের ৩৪ মিনিটে কোডি গাকপোর গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৫১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মহম্মদ সালাহ। ৭৫ মিনিটে ডোমিনিক সোবোসলাই ও ৮০ মিনিটে ভার্জিল ভ্যান ডাইক আরও দুটি গোল করেন।

১৬ মার্চ ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে নিউ ক্যাসলের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে লিভারপুল। গতবারও অল রেডস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তবে এবার ম্যাচ কঠিন হতে চলেছে বলেই মনে করেন লিভারপুল কোচ স্লট। তিনি বলেছেন, 'নিউ ক্যাসল খুব ভালো দল। এবারের ফাইনাল বেশ কঠিন হতে চলেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। আমরা নিজেদেরকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামব।'

এদিকে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়ে বেশ হতাশ স্পার্স কোচ আঞ্জে পোস্তেকগ্লু। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ফাইনালে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করেছি। এখন পরের ম্যাচগুলিতে ছেলেদের কাছ থেকে সেরাটা বের করাই আমার লক্ষ্য।' সেমিফাইনালে টটেনহ্যামের পারফরমেন্স নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছেন প্রাক্তন ফুটবলাররা। প্রাক্তন স্পার্স তারকা জেমি রেডন্যাপ বলেছেন, 'আমার জীবদ্দশায় টটেনহ্যামকে এত খারাপ খেলতে দেখিনি। সারা ম্যাচে একটাও গোলমুখী শট নিতে পারেননি ফুটবলাররা।' প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ফুটবলার ডিওন ডাবলিন বলেছেন, 'মাঠে টটেনহ্যাম খেলোয়াড়দের শরীরীভাষা একদমই ভালো লাগেনি। দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মাঠে ঘুরতে এসেছে।'

ভার্জিল ভ্যান ডায়েককে গোলের জন্য অভিনন্দন মহম্মদ সালাহর।

পেনাল্টি থেকে গোল করে উচ্ছ্বসিত সালাহ।

ফোকাস ঠিক রাখা চ্যালেঞ্জ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : শেষ দুই দলের লড়াই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বা হায়দরাবাদ এফসি, কোনও দলেরই কিছু হারানোর নেই। তাই ম্যাচ যে উত্তেজক হবে না, তা কে-ই বা বলতে পারে!

শনিবার বিকেলে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে সাদা-কালো ব্রিগেড। তার আগে সাদা-কালো শিবিরে সমস্যা অগুনতি। একে বেতন নিয়ে দলের অন্দরে চাপা অসন্তোষ রয়েছে। সামনে হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি। দলের হেড কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভও নেই। তিনি কবে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কি না তাও একপ্রকার অনিশ্চিত। সবমিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে দলের ফোকাস ঠিক রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর কাছে। তিনি বলেছেনও, 'মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমরা একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি। ফুটবলাররাও সেটা বুঝতে পেরেছে। আমাদের ছয়টা ম্যাচ বাকি এখনও। বাকি ম্যাচগুলোতে ফোকাস ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। ফুটবলাররা সকলেই পেশাদার। তাই পরিস্থিতি যাই হোক ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতে হবে।' একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতেও ফুটবলাররা যেভাবে লড়ছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ প্রাপ্য বলেও জানান মেহরাজ।

> মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমরা একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি। ফুটবলাররাও সেটা বুঝতে পেরেছে। আমাদের ছয়টা ম্যাচ বাকি এখনও। বাকি ম্যাচগুলোতে ফোকাস ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।
>
> **মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু**

এদিকে আবার দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেহরাজের চিন্তা বাড়িয়েছে মাঝমাঠ। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না মিরজালোল কাশিমভ। চিন্তা থেকে যাচ্ছে অ্যালেক্সিস গোমেজকে নিয়েও। দলের সঙ্গে তিনি গিয়েছেন ঠিকই। তবে আর্জেন্টাইন মিডিও সম্ভবত এখনও ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় নেই। তবে সাদা-কালো কোচ দলের ২৭ জন ফুটবলারের ওপরই সমান আস্থা রাখছেন। চোট রয়েছে সামাদ আলি মল্লিকেরও। জোসেফ আদজেই দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও চিকিৎসকের থেকে এখনও মাঠে নামার ছাড়পত্র পাননি।

মহমেডান লিগ টেবিলের একেবারে শেষে। হায়দরাবাদও ১২ নম্বরে রয়েছে ঠিকই। তবে নিজাম শহরে সাদা-কালোকে মানসিকভাবে পিছিয়ে দিতে পারে প্রথম লেগে এই হায়দরাবাদের কাছেই চার গোল হজম ও শোচনীয় হার। ম্যাচটা কঠিন মেনে নিয়েও মেহরাজ বলেছেন, 'ওদের সমীহ করতেই হয়। তবে অতীতে কী হয়েছে মনে রাখতে চাই না। আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে।' এদিকে ম্যাচ খেলতে চার বিদেশি সহ মহমেডান দল শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদ পৌঁছেছে।

বেতন নিয়ে মহমেডান ক্লাবে সমস্যার মধ্যেও লড়াকু মেজাজ হারাননি ফুটবলাররা। বল দখলে কার্লোস ফ্রাঙ্কার সঙ্গে পাল্লা মার্ক আন্দ্রে শমারবাকের।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টে পিয়ারলেসের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : পিয়ারলেস ক্লাবের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট দলের যাত্রা শুরু। শুক্রবার অঙ্কুরহাটি স্টেডিয়ামে প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির বসু, হেমন্ত ডোরাদের উপস্থিতিতে শুরু হল তাদের পথচলা। দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জামশেদ নাসিরি এবং চিফ কোচ হলেন হীরালাল দাস। কলকাতা ফুটবল লিগের সাপ্লাই লাইন হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য ডেভেলপমেন্টাল লিগে খেলার ছাড়পত্র আদায় করা। ভবিষ্যতে তাদের বয়সভিত্তিক দল গঠনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার্স ইলেভেন

আলিপুরদুয়ার, ৭ ফেব্রুয়ারি : অসমের বিজনিতে বিজনি ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল প্লেয়ার্স ইলেভেন। ফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে বিসিএ বিজনিকে। প্লেয়ার্স প্রথমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। জবাবে বিসিএ ১৫৫ রানে আটকে যায়।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

সেরা মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল

কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার সদর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের বার্ষিক ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হল মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল। এমজেএন স্টেডিয়ামে তারা ৭৯ পয়েন্ট পেয়েছে। ৭৭ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে গৌরাঙ্গবাজার হাইস্কুল। সংসদের সচিব কুন্তল সমাজদার জানিয়েছেন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কোচবিহার সদর এলাকায় ৬০টি স্কুলের ৫৮৮জন প্রতিযোগী ৬৪টি ইভেন্টে অংশ নিয়েছে। প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেল।

ফাইনালে জোড়াই একাদশ

বারবিশা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি ২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল জোড়াই একাদশ। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১০ রানে এমএসসিসি পারভেজগঞ্জকে হারিয়েছে। জোড়াই প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৪ রান তোলে। আব্রার ৩৪ রান করেন। অঙ্কিত সিং ৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। জবাবে এমএসসিসি পারভেজগঞ্জ ১৮.৪ ওভারে ১৭৪ রানে গুটিয়ে যায়। ইফতিকারের অবদান ৪৩ রান। ২২ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা রকি। শনিবার ফাইনালে খেলবে জোড়াই একাদশ এবং শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুণ্ডা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রকি। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

চোট কাটিয়ে কটকেই ফিরছেন বিরাট

খেলবেন শুনে সিনেমা ফেলে ঘুমে শ্রেয়স

প্রথম ওডিআইয়ে ৩৬ বলে ৫৯ রান করে দলকে ভরসা দিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার।

নাগপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার অনুশীলনের পরও জানতেন নাগপুর ম্যাচে প্রথম একাদশে জায়গা হবে না। নৈশভোজের পর রাতে নিজের হোটেলের ঘরে বসে সিনেমা দেখছিলেন। এমন সময় রোহিত শর্মার ফোন-'কাল তুমি খেলছ'।

অধিনায়কের বার্তা পাওয়ার পর সিনেমা ফেলে সোজা বিছানায়। যত দ্রুত ঘুমিয়ে শরীরকে তাজা রাখার ভাবনা। ফল, ৩৬ বলে ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেওয়া। যার ওপর দাঁড়িয়ে জয় আনেন শুভমান গিল, অক্ষর প্যাটেলরা।

বিরাট কোহলির হাঁটুর হঠাৎ চোট সুযোগ করে দেয় শ্রেয়সের। ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরির পর সেই কথা মেনেও নিচ্ছেন। জানালেন, বিরাট সুস্থ থাকলে নাগপুরে তাঁর খেলা হত না। 'বুধবার রাতে রোহিতভাই আমাকে বলে খেলতে পারি আমি। বিরাটভাইয়ের হাঁটুতে চোট আছে। ও ফিট থাকলে আমার খেলার সুযোগ হত না,' অকপট শ্রেয়স।

রোহিতের ফোনের প্রসঙ্গ টেনে শ্রেয়স আরও জানান, রাতে ঘরে বসে সিনেমা দেখছিলেন। যেহেতু খেলার সম্ভাবনা নেই, তাই একটু বেশি রাতে ঘুমোলে সমস্যা নেই। কিন্তু অধিনায়কের ফোনের আর কালবিলম্ব করেননি। পুরো সিনেমা না দেখেই ঘুমোতে চলে যান।

> সিরিয়াস কিছু নয়। ম্যাচের আগের দিন প্র্যাকটিসেও ঠিকঠাক ছিল। বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে উঠে দেখে হাঁটু ফুলে গিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই দলে ফিরছে বিরাট।
>
> **শুভমান গিল**

নিজের আক্রমণাত্মক ইনিংস প্রসঙ্গে শ্রেয়সের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে গত কয়েক মাস ধরে নিজেকে ঘষেমেজে নিচ্ছেন। পুরোনো শটে ধার বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন শট নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। শর্ট বল সমস্যা মেটানোর ওপর বাড়তি নজরও দেন। প্রতিফলন গতকালের ম্যাচে।

আত্মবিশ্বাসী শ্রেয়স বলেছেন, 'ওরা শর্ট বল করছিল। ঠিক করি বলের গতিটাকেই কাজে লাগাব। ফিল্ডাররা তখন ৩০ গজ বৃত্তের ভিতরে, ফলে উঁচু শটে মন দিই। গত কয়েক মাসে টানা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা, শেখাটা কাজে লেগেছে।'

প্রশ্ন, রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে কটকে বিরাট সুস্থ হয়ে ফিরলে শ্রেয়সের কী হবে? পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক যদিও ওই সব নিয়ে ভাবতে নারাজ। যখন যতটুকু সুযোগ মিলবে, তা কাজে লাগাতে চান। সাফ কথা, পরের ম্যাচে কী হবে, এখন থেকে ভাবতে রাজি নন। নাগপুরে সুযোগ পেয়েছেন, লক্ষ্য ছিল ভালো খেলা। রান পেয়ে খুশি।

এদিকে, বিরাটের চোট নিয়ে স্বস্তির খবর ভারতীয় শিবিরে। খবর, হালকা সমস্যা। কিন্তু সতর্কতার কারণে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কটক ম্যাচের আগে দিন দুয়েক হাতে রয়েছে। তার আগে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন কিং কোহলি।

ফিটনেস বরাবরই সম্পদ বিরাটের। পরিসংখ্যান বলছে ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দলে থেকেও মাত্র ৬টি ম্যাচ চোট বা শারীরিক সমস্যাজনিত কারণে মিস করেছেন। এবার ১১৩০ দিন পর এমন ঘটনা ঘটেছে! সূত্রের দাবি, নাগপুর জনতা বিরাট-দর্শন থেকে বঞ্চিত হলেও কটকের ক্রিকেটপ্রেমীরা অবশ্য কোহলিয়ানায় মাতার সুযোগ পাবেন।

বিরাট-ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন সহ অধিনায়ক তথা ম্যাচের সেরা শুভমান গিলও। এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'সিরিয়াস কিছু নয়। ম্যাচের আগের দিন প্র্যাকটিসেও ঠিকঠাক ছিল। বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে উঠে দেখে হাঁটু ফুলে গিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই দলে ফিরছে বিরাট।'

জয়ের পর হার্দিক পান্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে খুনশুটিতে বিরাট কোহলি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে স্ত্রী অঞ্জলি ও মেয়ে সারাকে নিয়ে শচীন তেন্ডুলকার। রাষ্ট্রপতি ভবনে।

স্বপ্ন দেখছেন অর্শদীপ-চাহালকে নিয়ে

শ্রেয়সের হয়ে ব্যাট 'কোচ' পন্টিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ৩৬ বলে ৫৯।

শ্রেয়স আইয়ারের যে ঝোড়ো ইনিংসে বেলাইন ইংল্যান্ড। রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালকে দ্রুত ফিরিয়ে একসময় জাঁকিয়ে বসেছিল জস বাটলারের দল। কিন্তু শ্রেয়স-ধামাকায় ম্যাচের ছবিটাই বদলে দেয়।

ম্যাচের সেরা শুভমান গিলও স্বীকার করছেন, শ্রেয়স বাকিদের কাজ সহজ করে দেয়। যদিও দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের পরও দ্বিতীয় ম্যাচে জায়গা নিশ্চিত নয় শ্রেয়সের। বিরাট কোহলি না থাকায় নাগপুরে চার নম্বরে খেলেন। কটকে বিরাটের ফেরা প্রায় নিশ্চিত। ফলে শ্রেয়সকে নিয়ে টানাপোড়েন। এহেন পরিস্থিতিতে তারকা ব্যাটারের হয়ে ব্যাট ধরলেন রিকি পন্টিং।

আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হেডকোচ রিকি। অধিনায়ক শ্রেয়স। মেগা লিগে নিজের দলের অধিনায়কের হয়ে সওয়াল করে বলেন, 'আমি রীতিমতো অবাক, গত ২ বছর ধরে ভারতীয় দলের বাইরে ছিল শ্রেয়স আইয়ার! ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিল ও। মিডল অর্ডারে ধারাবাহিকতা দেখায়। মনে হয়েছিল দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছে শ্রেয়স। যদিও তা হয়নি!'

আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রেয়সকে রীতিমতো প্রশংসায় ভরিয়ে দেন বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক। পন্টিংয়ের যুক্তি, মাঝে চোট বার দুয়েক ব্রেক লাগিয়েছে শ্রেয়সের দৌড়ে। ছিটকে যেতে হয়েছে জাতীয় দল থেকেও। কিন্তু

> আমি রীতিমতো অবাক, গত ২ বছর ধরে ভারতীয় দলের বাইরে ছিল শ্রেয়স আইয়ার! ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিল ও। মিডলঅর্ডারে ধারাবাহিকতা দেখায়। মনে হয়েছিল দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছে শ্রেয়স। যদিও তা হয়নি!
>
> **রিকি পন্টিং**

ঘরোয়া ক্রিকেটে এবার প্রথম থেকেই দুরন্ত ফর্মে। আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তনেও তার ঝলক।

পাঞ্জাব কিংসের হেডকোচের আরও মন্তব্য, 'আইপিএল নিলাম পরবর্তী সময়ে শ্রেয়সের পারফরমেন্স অসাধারণ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও দাপট জারি থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। কিছুটা মন্থর, নীচু বাউন্সের উইকেটে ও দুর্দান্ত। স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বড় হিট নেওয়ার দক্ষতা রয়েছে। জানে, স্পিন বোলিংকে কীভাবে পালটা মার দিতে হয়।'

পাঞ্জাবের আইপিএল জয়ের আক্ষেপ দূরে শ্রেয়সের সঙ্গে অর্শদীপ সিং, যুযবেন্দ্র চাহালকেও তুরুপের তাস ধরছেন রিকি। বলেও দিলেন, 'আমি তিনজন প্লেয়ারকে ভীষণভাবে চেয়েছিলাম। প্রথমজন অর্শদীপ সিং, গত ৩-৪ বছর ধরে পাঞ্জাব কিংসের সম্পদ। অধিনায়ক হিসেবে চেয়েছিলাম এমন একজনকে যার সঙ্গে আমি কাজ করেছি আগে (দিল্লি ক্যাপিটালসেও কোচ-অধিনায়কের যুগলবন্দি) এবং সে অত্যন্ত সফলও হবে। শ্রেয়স আইয়ারের মাধ্যমে যে দাবি পূরণ। সঙ্গে যুযি। সবমিলিয়ে একদম পারফেক্ট ভারতীয় ব্রিগেড।'

বিশ্বের প্রথমসারির আটটি দেশ ও সেরা খেলোয়াড়রা ব্যস্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে। পন্টিংয়ের চোখও সেদিকে থাকবে। পাশাপাশি চলছে ২০২৫ আইপিএলের পরিকল্পনা তৈরিও। দাবি, নিলামে বেশ শক্তিশালী দলই গড়তে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা। এবার দল তৈরি, উইনিং কম্বিনেশন গড়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। আর যে লক্ষ্যে শ্রেয়স, চাহাল, অর্শদীপই তুরুপের তাস।

রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তায় মুগ্ধ শচীন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ শচীন তেন্ডুলকার। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে গতকাল রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। দেশের এক নম্বর নাগরিকের ঐতিহাসিক বাসস্থান ঘুরে দেখেন, সময় কাটান।

সবকিছু ছাপিয়ে রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তা ছুঁয়ে গিয়েছে শচীনকে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে বিখ্যাত অমৃত উদ্যান ঘুরে দেখেন। নৈশভোজও সারেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের একাধিক ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি। সঙ্গে রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা।

শচীন লিখেছেন, 'পরিবারকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা, সময় কাটানো, চিরকালের স্মৃতি হয়ে থাকবে। সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদি মুর্মুজি-র আন্তরিক আতিথেয়তা আমাদের যাওয়াকে আরও স্পেশাল করে তুলেছিল। ডিনার টেবিলে আন্তরিক কথাবার্তা, ঐতিহাসিক করিডর দিয়ে ওঁনার সঙ্গে হাঁটার অনুভূতি স্পেশাল। প্রতিটি মুহূর্ত ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমাকে।'

১ মার্চ বোর্ডের এসজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নয়া সচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদের শূন্যস্থান পূরণ আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার যুগ্মসচিব পদের শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে আসরে নামল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ১ মার্চ মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে বিশেষ সাধারণ সভা বা এসজিএম ডাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে আজ। জানা গিয়েছে, ১ মার্চের এসজিএমে বোর্ডের নয়া যুগ্মসচিব পদের নাম চূড়ান্ত হবে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া ছাড়াও দিল্লির রোহন জেটলি ও মুম্বইয়ের সঞ্জয় নায়েক বোর্ডের নতুন যুগ্মসচিব পদের দৌড়ে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই তিনজনের মধ্যে থেকেই কোনও একজনকে ১ মার্চের এসজিএমের আসরে বেছে নেওয়া হবে। আলাদাভাবে যুগ্মসচিব পদের জন্য কোনও নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই বলেই খবর। উল্লেখ্য, বিসিসিআইয়ের বর্তমান সচিব দেবজিৎ সইকিয়া যুগ্মসচিব পদ থেকেই সচিব হয়েছিলেন। ১২ জানুয়ারির শেষ এসজিএমে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব হিসেবে দেবজিৎ দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু সেই সময় যুগ্মসচিব পদের শূন্যস্থান পূরণ হয়নি। সেটাই চূড়ান্ত হবে ১ মার্চ।

খেলরত্ন পেয়ে গর্বিত হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পরপর দুইটি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ের কারিগর তিনি। সেই ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংকে সম্প্রতি মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ হকি খেলোয়াড় হিসেবে এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত বিশ্বের অন্যতম সেরা ড্র্যাগফ্লিকার হরমনপ্রীত। তিনি বলেছেন, 'অলিম্পিকে পদক জেতার পর খেলরত্ন পাওয়াটা আমার কাছে গর্বের বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করেছি। পাশাপাশি সতীর্থ, পরিবার, হকি ফেডারেশন সবাই আমাকে প্রথম দিন থেকে সমর্থন করে গিয়েছে।' হকি ইন্ডিয়া লিগে খেলার সুবাদে অনেক আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছেন তিনি। যা তাঁকে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছেন।

বুমরাহর ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে আজই

বেঙ্গালুরু, ৭ ফেব্রুয়ারি : স্ক্যান হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে নানা ডাক্তারি পরীক্ষার পালাও শেষ। অপেক্ষা এবার রিপোর্ট পাওয়ার। সব ঠিকমতো চললে হয়তো শনিবারই জসপ্রীত বুমরাহর যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে পৌঁছে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। তারপরই বুমরাহ ঠিক কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন কিনা, স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বুমরাহ এখনও সেখানেই রয়েছেন। তাঁর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে হওয়া নানা ডাক্তারি পরীক্ষার ফল নিয়ে তিনি নিজেও আশাবাদী। পিঠের সমস্যা এখন প্রায় নেই। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষ টেস্টে সিডনিতে চোট

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

পাওয়ার পর থেকে এখনও মাঠের বাইরে থাকা বুমরাহ নিজেও দ্রুত মাঠে ফিরতে চাইছেন।

বেঙ্গালুরুর এনসিএ, বিসিসিআইয়ের একঝাঁক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশে বুমরাহর চোট নিয়ে নিয়মিতভাবে নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক রোয়ান শাওটনের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বছর কয়েক আগে যখন প্রথমবার বুমরাহর পিঠে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তখন নিউজিল্যান্ডের এই শল্য চিকিৎসকই অস্ত্রোপচার করেছিলেন। ফলে ভারতীয় দলের এক নম্বর জোরে বোলারের মাঠে ফেরার ব্যাপারে কিউয়ি শল্য চিকিৎসকের মতামত ও পরামর্শও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে একান্তই বুমরাহ ফিট হতে না পারলে বিকল্প হিসেবে মহম্মদ সিরাজকে দুবাই পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে রেখেছেন জাতীয় নির্বাচকরা।

ধাক্কা সামলে স্মিথ, ক্যারির শতরান

গল, ৭ ফেব্রুয়ারি : স্টিভেন স্মিথ ও অ্যালেক্স ক্যারির শতরানে ভর করে গল টেস্টে বড় রানের পথে এগোচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি থেকেই ছন্দ ফিরে পেয়েছেন স্মিথ। শ্রীলঙ্কা সফরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ২৫৭ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে অজি ব্রিগেডের শুরুটা যদিও খুব একটা ভালো হয়নি। স্কোরবোর্ডে রান একশো ছোঁয়ার আগেই তিন উইকেট খুইয়ে একটু চাপে পড়ে যায় তারা। সেই ধাক্কা সামলে দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্মিথ। সঙ্গী অ্যালেক্স ক্যারি। দুজনেই শতরান করেন।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৩৯ বলে ১২০ রান করে অপরাজিত রয়েছেন স্মিথ। এই নিয়ে লাল বলের আন্তর্জাতিকে ৩৬তম শতরান করলেন তিনি। টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির নিরিখে প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিলেন রাহুল দ্রাবিড়, জো রুটদের সঙ্গে। অন্যদিকে ১৫৬ বলে ১৩৯ রান করে অপরাজিত রয়েছেন ক্যারি। অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ৩৩০ রান। এগিয়ে ৭৩ রানে।

রোকো-র অপেক্ষায় উন্মাদনা কটকে

কটক, ৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ৫ বছরের অপেক্ষা।

শহরে ফের ভারতীয় দল। সঙ্গী জস বাটলারের ইংল্যান্ড। তারকা-যুদ্ধকে ঘিরে ভারতের বাকি শহরের মতো সাজোসাজো রব কটকেও। উত্তাপকে আরও চড়িয়ে দিয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের বারাবটি স্টেডিয়ামের সম্ভাব্য শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের হাতছানি।

প্রিয় দুই নায়ককে শেষবারের মতো জাতীয় দলের জার্সিতে বারাবটিতে দেখার সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ মহানদীর পাড়ের ক্রিকেট মহল। টিকিটের লম্বা লাইন, হুড়োহুড়ি, ভিড় সামলাতে পুলিশের জলকামান ব্যবহারের ছবিতে রো-কো-কে নিয়ে উন্মাদনার কোলাজ।

কেউ কেউ টিকিটের জন্য লাইনে ১৪ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেছেন। টিকিটের হাহাকারের সুযোগ নিচ্ছেন কালোবাজারিরাও। ১০ গুণ দামে বিকোচ্ছে টিকিট। গাঁটের অতিরিক্ত কড়ি খরচ হলেও পিছপা হচ্ছেন না ক্রিকেট ভক্তরা। স্বস্তি দিচ্ছে বিরাট কোহলির ফিটনেস রিপোর্ট এবং রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামার খবর।

ভারতীয় দলের সঙ্গে বাটলারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে। দুই দলের টিম হোটেল 'মে ফেয়ার লেগুন' সহ স্টেডিয়াম চত্বরকে কার্যত নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। কমিশনার অফ পুলিশ এস দেব দত্তা সিং জানিয়েছেন, ৫০ প্লাটুন পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে ম্যাচের দিন।

অবশ্য লড়াইয়ের আসল মঞ্চ বাইশ গজ নিয়ে স্বভাবতই বাড়তি উৎসাহ দুই দলের। নাগপুরে তুলনায় ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতি ছিল। বারাবটিতে সাধারণত স্পিন-সহায়ক পিচের পরম্পরা রয়েছে। প্রথম স্পেলে নতুন বলে পেসাররাও সাহায্য পাবেন। নাগপুরের পর কটকেও যে সুযোগের সদ্ব্যবহারের মেজাজে হর্ষিত রানা।

ওডিআই অভিষেকে ম্যাচ জেতানো বোলিং উপহার দিয়েছেন। দলের অন্দরমহলের খবর, রাতারাতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলেও ঢুকে যেতে পারেন গম্ভীরের প্রিয় ছাত্র। হর্ষিত অবশ্য এসব নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ। লক্ষ্য পরিষ্কার- পাওয়া সুযোগ কাজে লাগানো।

পাত্তা দিচ্ছেন না নিন্দুকদের কটাক্ষ, সমালোচনাকেও। ভারতীয় দলে ডাক পাওয়া থেকে শুনতে হচ্ছে গম্ভীরের 'কোটা'র প্লেয়ারের মতো টিটকিরি। টি২০ সিরিজে শিবম দুবের 'কনকাশন সাব' হওয়া নিয়েও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। যদিও বছর তেইশের স্পিডস্টারের দাবি, 'আমি মনে করি মানুষ কথা বলতেই থাকবে। কিন্তু আমার কাজ হল খেলা। দেশের হয়ে সেরাটা দিতে চাই। বাইরে কে কী বলল, মাথা ঘামাতে নারাজ।'

টি২০ অভিষেক হঠাৎ করে। শিবমের 'কনকাশন সাব' হিসেবে ম্যাচের মাঝখানে। ওডিআই অভিষেক হচ্ছে, জানতে পারেন মাঠে গিয়ে! হর্ষিতের দাবি, জানতেন যে কোনও সময় ডাক আসতে পারে। মানসিকভাবে তাই তৈরি ছিলেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে চলছে পিচ তৈরির কাজ। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

> আমি মনে করি মানুষ কথা বলতেই থাকবে। কিন্তু আমার কাজ হল খেলা। দেশের হয়ে সেরাটা দিতে চাই। বাইরে কে কী বলল, মাথা ঘামাতে নারাজ।
>
> **হর্ষিত রানা**

নিন্দুকদের পাত্তা দিচ্ছেন না হর্ষিত

শুধু নাগপুর নয়, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সবসময় তিনি প্রস্তুত চ্যালেঞ্জ নিতে।

এদিকে শুভমান গিলকে নিয়ে বড় ভাবনা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। রোহিতের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে দৌড়ে হার্দিক পান্ডিয়া সহ একাধিক নাম থাকলেও তরুণ ব্যাটারই এগিয়ে। রোহিতের ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া তারই প্রথম পদক্ষেপ। শুভমানও নাকি এমনই ইঙ্গিত পেয়েছেন স্বয়ং রোহিতের থেকে।

গিলের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন হিটম্যান। নিজের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিচ্ছেন তরুণ ডেপুটির সঙ্গেও। বোর্ডের এক আধিকারিকের দাবি, রোহিত সরলে ওডিআই দলের অধিনায়ক হবেন শুভমান। নাগপুর ম্যাচের পর শুভমানও বলেছেন, 'রোহিতভাই বলেছে, ম্যাচ পরিস্থিতিতে আমার কিছু বলার থাকলে যেন আমি নিঃসংকোচে জানায়। আন্দাজ করতে পারি কোন পরিস্থিতিতে রোহিতভাইয়ের মাথায় কী ঘুরছে। নিজের মতামতটাও জানানোর চেষ্টা করছি।'

ইডেনে সূর্যকুমারের সঙ্গে আড্ডায় অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিদায়ের অপেক্ষায় কলকাতার শীত। বাড়তে শুরু করেছে রোদের তেজ।

উত্তাপের আঁচ ভারতীয় ক্রিকেটেও রয়েছে। সৌজন্যে শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা মুম্বই বনাম হরিয়ানার রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল। খেলা শুরুর আগে অঙ্ক ও পরিস্থিতির বিচারে

টেস্ট খেলতে চান শিবম

নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট আজিঙ্কা রাহানের মুম্বই। দলে এক সে বাড়কর এক তারকা। হরিয়ানাও ছাড়বার পাত্র নয়। বরং তারাও শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে দেশের সবচেয়ে সফল রাজ্য দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুমকি দিচ্ছে।

শুক্রবার সকালে হরিয়ানা, মুম্বই- দুই দলেরই অনুশীলন ছিল ইডেনে। আর দুই দলের সেই অনুশীলনের মাঝেই আচমকা ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হলেন বাংলার রনজি অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে আড্ডা দিতেই তিনি হাজির হয়েছিলেন ইডেনে। জানা গিয়েছে, অনুষ্টুপ ও সূর্য বহুদিনের বন্ধু। তাই সূর্যের ডাকে সাড়া দিয়েই ইডেনে হাজির হয়েছিলেন বাংলার রনজি দলের অধিনায়ক। মুম্বইয়ের বন্ধুকে অনুষ্টুপ আগামীর শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। হরিয়ানার দখল নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুম্বই রনজির শেষ চারে পৌঁছাতে পারবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু টিম মুম্বই সাফল্যের ব্যাপারে রীতিমতো আশাবাদী। মুম্বইয়ের অন্যতম তারকা ধবল কুলকার্নি আজ দুপুরের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা। হরিয়ানা প্রতিপক্ষ হিসেবে কঠিন, আমরা জানি। কিন্তু তার জন্য আমরা তৈরি।'

রনজি ট্রফিতে আজ

মুম্বই বনাম হরিয়ানা

সময় : সকাল ৯টা
স্থান : ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা

ইডেন গার্ডেন্সে সূর্যকুমার যাদব। শুক্রবার।

গতকালের মতো আজও মুম্বই নেটে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন সূর্য। অধিনায়ক রাহানেকেও আলাদাভাবে ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে। টিম মুম্বইয়ের তারকার মেলায় আজ অনুশীলনে নজর কেড়েছেন অলরাউন্ডার শিবম দুবে। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে তিনি ঢুকে পড়েছেন আগেই। এবার লাল বলের টেস্টও খেলতে চান তিনি। সেই লক্ষ্যপূরণে নিয়মিত বোলিং করছেন নেটে। সঙ্গে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা। আজ অনুশীলনের পর শিবম তাঁর আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলতে না চাইলেও মুম্বইয়ের ধবল বলেছেন, 'শিবমের লক্ষ্য হল টেস্ট খেলা। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য এখন মরিয়া হয়ে রয়েছে শিবম।'

দুবাইয়ের বড় হারকে পাত্তা দিচ্ছেন না শাস্ত্রী

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২০২৩ সালের পর ফের ওডিআই ফরম্যাটে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে যে মহারণ ঘিরে পারদও তুঙ্গে। ভারত নিঃসন্দেহে হটফেভারিট। যদিও পাকিস্তানকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে ২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপে দুবাইয়ে ১০ উইকেটে ভারত-বধের কাহিনী।

রবি শাস্ত্রী যদিও চার বছর আগের সেই ফলাফলকে আসন্ন ভারত-পাক যুদ্ধে গুরুত্ব দিতে নারাজ। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, '২০২১ টি২০ বিশ্বকাপে হারের কোনও প্রভাব আসন্ন দ্বৈরথে পড়বে না। দুইটি ফরম্যাট সম্পূর্ণ আলাদা। টি২০-তে অনেক সময় অঘটন ঘটে যায়। কিন্তু ওডিআইয়ে সেই সম্ভাবনা কম। ভারত ৫০-৫০ যুদ্ধে সুবিধা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

কারণটা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন শাস্ত্রী। যুক্তি, টি২০-র তুলনায় ওডিআই কিছুটা দীর্ঘ ফরম্যাট। ব্যাটিং, বোলিংয়ে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের তুলনায় যে জায়গায় অনেকটাই এগিয়ে ভারত। দুই দলের দিকে তাকালেই ব্যবধানটা বোঝা যায়। আসন্ন ভারত-পাক দ্বৈরথেও যা পার্থক্য গড়বে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস রোহিত-বিরাটের প্রাক্তন হেডস্যরের।

ভারত-পাক টক্করকে গৌতম গম্ভীর যদিও আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই দেখছেন। একথা প্রকাশ্যে জানিয়েওছেন। যদিও শাস্ত্রীর মতে, গম্ভীর মুখে যাই বলুক, মনের মধ্যে কিন্তু পাক ম্যাচ নিয়ে বাড়তি উত্তাপ থাকতে বাধ্য। কোচ হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'আমি বছর সাতেক ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব সামলেছি। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে একই কথা বলতাম। তবে সত্যি কথা হল, মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ঘুরপাক খায়, যা মিডিয়ার সামনে বলা যায় না।'

'আর পাঁচটা ম্যাচের মতো নয় পাক দ্বৈরথ'

শাস্ত্রীর কথায়, গত ১০ ম্যাচে তুমি কী করেছ, তা নিয়ে কেউ ভাববে না। শেষ ৮-৯টা ম্যাচ জিতলেও কিছু যায়-আসে না। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ব্যর্থতা দীর্ঘদিন পিছু ধাওয়া করবে। যতদিন না ফের এই মহারণ জেতা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন তীক্ষ্ণ প্রশ্নবানের মুখোমুখি হতে হবে।

তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য শাস্ত্রীর মতে, শুধু ভারত নয়, পাকিস্তানের হালও একই। ভারত-পাক দ্বৈরথের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরাই। জড়িয়ে রয়েছে অনেক আবেগ। যে ম্যাচের ফলাফলের প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী। শুধু মাঠেই সীমাবদ্ধ নয়, মাঠের বাইরে প্রতিনিয়ত যার মুখোমুখি হতে হয়।

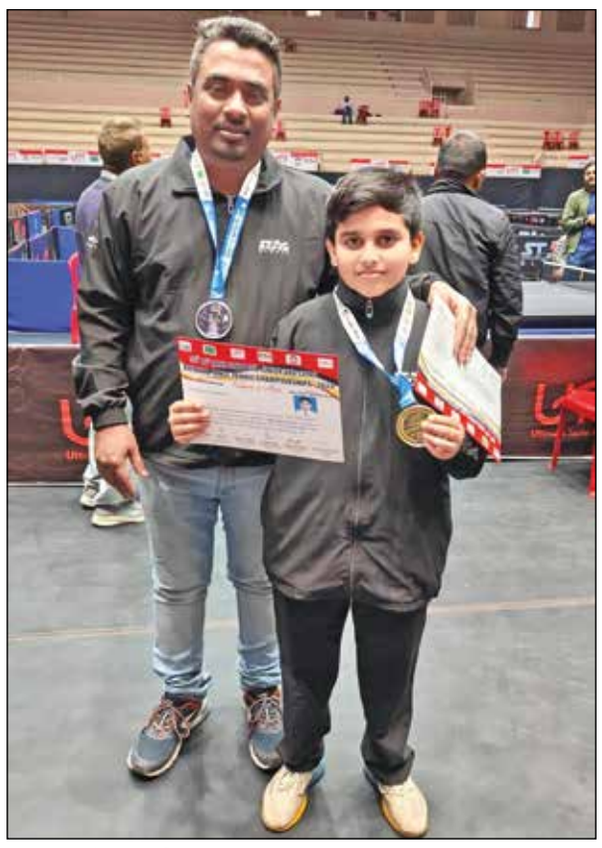

অনূর্ধ্ব-১৩ জাতীয় টেবিল টেনিসে জোড়া পদক জয়ের পর বাংলার ছেলেদের দলের কোচ অমরনাথ দাসের সঙ্গে বিশাল মণ্ডল। শুক্রবার।

সিঙ্গলসে রুপো বিশালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইন্দোরে আন্তঃ রাজ্য সাব-জুনিয়ার ও ক্যাডেট ন্যাশনাল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে রুপো জিতেছে শিলিগুড়ির বিশাল মণ্ডল। ফাইনালে মহারাষ্ট্রের প্রতীক তুলসানির বিরুদ্ধে একপেশে লড়াইয়ে বিশাল ৬-১১, ৭-১১ ও ৩-১১ পয়েন্টে হেরে যায়। তবে সেমিফাইনালে ভাবিত সিং বিস্তের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে জয় এসেছিল তার।

সিঙ্গলসের ব্যর্থতা অবশ্য ডাবলসে পুষিয়ে নিয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির ছাত্র বিশাল। বাংলার হয়ে সৌসার্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ডাবলসের ফাইনালে বিশাল ১৩-১১, ৯-১১, ১৩-১১ ও ১১-৫ পয়েন্টে জিতেছে কর্ণাটকের স্বস্তিক মঞ্জুনাথ-সিদ্ধান্ত মঞ্জুনাথের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলেদের কোচের দায়িত্বে ছিলেন শিলিগুড়ির অমরনাথ দাস। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের টিম ইভেন্টে অমরনাথের প্রশিক্ষণে বাংলা রানার্স হয়েছে। ফাইনালে তারা লড়াই চালিয়েও পিএসপিবি-'এ' দলের বিরুদ্ধে ২-৩ ব্যবধানে হেরে যায়।

শিলিগুড়ির দুই প্রতিনিধির কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব রজত দাস অভিনন্দন জানিয়েছেন অমরনাথ ও বিশালকে। একইসঙ্গে তিনি পরবর্তীতে তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

উত্তরের খেলা

কোচ সুব্রত, ম্যানেজার অনুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিস শুরু হচ্ছে রবিবার থেকে। তার আগেই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিসের জন্য জোড়া সুখবর - মৌমা দাস, ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, পয়মন্তী বৈশ্য ও মৌমিতা দত্ত সমৃদ্ধ বাংলা মহিলা দলের কোচ করা হয়েছে শিলিগুড়ির সুব্রত রায়কে।

জাতীয় গেমস

ম্যানেজারের দায়িত্বে একই শহরের অনুপ বসু। তারকা সমৃদ্ধ দলকে সামলানোর চাপ ঘাড়ে নিয়েই সুব্রত-অনুপ শনিবার শিলিগুড়ি থেকে দেরাদুনে পৌঁছাচ্ছেন। সেখানেই দলের বাকিদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হবে। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুব্রত বলেছেন, 'আমাদের দলে প্রচুর অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত খেলোয়াড় রয়েছে। তাই সোনা নিয়েই ফিরতে চাই।' প্রথমবার বাংলা দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে অনুপ বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের বাইরের সমস্যা থেকে দূরে রেখে খেলায় ফোকাস করার সুযোগ করে দিতে চাই।'

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নন্দপুকুর একাদশ। ছবি : সৌরভ রায়

চ্যাম্পিয়ন নন্দপুকুর

কুশমন্ডি, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইডিয়াল ইয়ং স্টার ক্লাবের ৮ দলের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নন্দপুকুর একাদশ। ফাইনালে তারা ২৫-২০, ২৫-২২ ব্যবধানে হারিয়েছে বাহালা দলকে। বিজয়ী দলকে সাত হাজার টাকা ও রানার্স দলকে পাঁচ হাজার টাকা এবং মাজেদার রহমান স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি দেওয়া হয়।

অ্যাথলেটিক্স মিট

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মিটের ফাইনাল খেলা হল শুক্রবার। এদিন বিভিন্ন একাধিক দৌড়, হাই জাম্প, জ্যাভলিন থ্রো, শটপাট সহ মোট ৪৬টি ইভেন্টের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। অংশ নেন ৫০০ জনেরও বেশি অ্যাথলিট। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা।

জয়ী সংঘশ্রী ক্লাব

জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সংঘশ্রী ক্লাব ১৪০ রানে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে হারিয়েছে। প্রথমে সংঘশ্রী ২৫৫ রান তোলে। বিক্রম মণ্ডল ৬৫ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১১৫ রানে গুটিয়ে যায়।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে কোর্ট স্টাফ ও জাজেস দল। ছবি : অনুপ মণ্ডল

সেরা কোর্ট স্টাফ ও জাজেস

বুনিয়াদপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী, ল ক্লার্ক ও আদালত কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোর্ট স্টাফ ও জাজেস দল। ফাইনালে তারা ৫১ রানে হারিয়েছে কোর্ট ইন্সপেক্টর দলকে। ফাইনালের সেরা মোস্তাফিজুর রহমান। প্রতিযোগিতার সেরা আমুস বসুমাতা। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ মেলিসা গুরুং ও অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সপ্তবর্ণা সেনগুপ্ত।

জিতল কচিকলা, পতিরাম

বালুরঘাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডিওয়াইএফআই-এর ক্রিকেটে শুক্রবার কচিকলা অ্যাকাডেমি ৪ উইকেটে হারিয়েছে দ্য গ্রিনভিউ স্কুল অফ ক্রিকেটকে। শুক্রবার বালুরঘাট টাউন ক্লাবের মাঠে গ্রিন ভিউ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৫ রান করে। নবেন্দু দত্ত ২৬ রান করেন। সুমন মণ্ডল ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মলয় দত্তও (১৫/২)। জবাবে কচিকলা ১৯.১ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। সমীর শীলের অবদান ২৬ রান। ম্যাচের সেরা সৌহার্দিক বিশ্বাস ২৪ রান করেন। মৈনাক সাহা ১৪ রানে নেন ২ উইকেট।

একই মাঠে পরের ম্যাচে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ১ উইকেটে কেআইটিএম বুনিয়াদপুরকে হারিয়েছে। বুনিয়াদপুর প্রথমে ৯ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। সৌভাগ্য সরকারের সংগ্রহ ৪৬ রান। বিপিন রায় ৩৯ রান করেন। সুমন বন্দোপাধ্যায় ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ৮ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা সাহিল সরকার। জবাবে পতিরাম ১৯.৪ ওভারে ৯ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। জিৎ সাহা ৩০ রান করেন। কার্তিক সরকার ২৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা সাহিল সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

রাজ্য পর্যায়ে খেলার সুযোগ রাজেশ-বিজয়ের

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলাস্তরে স্কুলভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়ায় সফল হয়ে রাজ্য পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল রায়গঞ্জের শিশু সদন হোমের দুই আবাসিক। দেবীনগর গয়লাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণির ছাত্র রাজেশ হেমরম ২০০ মিটার দৌড় এবং লং জাম্পে প্রথম হয়েছে। অন্যদিকে, দেবীনগর মহারাজা জগদীশ নাথ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র বিজয় সরেন শট পাটে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। দুইজনেই দেবীনগরের সরকারি হোমের আবাসিক। হোমের পরিচালন কমিটির সদস্য উত্তম মিত্র বলেছেন, 'দুইজন সারা বছর হোমের মাঠেই খেলাধুলা করে। চেষ্টা করব যাতে আগামীতে আরও বেশি সংখ্যক আবাসিকরা খেলাতে অংশ নেয়।'

সেরা যামিনী কলেজ

পতিরাম, ৭ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে খো খো এবং অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ। দুই দিনের এই প্রতিযোগিতায় জেলার ১০টি কলেজ অংশগ্রহণ করেছিল।

KHOSLA ELECTRONICS

THE BIGGEST AC MELA
8th - 16th February 2025

Upto 60% OFF
EXCLUSIVE AT KHOSLA 1 EMI* OFF
CASH BACK + EXCHANGE Upto ₹10,000

COPPER -INVERTER AC

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
Finance Available
FREE STANDARD INSTALLATION worth ₹2,500*
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

ALL BRAND ACs UNDER ONE ROOF

DAIKIN — Highest Energy Efficiency — Upto 43% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹1,689*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,839*
1.8 Ton 3* Inv. EMI ₹2,572*

HITACHI — ICE CLEAN Frost Wash Technology — Upto 46% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,500*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,883*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,875*

LG — AI + DUAL INVERTER — Upto 60%# DISCOUNT
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,792*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,999*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹4,375*
#on MRP

VOLTAS — Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER — Upto 54% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,533*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,375*

Panasonic — Convertible 7 with additional AI mode — Upto 48% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,575*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,842*

GENERAL — THE EXTREME MACHINE — Upto 17% DISCOUNT
1 Ton 5* Inv. EMI ₹3,858*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹4,958*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹5,042*

BLUE STAR — 80 YEARS OF TRUST — Upto 50% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,375*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,725*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,583*

Haier — 10sec. Supersonic Cooling — Upto 53% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,625*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,917*

Carrier — Hybrid jet Technology with SED (Smart Energy Display) — Upto 53% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,408*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,708*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,708*

LLOYD — 5 in 1 expandable with AQ tech — Upto 51% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,500*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹3,025*

SAMSUNG — Wind Free Cooling with 23000 microholes — Upto 47% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,375*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,583*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹4,200*

Whirlpool — 6th Sense Technology — Upto 55% DISCOUNT
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,917*

MITSUBISHI HEAVY DUTY — Eco Smart Hyper Inverter Electricity Saving Upto 65% — Upto 16% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹4,420*
1.6 Ton 3* EMI ₹5,420*
2.2 Ton 5* Inv. EMI ₹9,520*

Godrej — Tri Filtration System — Upto 41% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,167*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,317*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,000*

WINDOW AC — VOLTAS Carrier BLUE STAR GENERAL HITACHI LG LLOYD
1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton EMI ₹2,042* onwards
Upto 36% DISCOUNT

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products..